চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 225 Saturday, 15 July, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ২২৫ সংখ্যা ✻ ২৯ আষাঢ়, ১৪৩০, শনিবার, ১৫ জুলাই, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে ফের সরব হলেন শুভেন্দু অধিকারী। এক টুইটে তিনি দাবি করেন, রাজ্যজুড়ে ফের ভোট পরবর্তী হিংসার বর্বরতা শুরু হয়েছে। ...*বিস্তারিত পাতা ৩*

মুর্শিদাবাদের ঘাস ফুলের দাপট থাকলেও পিছিয়ে নেই বাম কংগ্রেস। লড়াইয়ের ময়দানে তৃণমূলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে একাধিক পঞ্চায়েত। ...*বিস্তারিত পাতা ৫*

আত্মসম্মানের জন্য লড়াই করার চেতনা রাজস্থানের মানুষের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত। শুক্রবার এমনই বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ...*বিস্তারিত পাতা ৬*

যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে এগিয়ে চলেছেন ভারতীয় তারকা শাটলাররা। তিন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার পৌঁছে গিয়েছেন ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে। ...*বিস্তারিত পাতা ৮*

‘বিচারব্যবস্থার একাংশ বিজেপিকে মদত দিচ্ছে’

ভোট-সন্ত্রাস নিয়ে তোপ অভিষেকের, পাল্টা কটাক্ষ শমীকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ ভোট-সন্ত্রাসে ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরাতে এদিন নন্দীগ্রামে গিয়েছিল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। কুণাল ঘোষ, শশী পাঁজাদের হাত ধরে ঘরেও ফেরেন বেশ কিছু তৃণমূল কর্মী। অন্যদিকে এদিনই আবার এসএসকেএমে আহত তৃণমূল কর্মীদের দেখতে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই সুর চড়ান বিজেপির বিরুদ্ধে। সুর চড়ান বিচারব্যবস্থার একাংশের বিরুদ্ধে। অভিষেকের দাবি, রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে না পেরেই তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা করছে বিজেপি। এদিন এসএসকেএম থেকে অভিষেক বলেন, নন্দীগ্রামে কার্যত বিজেপির পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে। এক নম্বর ব্লকে জেলা পরিষদের তিনটি আসনই তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে। পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূল জিতেছে। সাতটা অঞ্চল তৃণমূল জিতেছে। মহিলাদেরও ওরা ছাড়েনি। খুন-ধর্ষণের শাসানি দেওয়া হয়েছে। ছোট ছোট বাচ্চাদের আক্রমণ করেছে। ওদেরও রেহাত করেনি। কিন্তু, এত ঘটনার পরেও পুলিশ কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না? এদিন নিজেই এই প্রশ্ন করতে গিয়ে বিচারব্যবস্থার

একাংশের বিরুদ্ধেও সুর চড়ান অভিষেক। রীতিমতো কটাক্ষের সুরে বলেন, ‘‘আমি যাদের কথা বলছি তাঁদের সবাইকে হাইকোর্ট প্রোটেকশন দিয়ে রেখে দিয়েছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমি বারবার বলেছি বিচারব্যবস্থার একাংশ বিজেপিকে মদত দিচ্ছে। গণতন্ত্রের তৃতীয় স্তম্ভ হচ্ছে বিচারব্যবস্থা। চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদমাধ্যম। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই দুটো স্তম্ভ ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে যাচ্ছে বিজেপি। হাইকোর্টের একাংশ এই সমাজবিরোধীগুলিকে যেভাবে মদত দিচ্ছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক।’’ এদিন এসএসকেএমে ১৪ জন তৃণমূল কর্মীর সঙ্গে দেখা করেন অভিষেক। কারা তাঁদের উপর আক্রমণ শানিয়েছে তাও শোনেন নিজের মুখে। লিখে নেন ২০ জনের নাম। দ্রুত সেই ২০ জনের নাম মমতাকে দেবেন বলেও এদিন অভিষেক জানিয়েছেন। অন্যদিকে পাল্টা অভিষেকের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘তৃণমূল কংগ্রেস কোনও রাজনৈতিক দলই নয়। যাঁরা সংবিধানের শপথ নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, বিভিন্ন সাংবিধানিক পদে থাকেন তাঁরাই সরাসরি বিচারব্যবস্থাকে আক্রমণ করছেন। এখানে তো বিচারপতিরা কোর্টরুমের মধ্যে নিগৃহীত হচ্ছেন, বাড়িতে পোস্টার মারা হচ্ছে।’’

চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দিল ইসরোর চন্দ্রযান-৩
ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী গোটা ভারত

শ্রীহরিকোটা, ১৪ জুলাইঃ চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র চন্দ্রযান-৩। শুক্রবার দুপুর ২.৩৫ মিনিট নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেদঁর থেকে চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে ইসরো-র চন্দ্রযান-৩। ঐতিহাসিক এই মুহূর্তের সাক্ষী হল গোটা ভারত। একটি ল্যান্ডার, একটি রোভার এবং একটি প্রপালশন মডিউল দিয়ে সজ্জিত চন্দ্রযান-৩। চন্দ্রযান-৩-এর ওজন প্রায় ৩,৯০০ কিলোগ্রাম। ভারতের তৃতীয় চন্দ্রাভিযান, চন্দ্রযান-৩-এর উৎক্ষেপণের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছিল বৃহস্পতিবার দুপুর ১.০৫ মিনিটে। এরপর একের পর এক ধাপ সম্পন্ন করে ইসরো। অবশেষে শুক্রবার দুপুর ২.৩৫ মিনিটে ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হল গোটা ভারত তথা বিশ্ব। এলভিএম-৩ রকেটের মাধ্যমে চন্দ্রযান-৩ উৎক্ষেপণ করল ইসরো। ভারতের তৃতীয় চন্দ্রাভিযান রওনা দিয়েছে চাঁদের উদ্দেশে। ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকেন ইসরো-র চেয়ারম্যান এস সোমনাথ। ইসরোর এই চন্দ্রযাত্রার কেন্দ্রে রয়েছে এলভিএম-৩ রকেট। যা চন্দ্রযানটিকে শক্তি জোগাবে এবং পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে ঠেলে দেবে। এলভিএম-৩ হল একটি ত্রিস্তরীয় উৎক্ষেপণ যান। এর আগে একাধিক কৃত্রিম উপগ্রহ এবং চন্দ্রযাত্রায় এই এলভিএম-৩ ব্যবহৃত হয়েছে। একে ভারতীয় রকেটের ‘বাহুবলী’ বলা হয়। এর মধ্যে দু’টি স্তরে কঠিন জ্বালানি এবং একটি স্তরে তরল জ্বালানি রয়েছে। কঠিন জ্বালানি ১২৭ সেকেন্ড ধরে জ্বলে। উৎক্ষেপণের ১০৮ সেকেন্ডের মধ্যে জ্বলতে শুরু করে তরল জ্বালানি। তা ২০৩ সেকেন্ড ধরে রকেটটি চালনা করে। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ল্যান্ডার ‘বিক্রম’-কে চাঁদের পিঠে নামাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল ইসরো-র চন্দ্রযান-২। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন করে চাঁদের মাটি ছোঁয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। অতীতের অভিযানে পাঠানো অরবিটারটি এখনও চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। তাই এ বারের অভিযানে ইসরো আর কোনও অরবিটার পাঠায়নি চাঁদের কক্ষপথে। চাঁদের মাটিতে নামতে কক্ষপথে থাকা চন্দ্রযান-২ এর অরবিটারেরই সাহায্য নেবে এ বার চন্দ্রযান-৩ এর সঙ্গে যাওয়া ল্যান্ডার আর তার ভিতরে থাকা রোভার। চাঁদের মাটিতে নেমে দু’সপ্তাহ ইসরোর গবেষণা চলবে। এতে ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এবং নাসার সাহায্যও নেওয়া হবে।

সুপ্রিম কোর্টে আবারও পিছল ডিএ মামলা

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাইঃ মহার্ঘভাতা নিয়ে মামলার শুনানি আবারও পিছল। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানি ছিল। কিন্তু এদিনও সেই মামলা স্থগিত হয়ে যায়। কবে পরবর্তী শুনানি হবে, তা এখনও স্থির হয়নি। অভিষেক মনুসিংভি এদিন ফের উল্লেখ করেন, এর আগের শুনানিতে জানানো হয়েছিল, এবার চূড়ান্ত শুনানি হবে। তা সত্ত্বেও মামলা ‘মিসলেনিয়াস ডে’-তে তালিকাভুক্ত হয়েছে। এই মামলার চূড়ান্ত শুনানি হওয়া প্রয়োজন। রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের দাবি অনুযায়ী, ৩ লক্ষের বেশি কর্মচারিকে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে হলে ৪১ হাজার কোটি টাকার প্রভাব কোষাগারের উপর পড়বে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিএ সংক্রান্ত নিজস্ব নিয়ম আছে। কেন্দ্রীয় হারে ডিএ বা মহার্ঘ ভাতার দাবিতে রাজ্য সরকারি কর্মচারিরা দিনের পর দিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছেন। কলকাতায় শহিদ মিনারে একের পর এক সরকারি কর্মীদের সংগঠন একত্রিত হয়ে তৈরি হয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। কলকাতার রাজপথ থেকে রাজধানী দিল্লিতে পর্যন্ত ধরনায় বসেছেন তাঁরা। তবে

রাজ্য সরকার বারবারই স্পষ্ট করেছে, কেন্দ্র যে হারে তাদের কর্মচারিদের ডিএ দেয়, সেই ডিএ দিতে হবে এ রাজ্যের সরকারি কর্মীদেরও। এ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারি সংগঠন একটি পিটিশন দায়ের করে সুপ্রিম কোর্টে। তবে ইতিমধ্যে রাজ্যের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্য সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেই যতটা দেওয়ার তা দেবে। কেন্দ্রের হারে কোনওভাবেই রাজ্যের পক্ষে ডিএ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আন্দোলনকারীরাও অনড় তাঁদের দাবিতে। বিশ্লেষকদের মতে, এই মামলার রায়ের ক্ষেত্রে সবদিক বিবেচনার বিষয়ও আছে। কারণ, দেশের সমস্ত রাজ্যে কেন্দ্রের হারে ডিএ দেওয়া হয়, এমন নয়। ফলে এই রাজ্যের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট যদি সে নির্দেশ দেয়, তাহলে আরও এ সংক্রান্ত মামলা হতে পারে। সুপ্রিম-রায়ের সমতা যাতে সব রাজ্যের ক্ষেত্রেই মান্যতা পায়, সেদিক নিয়ে সরব হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

১০ প্রশ্ন-১০ উত্তর, রাজভবন-রাজ্যের ভোট-সংঘাতে নতুন মাত্রা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের রিপোর্ট চান রাজ্যপাল। ১০ দফা প্রশ্ন লিখে নির্বাচন কমিশনারের থেকে উত্তর চেয়েছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের প্রশ্নের জবাব দিলেন নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। রাজ্যপাল যা যা জানতে চেয়েছিলেন-১) অনেকেই আমার কাছে জানিয়েছে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়াটি বাতিল করা উচিত এবং কলকাতা হাইকোর্টের নজরদারিতেই নির্বাচন পরিচালনা করা উচিত এই বিষয়ে কমিশনারের মত কী তা জানতে চান রাজ্যপাল। ২) ১০ জুলাই রাজ্যজুড়ে ৪৫০০টি স্পর্শকাতর বুথেই পুনর্নির্বাচন হওয়ার প্রয়োজন ছিল, শুধুমাত্র ৬৯৭টি বুথের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল না। ৩) নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে রুটমার্চ এবং প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্ট প্রয়োজন রয়েছে। ৪) রাজ্য প্রশাসনকে সজাগ করতে হবে নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে। ৫) রাজভবনের তরফে ২ হাজারের মতো অভিযোগ দেওয়া হয়েছে, কী পদক্ষেপ নিল কমিশন। ৬) অনেক দুষ্কৃতীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ? সূত্রের খবর রাজ্যপালকে যে রিপোর্ট দিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা, সেখানে তিনি দাবি করেছেন ২০১৮ পঞ্চায়েত নির্বাচনে তুলনায় এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বেড়েছে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সংখ্যা। ২০১৮-তে ভাগ সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬২ হাজার। যা এবার বেড়ে হয়েছে ২ লক্ষ ৩১ হাজার। অর্থাৎ ২০১৮-এর তুলনায় বেড়েছে ৪২ শতাংশ। শুধু তাই নয়, মনোনয়ন প্রত্যাহারের সংখ্যাও কমেছে ২০১৮-এর তুলনায়। ২০১৮-তে মনোনয়ন প্রত্যাহার হয়েছিল ২৩৬১৯টি। অর্থাৎ ২১ শতাংশ প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছিল। আর এবারের সেই সংখ্যা কমে গিয়ে ৯ শতাংশ প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছে বলেও রাজ্যপালকে রিপোর্টে জানিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার। পাশাপাশি বেড়েছে পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সংখ্যা। ২০১৮ যেখানে ১ লক্ষ ১৫ হাজার প্রার্থী পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল, এবার সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে দু লক্ষ ৬ হাজার। সূত্রের খবর, মূলত রাজ্যপাল রাজ্য নির্বাচন কমিশনারেরকে যে প্রশ্ন পাঠান সেখানে লিখিত ভাবে উল্লেখ করা হয় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা উঠে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তিনি এ উল্লেখ করেন গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়াটি বাতিল করে দেওয়া উচিত এই ধরনের মতামত উঠে এসেছে এবং হাইকোর্টের নজরদারিতে নির্বাচনের পয়োজনীয়তা রয়েছে। সেই প্রশ্নের ভিত্তিতেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজ্যপালকে এই তথ্য উল্লেখ করে রিপোর্ট পাঠান বলেই সূত্রের খবর। গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন ৭৭৭৩টি অভিযোগ কমিশনের কাছে এসেছে বলেও রাজ্যপালকে রিপোর্টে জানিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। যার মধ্যে ৭১১টি অভিযোগ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দ্বারা টেলিফোনের মাধ্যমে এবং বাকি অভিযোগগুলি বিভিন্ন জেলা মহকুমা স্তর এবং ব্লক স্তরে এসেছে। যে অভিযোগগুলি নিষ্পত্তি করাও হয়েছে বলেও রাজ্যপালকে রিপোর্টে জানিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার। বৃহস্পতিবারই এই রিপোর্ট রাজ্যপালকে পাঠিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার। শুধু তাই নয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় বাহিনী সঠিক ভাবে মোতায়েন হয়েছিল নাকি, নির্বাচন পরবর্তী হিংসা আটকাতে কী পদক্ষেপ করা হয়, তা নিয়েও রাজ্যপাল জানতে চান রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের থেকে। তারও বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পরিসংখ্যান তুলে ধরে রাজ্যপালকে বলেই সূত্রের খবর।

সন্ত্রাস সত্ত্বেও পঞ্চায়েতে দুর্দান্ত ফল হয়েছে
নেতাকর্মীদের অভিনন্দন অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাইঃ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে এই প্রথম প্রতিক্রিয়া জানালেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। আর সেই প্রতিক্রিয়া এল স্বয়ং অমিত শাহের কাছ থেকে। তা-ও বাংলা হরফে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজের ট্যুইটে হিংসা প্রসঙ্গে ফের বিঁধলেন রাজ্যের শাসকদলকে। আর ভূয়সী প্রশংসা করলেন সুকান্ত-শুভেন্দুর। ট্যুইটে অমিত শাহ লেখেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের এই রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাস বিজেপি-কে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দুর্দান্ত ফল করা থেকে থামাতে পারেনি। বিজেপি আগের নির্বাচনের তুলনায় তার আসন সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেছে। যা প্রমাণিত আমাদের ওপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।’ প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির জেতা আসনের সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ৭৭৯। তার তুলনায় এইবছর তা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। বিজেপি জিতেছে প্রায় ৯ হাজার ৫১৩ আসনে। অর্থাৎ, এবার ২৫ ভোট পেয়েছে বিজেপি। শাহ লিখেছেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের এই রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাস বিজেপিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দুর্দান্ত ফল করা থেকে থামাতে পারেনি। বিজেপি আগের নির্বাচনের তুলনায় তার আসন সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেছে যা প্রমাণিত আমাদের ওপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।’ এদিন অমিত শাহ আরও লেখেন, ‘এটি একেবারে জলের মতো স্বচ্ছ যে জনগণের স্নেহ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি-এর নেতৃত্বাধীন বিজেপির সাথে রয়েছে এবং লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে তারা বিজেপিকে অবশ্যই উচ্চতার শিখরে নিয়ে যাবে।’ নিজের ট্যুইটে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ বঙ্গ বিজেপির নেতাকর্মীদের পঞ্চায়েতের ফলাফল নিয়ে অভিনন্দন জানান শাহ। লেখেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের জনগণের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং সুকান্ত, শুভেন্দু এবং সকল কার্যকর্তাদের অনেক অভিনন্দন, যাঁরা দৃঢ়তার সাথে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও দলের সাথে অটল ছিলেন।’ তবে, উল্লেখযোগ্য ভাবে অমিত শাহের ট্যুইটে আলাদা করে উল্লেখ ছিল না বঙ্গ বিজেপির অন্যতম নেতা তথা সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

ভোটের পর বিক্ষুব্ধদের দলে ফেরানোর কথা নিয়ে অসন্তোষ তৃণমূলে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে টিকিট না মেলায় শাসকদলের অনেকেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। জেলায় জেলায় নবজোয়ার কর্মসূচিতে সেই সমস্ত বিক্ষুব্ধদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তৃণমূলে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু, পঞ্চায়েত ভোটের ফল ঘোষণা হতেই এবার জয়ী বিক্ষুব্ধদের নিয়ে মনোভাব নরম করার ইঙ্গিত দিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তাতেই আপত্তি জানিয়েছেন তৃণমূলের একাংশ। দলের অনেকেরই আশঙ্কা বোর্ড গঠনের সময় নির্দলদের পাশাপাশি বিরোধী বিজেপি, সিপিএম বা কংগ্রেস সদস্যদের দলে নেওয়া হলে সে ক্ষেত্রে নিচের তলায় থাকা কর্মীদের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। উল্লেখ্য, নবজোয়ার কর্মসূচিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিক্ষুব্ধদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তারপরেও বিদ্রোহ আটকানো যায়নি। টিকিট না পেয়ে অনেকেই নির্দল থেকে ভোটে দাঁড়ান। এই অবস্থায় ভোটের পরে বিক্ষুব্ধদের দলে ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় তৃণমূলের অন্দরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রসঙ্গত, পুরসভা ভোটে দেখা গিয়েছিল টিকিট না পেয়ে অনেকে দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নির্দল প্রার্থী হয়েছিলেন। নির্বাচনে জয়ের পর বিক্ষুব্ধদের আবার দলে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা তৃণমূল নেতৃত্ব এবং বিধায়করা মনে করছেন বিক্ষুব্ধদের দলে ফিরিয়ে আনলে জটিলতা তৈরি হতে পারে। যদিও তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘নির্দলদের বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন দলীয় নেতৃত্ব। যাঁরা নির্দলে গিয়েছিল তাঁরা সকলেই তৃণমূলের হয়ে কাজ করেছেন। মনোনয়ন তুলে নেওয়ার সময় পাননি। এখন জিতে গেছেন দল বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে।’’ প্রসঙ্গত, এবার পঞ্চায়েত ভোটে নির্দিষ্ট আসন থেকে প্রায় ১২ হাজার অতিরিক্ত মনোনয়ন জমা পড়েছিল তৃণমূলের। তারপরে বিক্ষুব্ধদের তৎপরতার বিষয়টি বুঝতে পেরে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন অভিষেক। তিনি জানিয়েছিলেন, তৃণমূলে তাঁদের ফেরানো হবে না।

৩৫০ কোটি টাকার নিয়োগ কেলেঙ্কারি! মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট দিল ইডি
পুর নিয়োগ মামলায় ইডি-সিবিআই-কে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ প্রাথমিক নিয়োগ কেলেঙ্কারির শিকড় খুঁজতে গিয়ে এবার ৩৫০ কোটি টাকার দুর্নীতির খোঁজ পেল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে মুখবন্ধ খামে একটি রিপোর্ট জমা দেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ১৩ জুলাই কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, অয়ন শীল ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ১৫ কোটি টাকার অস্থাবর সম্পত্তি, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত এবং ৪৩টি স্থাবর সম্পত্তি প্রসিড অব ক্রাইম হিসাবে অ্যাটাচ করা হয়েছে। সূত্রের দাবি, প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতির টাকা বাংলা সিনেমা থেকে স্থাবর সম্পত্তি, অস্থাবর সম্পত্তিতেও বিনিয়োগ করা হয়েছে বলেই ইডির রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১২৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি এবং নগদ অ্যাটাচ করা হয়েছে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই রিপোর্ট জমা পড়ে। বিচারপতি অর্ডার দেওয়ার সময় ওই রিপোর্টকে উদ্ধৃত করে টাকার কথা বলেন। অন্যদিকে সিবিআই এর এসপি (সিট) সই করা রিপোর্টে কুন্তল এর করা অভিযোগ (সিবিআই হেফাজতে অত্যাচার করে অভিষেক এর নাম বোলানোর চেষ্টার অভিযোগ) ভিত্তিহীন বলে জানানো হল আদালতে। সিল করা খামে সিবিআই কুন্তল ঘোষ এর অভিযোগ নিয়ে রিপোর্ট জমা দিল। তাদের দাবি, গোটা অভিযোগ ভিত্তিহীন। সংশোধনাগারের বিরুদ্ধেও এদিন আঙুল তোলে সিবিআই। নিয়ম অনুসারে ১৮০ দিনের সিসিটিভি ফুটেজ থাকার কথা। কিন্তু এখানে সাত দিনের বেশি ফুটেজ পাওয়া যায়নি। বিচারপতি সিনহা এদিন জানতে চান, ‘‘এত টাকা যদি এই দুর্নীতি থেকে উঠে থাকে, তাহলে আপনারা এখনও এই দুর্নীতির কিংপিন কে, তাকে কেন খুঁজে পাচ্ছেন না?’’ মামলাকারী রমেশ মালিকের আইনজীবী আদালতকে জানান, ৪২ হাজার ৯৪৯ জন এখনও চাকরি করছেন যাঁরা নিয়ম মেনে চাকরি পাননি। সেই প্রসঙ্গে আদালত সিবিআইকে নির্দেশ দেয়, ওই শিক্ষকদের মধ্যে কারা কারা বেআইনিভাবে চাকরি পেয়েছেন তা অবিলম্বে খুঁজে বের করে তালিকা তৈরি করে আদালতে জমা দিক। অন্যদিকে পুরনিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত নিয়ে এদিন অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। কী করে তদন্তকারী আধিকারিক রাজ্যের কাছে নোটিস দিয়ে পুরসভার হিসাব জানতে চান? আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই সমস্ত তথ্য ওপেন ফোরামেই পাওয়া যায়। তারপরও কী করে তদন্তকারীরা রাজ্যের কাছে পুরআইন জানতে চেয়ে নোটিস পাঠান? এটা তদন্তের অংশ? একইসঙ্গে বিচারপতি এই মামলায় তদন্তকারী ইডি-সিবিআই আধিকারিকের নামের তালিকাও চেয়ে পাঠান। এরপর সবদিক খতিয়ে দেখে আদালত যদি মনে করে তাহলে শিক্ষা দুর্নীতির তদন্তের মতোই স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম বা সিট তৈরি করে দিতে পারেন। এমনও হতে পারে আদালতের নজরদারি থাকতে পারে মামলার তদন্তে। পুরনিয়োগের তদন্ত সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল শুক্রবার। রাজ্যের আইনজীবী ইডির আধিকারিকদের করা প্রশ্ন নিয়ে সওয়াল করেন। বলেন, এমন কিছু প্রশ্ন তাদের করা হয়েছে, যার উত্তর সহজেই পাওয়া যায়। রাজ্যের আইনজীবী জানান, এই নোটিস বা প্রশ্ন থেকে সংশয় তৈরি হচ্ছে, আদৌ সিবিআই তদন্তে কতটা আগ্রহী। এরপরই বিচারপতি সিনহা সিবিআই, ইডি দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকেই নির্দেশ দেন, পুরনিয়োগ দুর্নীতির তদন্তকারী আধিকারিকদের নাম-সহ বিশদে আদালতকে জানাতে। তারপর আদালত সিদ্ধান্ত নেবে এই তদন্তে কোনও সিট গঠন করা হবে কি না এবং এই তদন্তে আদালতের নজরদারি তে থাকবে কি না। পুরনিয়োগ মামলা নিয়ে প্রথম থেকেই নানা মোড়। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম এই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। যা নিয়ে মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট অবধি। পরে দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে হাইকোর্টে এ মামলার এজলাস বদল হয়। মামলার শুনানি শুরু হয় বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে।

> এত টাকা যদি এই দুর্নীতি থেকে উঠে থাকে, তাহলে আপনারা এখনও এই দুর্নীতির কিংপিন কে, তাকে কেন খুঁজে পাচ্ছেন না?
> -বিচারপতি অমৃত সিনহা

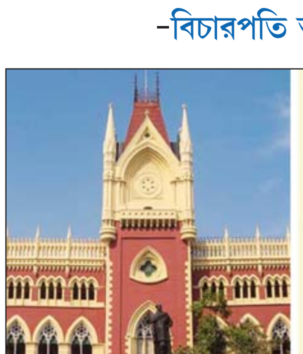

মানুষে মানুষে সংযোগ ভারত-ফ্রান্স অংশীদারিত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ভীতঃপ্রধানমন্ত্রী

প্যারিস, ১৪ জুলাই ঃ মানুষে মানুষে সংযোগ ভারত-ফ্রান্স অংশীদারিত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ভীত। প্যারিসে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, ভারত ও ফ্রান্স একবিংশ শতাব্দীর অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে প্যারিসের লা সেইন মিউজিক্যালে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে উপস্থিত প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন তিনি। শুরুতেই মোদী বলেছেন, আমি যখনই বিদেশে 'ভারত মাতা কি জয়' শুনতে পাই, তখন মনে হয় আমি বাড়িতে এসেছি।...আমি বেশ কয়েকবার ফ্রান্স সফর করেছি, কিন্তু এবার আমার সফর বিশেষ। ফ্রান্সের জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আমি সে দেশের জনগণকে অভিনন্দন জানাই। আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি ফ্রান্সের জনগণকে ধন্যবাদ জানাই। মোদীর কথায়, জলবায়ু পরিবর্তন অথবা সাপ্লাই চেইন হোক, কাউন্টার টেরোরিজম অথবা কাউন্টার র‍্যাডিক্যালিজম হোক, বিশ্ব ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, বিশ্ব এখন নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতের ভূমিকাও দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। ভারত বর্তমানে জি-২০-র সভাপতিত্ব করছে এবং সমগ্র জি-২০ গ্রুপ ভারতের সম্ভাবনা দেখছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, মানুষে মানুষে সংযোগ ভারত-ফ্রান্স অংশীদারিত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ভীত। ভারত ও ফ্রান্স একবিংশ শতাব্দীর অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বের গুরুত্ব আরও বেড়েছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, ভারত সংকল্প নিয়েছে যে, কোনও সুযোগ হাতছাড়া হতে দেবে না এবং একটি মুহূর্তও নষ্ট হতে দেবে না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমার প্রতিটি সেকেন্ড হবে দেশের মানুষের জন্য। প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আগামী ২৫ বছরের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে ভারত...আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি বলছে ভারত একটি উজ্জ্বল স্থানে রয়েছে...ভারতে বিনিযােগের প্রচুর সম্ভাবনা রযেছে। বিদেশে বসতি স্থাপন করা সমস্ত ভারতীযদের সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত সরকার ...সেটা ইউক্রেন হোক অথবা সুদান, আফগানিস্তান হোক অথবা ইরাক, আমরা সর্বদা আমাদের দেশবাসীকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছি। বিদেশে বসতি স্থাপন করা ভারতীয়রা ভারতের নাগরিকদের মতোই আমাদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

নতুন দুই বিচারপতি পেল সুপ্রিম কোর্ট, শপথ নিলেন উজ্জ্বল ভুঁইয়া ও এস ভি ভাট্টি

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ঃ নতুন দুই বিচারপতি পেল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া ও বিচারপতি এস ভি ভাট্টি। নতুন দুই বিচারপতি শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়।নতুন দুই বিচারপতির শপথগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শীর্ষ আদালতে মোট বিচারকদের সংখ্যা বেড়ে হল ৩২, প্রধান বিচারপতি-সহ। শুক্রবার সকালে সুপ্রিম কোর্টের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে দুই নতুন বিচারপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৫জুলাইঃবুধবার, ২৯ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৫জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৯ আষাঢ়মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৯ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৯ আষাঢ়মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে কিষাণগঞ্জে এইমস প্রতিষ্ঠার দাবি সাংসদ জাভেদ আজাদের

কিশানগঞ্জ, ১৪ জুলাই ঃ সাংসদ ডাঃ মো. জাভেদ আজাদ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডাভিযার কাছ থেকে দেরাদুনে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক পরামর্শক কমিটির বৈঠকে কিষাণগঞ্জে এইমস প্রতিষ্ঠার দাবি জানান।এটি লক্ষণীয় যে সীমাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা এবং সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে, কেন্দ্রীয়. সরকার কর্তৃক একটি উচ্চমানের হাসপাতাল হিসাবে কিষাণগঞ্জে এইমস নির্মাণের মধ্যে রয়েছে উত্তর দিনাজপুরের কিষাণগঞ্জ, পূর্ণিয়া, আরারিযা. এবং কাটিহার জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলাগুলি। সীমাঞ্চল অঞ্চলের অধীনে। কেন্দ্রে কিষাণগঞ্জে এইমস নির্মাণের ফলে প্রায .১০টি জেলার দরিদ্র ও গুরুতর রোগীরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে এবং কিষাণগঞ্জের ভূগর্ভস্থ পানির নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টে ইউরেনিযাম এবং আর্সেনিকের মতো বিষাক্ত উৎপাদানের প্রাপ্যতা নিযে. উদ্বেগ প্রকাশ করে এমপি , কিষাণগঞ্জে এইমস ও স্বাস্থ্য সুবিধার দাবি তিনি সংসদে তুলে ধরেছেন।

রাজ্যপালকে রিপোর্টও দিল বিজেপির তথ্যানুসন্ধানী দল

কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ কেবল রিপোর্ট নেওয়াই নয়, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটে প্রাপ্ত তথ্য ও সমীক্ষার ওপর রিপোর্ট রাজ্যপালকে জমাও দিল বিজেপির তথ্যানুসন্ধান দল।ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস এলাকায় ঘুরে দেখে বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ এই রিপোর্ট জমা দেন। বৃহস্পতিবার বিজেপি এমপি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের বলেন, কাল থেকে বিভিন্ন জেলায় ঘুরছি। সেখানে ভয়ানক চিত্র উঠে এসেছে। সেইসব ছবি রাজ্যপালের সামনে তুলে ধরেছি। ফলাফলের পর বিজেপি প্রার্থীদের বাড়ি ভাংচুর থেকে মারধর করা হযেছে। তাও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বলে জানান তিনি।এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে রবিশঙ্কর বলেন, এ কেমন পুলিশ, যেখানে গরিবদের মারা হচ্ছে। যেখানে বাচ্চাদেরও ছাড়া হচ্ছে না। কাল মমতার সাংবাদিক সম্মেলন শুনেছি। শুধু আক্ষেপ বা দু ঃখপ্রকাশ করে লাভ নেই। যারা এমন কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট

হিমাচলের মান্ডিতে গভীর খাদে পড়ল গাড়ি, মর্মান্তিক মৃত্যু ৫ জনের

মান্ডি, ১৪ জুলাই ঃ হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবাহী একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, এছাড়াও ওই গাড়িতে থাকা ৪ জন গুরুতর আহত হযেছেন। বৃহস্পতিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মান্ডি জেলায় সুন্দরনগর-কারসোগ সা।কের ওপর খুশালার কাছে। মৃতদের নাম-লালা রাম (৫০), রূপ লাল (৫৫), সুনীল কুমার (৩৫), গোবিন্দ রাম (৬০) ও মোহনা (৫৫)। সকলের বাড়ি সুন্দরনগরে।শুক্রবার সকালে পুলিশ জানিয়েছে, সুন্দরনগর থেকে আসছিল যাত্রীবোঝাই গাড়িটি। কামরুনাগ মন্দির দর্শনের পর বাড়িতেই ফিরছিলেন তাঁরা। রাতের অন্ধকারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে খাদে পড়ে যায় গাড়িটি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের ও ৪ জন আহত হয়েছেন, মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুনেতে কাপড়ের কারখানার গোডাউনে আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের ১৫টি ইঞ্জিন

পুনে, ১৪ জুলাই ঃ মহারাষ্ট্রের পুনের ইয়েওয়ালেওয়াড়ি এলাকায় কাপড়ের কারখানায় ভয়াবহ আগুন। ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দমকলের প্রায. ১৫টি ইঞ্জিন। শুক্রবার সকালে কাপড়ের কারখানার গোডাউনে আগুন লাগে।আগুন লাগার পরই ওই কারখানা থেকে ঘন কালো ধোঁযা. বের হতে দেখা যায়। কীভাবে আগুন লাগল, তা স্পষ্ট নয়। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কারও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি । আপাতত যুদ্ধকালীন তপরতায় আগুন নেভানোর চেষ্টা চলছে। তবে, কাপড়ের গোডাউন হওয়ায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। দমকলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনাই তাঁদের প্রথম লক্ষ্য।

যমুনার জলস্তর পৌঁছল ২০৮.৩৮ মিটারে দিল্লির নানা প্রান্তে জমা জলে ভোগান্তি, বন্যা পরিস্থিতি

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ঃযমুনা নদীর জলস্তর একটু একটু করে বো।ে চলেছে। ইতিমধ্যেই যমুনার জল দিল্লির রাজপথে এসে পৌঁছেছে, শুক্রবার সকালে সুপ্রিম কোর্ট, লালকেল্লায় কাছে যমুনার জল পৌঁছে যায়। রীতিমতো বন্যা পরিস্থিতি রাজধানীতে! দিল্লিবাসী বলছেন, এমন পরিস্থিতিতে আগে কখনও দেখেছেন বলে তাঁদের মনে পা।ছে না। ভারী বৃষ্টিপাত এবং যমুনা নদীর জলস্তর বৃদ্ধির ফলে দিল্লির কিছু অংশে জল জমে গিয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি দিল্লির যমুনা বাজার এলাকায়।শুক্রবার সকাল ৯টা নাগাদ দিল্লির পুরানো রেল সেতুতে যমুনা নদীর জলস্তর রেকর্ড করা হয়েছিল ২০৮.৪০ মিটার, দশটা নাগাদ তা কমে ২০৮.৩৮ মিটারে পৌঁছয়। দিল্লির মন্ত্রী অতিশী

কাজের দিনে সমস্যার মধ্যে পড়েছেন দিল্লিবাসী। অনেকেই বলেছেন, এমন পরিস্থিতি আগে তাঁরা কখনও দেখেননি। এক পথচারী এদিন বলেন, আমি এই দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি। অফিসে যাওয়ার সময় আমরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। আমরা চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সমস্যার সমাধান হোক।

ফ্রান্সেও এবার ইউপিআই, বিশ্বে জনপ্রিয় হচ্ছে ভারতের এই ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম

প্যারিস ও নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ঃ এবার ফ্রান্সেও ব্যবহার করা যাবে ইউপিআই। ভারতের এই ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম জনপ্রিয় হচ্ছে বিশ্বের নানা প্রান্তে। সেই কথা মাথায় রেখে ফ্রান্স সফরে গিয়ে ব। ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার রাতে (ভারতীয় সময় অনুযায়ী) প্যারিসে প্রবাসী ভারতীয়দের এক অনুষ্ঠানে মোদী ঘোষণা করেছেন, ফ্রান্সে ইউপিআই

বা ইউনিফাইড পেমেন্টস সিস্টেম ব্যবহার করা যাবে। এই বিষয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে ভারতের।মোদী জানিয়েছেন, আগামী দিনে ফ্রান্সেও এই ইউপিআইয়ের মাধ্যমে ভারতীয় মুদ্রায় পেমেন্ট করা যাবে। শুরুটা হবে আইফেল টাওয়ার দিয়ে। ফ্রান্সের আগে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ভুটান, নেপাল এই ইউপিআই সিস্টেমকে গ্রহণ করেছে। মোদী জানান, প্যারিসের আইফেল টাওয়ারে চালু হচ্ছে ফ্রান্সের প্রথম ইউপিআই।...ইউপিআই ব্যবস্থা গ্রহণ করছে ফ্রান্স। আগামী দিনে আইফেল টাওয়ারে তা চালু হবে। এর ফলে সুবিধা পাবেন ভারতীয় পর্যটকেরা।''প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে বক্তৃতার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও জানিয়েছেন, এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, ফ্রান্সে মাস্টার্স করা ভারতীয় পড়ুয়াদের ৫ বছরের দীর্ঘমেয়াদী পোস্ট-স্টাডি ভিসা দেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ফ্রান্স অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হবেন।

মোদীর মুকুটে নতুন পালক, ''গ্র্যান্ড ক্রস অফ দ্য লিজিয়ন অফ অনার''-এ ভূষিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি ও প্যারিস, ১৪ জুলাই ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুকুটে নতুন পালকের সংযোজন। এবার ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মাননা ''গ্র্যান্ড ক্রস অফ দ্য লিজিয়ন অফ অনার''-এ ভূষিত হয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ''গ্র্যান্ড ক্রস অফ দ্য লিজিয়ন অফ অনার''-এ ভূষিত করেছেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই হলেন প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি এই সম্মান পেলেন।বিগত ৯ বছরের শাসনকালে প্রধানমন্ত্রী মোদী বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন। ''গ্র্যান্ড ক্রস অফ দ্য লিজিয়ন অফ অনার'' হল ১৪-তম সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয়. সম্মান। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর মেয়াদের শেষ ৯ বছরে যে পুরস্কারগুলি পেয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে- পাপুয়া নিউ গিনির ''কম্প্যানিয়ন অফ দ্য অর্ডার অফ লোগোহু'', ''কম্প্যানিয়ন অফ দ্য অর্ডার অফ ফিজি'', পালাউ প্রজাতন্ত্রের ইবাকল অ্যাওয়ার্ড, অর্ডার অফ দ্য অর্ডার ড্রুক গ্যালপো, মার্কিন সরকার কর্তৃক লিজিয়ন অফ মেরিট প্রভৃতি। জুন মাসেই মিশরের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান ''অর্ডার অফ দ্য নাইল''-এ ভূষিত হন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৪শতকরা এবং ৪৩শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বুধবার। জোয়ার- সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে।

উন্নত ও আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে ভারত সরকার ধারাবাহিক প্রয়াস

নয়াদিল্লি,১৪জুলাইঃদেশ থেকে সিকল সেলের অভিশাপ নির্মূল করতে ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে কেঃদ্রীয় বাজেটে ' সেল অ্যানিমিয়া এলিমিনেশন মিশন ২০৪৭' - শীর্ষক জাতীয় প্রচারাভিযানের ঘোষণা করা হয়েছে । এজন্য আমি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ।মানবদেহে সিকল সেল রোগ দুভাবে থাকতে পারে । এরমধ্যে একটিতে রোগের কোনো উপসর্গ দেখা যায়না, আক্রান্ত ব্যক্তিরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সিকল সেলের বিভিন্ন উপসর্গ প্রকাশ পায় । দেশের ১৩টি রাজ্য রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রে এই রোগের প্রকোপ বেশি । চারটি রাজ্য বিহার, অসম, উত্তরাখন্ড এবং উত্তরপ্রদেশেও এর আংশিক প্রকোপ রয়েছে ।সিকল সেল ডিজিজে আক্রান্ত একজন ব্যক্তি ক্রমাগত ব্যথা, ক্লান্তি, রক্তাল্পতা সহ অসংখ্য স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হন, যা তাঁর জীবনযাত্রার ওপর গভীর ছাপ ফেলে । সিকল সেল জনিত রক্তাল্পতা দূর করার জন্য দুধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় । প্রথম পন্থাটি প্রতিরোধের ওপর জোর দিয়ে সদ্যোজাত শিশুরা যাতে এতে আক্রান্ত না হয় তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চালায় । দ্বিতীয় পন্থায় যারা ইতোমধ্যেই এই রোগে আক্রান্ত তাদের চিকিৎসা ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের চেষ্টা করা হয় । সিকল সেল অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীরা যাতে যথাযথ স্বাস্থ্য পরিষেবা পান, তা নিশ্চিত করতে একটি সার্বিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে ।সিকল সেল বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুজন ব্যক্তি যদি একে অপরকে বিয়ে করেন, তাহলে তাদের সন্তানের মধ্যে এই রোগ সঞ্চারিত হওয়ার তীব্র আশঙ্কা থাকে । তাই বিয়ের আগে সিকল সেলের পরীক্ষা করলে এই রোগের বিস্তার আটকানো সম্ভব । রাজ্যগুলি এবং আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে ১৭টি রাজ্যের প্রায় ২০০টি জেলায় বসবাসকারী আদিবাসী ও অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত মানুষজনের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে সিকল সেল আক্রান্তদের চিহ্নিত করার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে । এর আওতায় ৪০ বছর বয়সসীমা পর্যন্ত প্রায় ৭ কোটি মানুষের পরীক্ষা করা হবে । বৃহ এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হল ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশ থেকে সিকল সেল রোগ নির্মূল করা । চিহ্নিত করার পর সিকল সেল আক্রান্তদের স্থানীয় ভাষায় স্মার্টকার্ড প্রদান করা হবে । এরফলে একজন সহজেই বুঝতে পারবেন, তার সঙ্গীকে বিয়ে করলে ভবিষ্যতে তাদের সন্তানের সিকল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কিনা ।এই সম্পূর্ণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন, এতে মানুষজনের অংশগ্রহণ এবং এসংক্রান্ত সচেতনতার ব্যাপক প্রসার সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্তরে নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে । সিকল সেল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার পর তাদের নিয়মিত পরীক্ষা, চিকিৎসা ও ওষুধ, অন্যান্য রোগের জন্য টিকাদান, খাদ্য তালিকাগত সহায়তা এবং পরামর্শদান পরিষেবার ব্যবস্থা করা হবে ।এই রোগ মোকাবিলায় সরকার পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করছে । এছাড়া স্বাস্থ্য কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণ এবং সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে ।আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৮ সাল থেকে দেশে ১ লক্ষ ৬০ হাজার স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে, যা কোভিড-১৯-এর মতো অতিমারির মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । অন্যান্য রোগের সঙ্গে সিকল সেল রোগ নির্মূলেও এই কেন্দ্রগুলি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে । সিকল সেল রোগীরা যাতে উন্নত চিকিসা পরিষেবা পান, সেজন্য এই কেন্দ্রগুলির স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে । প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মধ্যপ্রদেশে সিকল সেল অ্যানিমিয়া নির্মূল মিশনের সূচনা করবেন । সিকল সেল অ্যানিমিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই উদ্যোগ অপরিসীম শক্তি যোগাবে । সিকল সেল রোগীদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে ।এই মিশন, ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশ থেকে সিকল সেল অ্যানিমিয়া নির্মূল করার পথ প্রশস্ত করবে বলে আমার বিশ্বাস । এরফলে দেশের ঐতিহ্যকে যারা বাঁচিয়ে রেখেছেন, সেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ ও অস্তিত্ব রক্ষাও সুনিশ্চিত হবে ।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণেই সক্রিয় রোগী কমে ১,৩৯৬, মৃত্যু একজনের

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৫০ জন। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৩৯৬-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৪।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬১,৪৫৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৪৪৫ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৪৬,৭০৪ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৩ জুলাই সারা দিনে ভারতে ৫৭,২০৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

বিহার বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ বিজেপির

পাটনা, ১৪ জুলাই ঃ পুলিশের লাঠির আঘাতে বিজেপি কর্মী বিজয় সিংয়ের মৃত্যুর অভিযোগকে ঘিরে ক্ষোভে ফুঁসছে বিহার বিজেপি। দলীয় কর্মীর মৃত্যুর প্রতিবাদে শুক্রবার সকালে বিহার বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিজেপি বিধাকয়করা। কালা দিবস পালন করা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে।বিহার বিজেপির সভাপতি ও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সম্রাট চৌধুরী বলেন, নীতীশ কুমার গুন্ডারাজ চালাতে চাইছেন। তিনি আমাদের জেলে পাঠাতে পারেন, গুলি করতে পারেন অথবা খুনও করতে পারেন, কিন্তু আন্দোলন চলবে। এদিন বিধানসভার ভিতরে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়ক সঞ্জয় সিং। তাঁকে মার্শালরা চ্যাংদোলা করে বাইরে বের করে দেন।সঞ্জয় সিং বলেছেন, গতকালের ঘটনার প্রতিবাদ করছিলাম আমি। রাজ্য সরকারের নৃশংসতার কথা বলছিলাম। হঠা, স্পিকার মার্শালদের আমাকে নিয়ে যেতে বলেন এবং তাঁরা আমাকে বিধানসভা ভবন থেকে বের করে দিল... এই সরকার আমাদের বিধানসভা ভবনে অথবা রাস্তায় কথা বলতে দিচ্ছে না... তারা বিহারে জরুরি অবস্থা জারি করেছে।

রাশিফল

মেষরাশিঃঅসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। ।।
বৃষভ রাশিঃআপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলতে আপনার মনে এক উজ্জ্বল সুন্দর এবং গৌরবজনক ছবি প্রবেশ করান। শুভ দিন হবে
মিথুন রাশিঃস্ত্রী আপনাকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। আজ আপনার বাড়ির বাইরে যাওয়ার আগে আপনার প্রবীণদের আশীর্বাদ লাভ করুন, এটি আপনার উপকারে আসবে।
কর্কট রাশিঃআপনি আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে।
সিংহ রাশিঃকিছু পরিবারের কিছু সদস্য তাঁদের ঈর্ষণীয় ব্যবহারের দ্বারা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। বিবাহের যোগ হবে আজ
কন্যা রাশিঃযেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।
তুলা রাশিঃকোন পুরোনো বন্ধুর সাথে পুনর্মিলন আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলবে।
বৃশ্চিক রাশিঃব্যবসায় সাফল্য। সংসারে শান্তি হতে পারে আজ।
ধনু রাশিঃপ্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন। সংসারে শান্তি হবে
মকর রাশিঃ স্বাস্হ্য ভালোই থাকবে। এই রাশিচক্রের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ব্যবসায়ীদের আজকের অর্থটি খুব চিন্তা করেই বিনিয়োগ করতে হবে। সংসারে শান্তি হতে পারে
কুম্ভ রাশিঃনিজে থেকে ওষুধগ্রহণ করা ওষুধ নির্ভরতার সৃষ্টি করতে পারে। যে কোন ওষুধ খাওয়ার আগে একজন চিকিসকের পরামর্শ নিন-অন্যথায় ওষুধ নির্ভরতার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল।
মীন রাশিঃসংসারে শান্তি আসতে পারে তুলবে। আপনার বাচ্চার কোন পুরস্কার গ্রহণের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়ে আপনি খুশি

অর্ডিন্যান্স নিয়ে কংগ্রেস অবস্থান স্পষ্ট না করলে বিরোধীদের দ্বিতীয় বৈঠকে হাজির থাকবে না আপ

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ঃ দিল্লি অর্ডিন্যান্স নিয়ে কংগ্রেস অবস্থান স্পষ্ট না করায় ফের বেঁকে বসলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল । বুঝিয়ে দিলেন, দিল্লির অর্ডিন্যান্স নিয়ে কংগ্রেস অবস্থান স্পষ্ট না করলে বিরোধীদের দ্বিতীয় বৈঠকে তাঁর দল আম আদমি পার্টি হাজির থাকবে না। ফলে বিজেপি বিরোধী বৃহত্তর বিরোধী ঐক্য ফের প্রশ্নের মুখে।লোকসভা ভোটের আগে বিরোধীরা ঐক্যেবদ্ধ হতে পাটনা বৈঠকের পর আগামী ১৮ জুলাই বেঙ্গালুরুতে বৈঠক বসছে বিরোধীরা। এবারে বৈঠকের আয়োজক কংগ্রেস । সূত্রের খবর, দ্বিতীয় মহাবৈঠকে যে যে রাজ্যে জোট নিয়ে জট নেই, সেই সেই রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের সঙ্গে আঞ্চলিক দলগুলির আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা শুরু হতে পারে। সম্ভবত সেকারণেই ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। তবে তাতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি থাকবে কিনা, সেটা নিয়েই সংশয় তৈরি হয়েছে। কেজরিওয়ালের বক্তব্য, পাটনার বৈঠকে কংগ্রেস আশ্বাস দিয়েছিল সংসদ অধিবেশনের ১৫ দিন আগে অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা করবে এবং সংসদেও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেবে। কিন্তু কংগ্রেস এখনও অবস্থান স্পষ্ট করেনি। আপ সুপ্রিমো বলছেন,আমরা কংগ্রেসের তরফে একটা আমন্ত্রণ পেয়েছি। কিন্তু কংগ্রেস আশ্বাস দিয়েছিল যে, সংসদের পরবর্তী অধিবেশন শুরু হওয়ার ১৫ দিন আগে তারা প্রকাশ্যে এই অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা করবে। আপের সাফ বক্তব্য, ৩১ জন সাংসদ নিয়ে কংগ্রেস যদি এই গণতন্ত্র বিরোধী অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা না করে তাহলে কংগ্রেসের উপস্থিতিতে কোনও বৈঠকেই তাঁদের পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব হবে না। অর্থাৎ বেঙ্গালুরুর বৈঠকের আগে কংগ্রেস যদি প্রকাশ্যে অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা না করে তাহলে আপ যে ওই বৈঠকে যাবে না, সেটা একপ্রকার স্পষ্ট। এর আগে পাটনার বৈঠকেও অর্ডিন্যান্স ইস্যু তুলে ঝামেলা পাকিয়েছিল আপ।কিন্তু কংগ্রেসের সমস্যা হল, দিল্লি অর্ডিন্যান্স নিয়ে তাঁদের দলের অন্দরেই দ্বিমত আছে। দিল্লি-পাঞ্জাব-সহ একাধিক প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব চায় না যে হাইকম্যান্ড কেজরিওয়ালের পাশে দাঁড়াক। আবার জাতীয় দল হিসাবে দিল্লি অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা করা নিয়েও দলের অন্দরে সংশয় রয়েছে। তাছাড়া আপের সঙ্গে জোটের ব্যাপারে কংগ্রেসও খুব একটা আগ্রহী নয় বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

২০ জুলাই মহিলা ফুটবল বিশ্বকাপঃআয়োজকদেরই উৎসাহ নেই, টিকিট ফ্রি দিচ্ছে ফিফা!

অকল্যান্ড, ১৪ জুলাই ঃ ফুটবল বিশ্বকাপ মানেই থাকবে একটা অন্যরকম উন্মাদনা। ২০ জুলাই অর্থাৎ আর ৫ দিন বাদে শুরু হচ্ছে মহিলাদের বিশ্বকাপ। আয়োজক অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড। আর আয়োজক নিউজিল্যান্ডেরই বিশ্বকাপ নিয়ে কোনো উৎসাহ নেই। বিশ্বকাপ নিয়ে তেমন কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছেন না নিউজিল্যান্ডের সমর্থকেরা! কিউইদের মাঠের টিকিট বিক্রি হচ্ছে ধীর গতিতে। তাই ফিফা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২০ হাজার টিকিট ফ্রিতে দেওয়ার।বিশ্বকাপ শুরুর কয়েকদিন আগে রাগবি-ক্রিকেটের দেশটিতে ফুটবল নিয়ে উসাহ না দেখে কিছুটা হতাশ ফিফা। তাই কিউইদের চার ভেন্যু শহর অকল্যান্ড, হ্যামিল্টন, ওয়েলিংটন ও ডানেডিনের ২০ হাজার টিকিট দর্শকদের বিনা মূল্যে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফিফা। ফিফার মহিলা ফুটবলের প্রধান সারাই বারেম্যান বলছেন, কিউই দর্শকদের গ্যালারিতে আনা খুবই কঠিন কাজ। তবে দর্শকদের আগ্রহী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। এমনকি দর্শকদের আগ্রহ বা।াতে চেষ্টা করছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আরডার্নও। নিজের সামাজিক মাধ্যমে তিনি দর্শকদের মাঠে আসতে আহবান জানাচ্ছেন। টিকিট বিক্রির ব্যাপারে আয়োজক নিউজিল্যান্ডের চিত্রটা এরকম হলেও অস্ট্রেলিয়াতে কিন্তু চিএটা অন্যরকম। বিশ্বকাপের ১০ লাখ টিকিটের বেশির ভাগই বিক্রি হয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়।

হাওড়ার হোমিওপ্যাথি কলেজে প্রগ্রেসিভ জুনিয়র ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিকে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ জুলাই ঃ হাওড়ার হোমিওপ্যাথি কলেজে প্রগ্রেসিভ জুনিয়র ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিকে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠলো। দেওয়া হলো গো - ব্যাক স্লোগানও। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ রাজীব বিশ্বাস শুক্রবার এসেছিলেন হাওড়ার মহেশ ভট্টাচার্য হোমিওপ্যাথি কলেজ ও হাসপাতালে। রাজীব বাবুর দাবি, কলেজের কোনও সমস্যা নিয়ে নয়, তিনি এসেছিলেন কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে অন্য এক বিষয়ে কথা বলতে। আগামী ২১ জুলাই শহীদ সমাবেশ উপলক্ষে ১৮-২০ জুলাই কলকাতায় বিভিন্ন স্টেশনে যেসব মেডিকেল ক্যাম্প খোলা হবে তার জন্য চিকিসক এবং ভলেন্টিয়ারর্সদের তালিকা নিতে তিনি এই কলেজে প্রিন্সিপালের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কথা বলতে এসেছিলেন। যদিও তাঁকে কলেজে ঢুকতে বাধা দেয় হোমিওপ্যাথি

কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং ইনটার্নরা। ছাত্র এবং ইনটার্নদের দাবি, গত কয়েক দিন ধরে কলেজে একটা বিশৃঙ্খলা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই সময় কোনও নেতা বা বহিরাগতদের কলেজে ঢুকতে দেওয়া হবেনা। তাছা।। উনি যে অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে কলেজে এসেছেন প্রিন্সিপালের সঙ্গে মিটিং করতে সেটি একটি প্রপোজ কমিটি। কোনও অ্যাপ্রুভ কমিটি নয়। এদিকে, রাজীব বাবু বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলে এদিন জানিয়েছেন। ডা.রাজীব বিশ্বাস আরও জানান, ২১ জুলাইয়ের সমাবেশে যারা আসেন তাঁদের চিকিসার দায়িত্বে তাঁরাই থাকেন। এরজন্য বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ থেকে জুনিয়র চিকিসকদের তালিকা করে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। এখানে প্রিন্সিপালের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য তিনি এসেছিলেন। কিন্তু কিছু কারণে ভিতরে তাঁকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছে। কেন তা করছে তা তাঁর জানা নেই। ছাত্র ইনটার্নদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তাঁর অনুরোধ শোনা হয়নি। এদিকে, কলেজের ছাত্র অরিন্দম ভট্টাচার্য জানান, কিছুদিন ধরে কলেজে দুষ্কৃতিমূলক কাজ করে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করা হচ্ছে। আর যারা এই কাজ করছে তাদের সমর্থনে বাইরের কিছু লোক কলেজে ঢুকছে। এরা পরিস্থিতি আরও খারাপ করছে। মহেশ ভট্টাচার্য হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ছাত্রছাত্রীদের দাবি বাইরের কোনও নেতাকে কলেজে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এতে পরিবেশ আরও খারাপ হতে পারে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। এখানে কোনও দলের নয় কলেজের ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন হচ্ছে।

কলেজের ইন্টার্ন প্রাঞ্জল জানান, যে কমিটির হয়ে এসে উনি প্রিন্সিপালের সঙ্গে বৈঠক করতে চাইছেন সেটি অ্যাপ্রুভ কমিটি নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন ডাক্তারি সংগঠন পরে দেখা যাবে। যে কমিটি এসেছে তাদের আমরা অনুমোদন দিতে পারি না। ২১ জুলাইয়ের জন্য বিভিন্ন অনেক কিছু করার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু তার জন্য বাইরে থেকে কাউকে অনুমতি দেওয়া যাবেনা।

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, কলকাতা-সহ দক্ষিণে এখনই কমবে না ঘাটতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কিছু জায়গায় অতি ভারী বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে। জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার জেলায় জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা'। এছাড়াও দার্জিলিং ও কোচবিহারে জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা'। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, ১৫ জুলাই থেকে উত্তরে বৃষ্টির পরিমাণ কমতে পারে। উল্টোদিকে দক্ষিণে এখনই ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে, বৃষ্টি একটু বা।তে পারে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃষ্টি হলেও, অস্বস্তিকর তাপমাত্রার কবল থেকে এখনই রেহাই পাবে না কলকাতা। কলকাতায় এখনই বৃষ্টির ঘাটতি মিটবে না। ১ জুন থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ৩৯ শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে। চলতি মাসেও তা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি।

রবিবার রাতে জল বন্ধ হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ রবিবার রাতে জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে হাওড়া পুরসভা এলাকায়। শুক্রবার পুরসভা সূত্রে ওই খবর জানা গেছে। পদ্মপুকুর জল সরবরাহের মূল পাইপ লাইনের মেরামতি ও ওলাবিবিতলার জলাধারে পাইপ লাইন সংযোগের জন্য হাওড়া পুরসভা এলাকায় আগামী রবিবার ১৬ জুলাই সন্ধ্যায় জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। পরদিন সোমবার ১৭ জুলাই সকালে জল সরবরাহ পুনরায় স্বাভাবিক হবে বলে জানা গেছে।

ভাঙড়ের চকমরিচায় ফরেন্সিক দল

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ১৪ জুলাই ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা ভাঙড়ের চকমরিচায় ফরেন্সিক দল। বৃহস্পতিবার যে গ্রামে বিস্ফোরণ হয় বলে অভিযোগ ওঠে, শুক্রবার সেই স্থান ঘুরে দেখে ফরেন্সিক দল। গ্রামে বিশাল পুলিশবাহিনী যেমন রয়েছে, তেমনই মোতায়েন করা হয়েছে র‍্যারফ। পাশাপাশি কেংদ্রীয় বাহিনীর জ্ওয়ানও রয়েছে সেখানে। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার ভাঙড়ের চালতাবেড়িয়ার চকমরিচা-মাঝেরপাড়ায় বোমাবাজিতে জখম হন চার যুবক। সকলকেই ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। অভিযোগ ওঠে, আইএসএফের ঘাঁটি এই চকমরিচা। গতকাল দুপুরে সেখানেই বোমা বিস্ফোরণ হয়। বোমা বাঁধতে গিয়ে এই বিস্ফোরণ হয় বলে অভিযোগ। এলাকা যেহেতু বিশাল পাটক্ষেত। তার মধ্যে এদিক ওদিক ঘর। ফলে কোথায় এই ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এদিন গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় যায় ফরেন্সিক দল। কাঁটাতলা থেকে আটক আইএস্এফ কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল বাহিনী। প্রায় ঘণ্টাখানেক পার করে তল্লাশি চলছে। গ্রামের মোড়ে মোড়ে মোতায়েন্ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এখন্ও পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি বিস্ফোরণস্থলের।

নওশাদ সিদ্দিকিকে অশান্ত ভাঙড়ে ঢুকতে দিল না পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ নিজের এলাকা ভাঙড়ে যেতে বাধা বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিকে। রাজারহাটে আটকে দেওয়া হল তাঁকে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে গাড়িতেই বসে বিধায়ক। ঘটনাস্থলে প্রচুর পুলিশ। ভাঙড় যে ভাঙড়েই রয়েছে, পঞ্চায়েত ভোটে ফের তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। কার্যত প্রতিদিন অশান্তি হয়েছে এলাকায়। মুড়িমুড়কির মতো বোমাবাজি হয়েছে। গিয়েছে প্রাণও। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় ভাঙড়ের নির্দিষ্ট এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে পুলিশ। ভাঙড়ের প্রবেশ পথে নাকা পয়েন্ট করা হয়েছে। নির্দিষ্ট কয়েকজন ছাড়া আপাতত ভাঙড়ে প্রবেশের অনুমতি নেই কারও। শুক্রবার সকাল ১০ টা বেজে ১৫ মিনিট নাগাদ ভাঙড়ে যাওয়ার পথে রাজারহাটে পুলিশি বাধার মুখে বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। পুলিশ অফিসার ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় আটকে দেন বিধায়ককে। সাফ জানান, তাঁকে যেতে দেওয়ার অনুমতি নেই।

শুক্রবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে পালিত হল বন মহোৎসব, বৃক্ষ রোপণ, অরণ্য সপ্তাহ এবং চারাগাছ বিতরণ । উপস্থিত ছিলেন রামপ্রসাদ বাদানা, অনিন্দ্য গুহঠাকুরতা,প্রবীর চ্যাটার্জী, কিংশুক প্রামাণিক,নিতাই মালাকার প্রমুখ। ছবি-সৌরভ দত্ত

শ্রী শিব মহাপুরাণ কথার আয়োজন করছে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ বিগত ৭ দশক ধরে বনবাসীদের সর্বাত্মক উন্নয়ন এবং ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। এই সংগঠন পবিত্র শ্রাবণ মাসে শ্রী শিব মহাপুরাণ কথা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পূর্বাচল কল্যাণ আশ্রমের পক্ষ থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আগামী ১৮ জুলাই থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত কলকাতার সল্টলেক স্টেডিযামে আয়োজিত হতে চলেছে শ্রী শিব মহাপুরাণ কথা। এই অনুষ্ঠানটি পুরুলিয়ায় কলেজ পড়ুয়াদের হোস্টেল নির্মাণের জন্য নিবেদিত। উল্লেখ্য, বনের আদিবাসী সম্প্রদায়ের সর্বাত্মক উন্নয়নের পাশাপাশি ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য অবিরাম কাজ করে চলেছে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। দেশের উন্নয়নের ধারার সঙ্গে তাঁদের সম্পৃক্ত রাখার জন্য বর্তমানে শিক্ষা, চিকিসা, সংস্কৃতি ও স্বনির্ভরতার জন্য সংগঠনটির পক্ষ থেকে বনাঞ্চলে হাজার হাজার প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে।

হাওড়ার মহীনাথ প্যোড়ল লেনে চালু হল লকগেট ও পাম্প হাউস

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ জুলাই ঃ হাওড়ার মহীনাথ পোড়েল লেনে চালু হল লকগেট ও পাম্প হাউস। উত্তর হাও।ার জমা জল সমস্যার সমাধানেই পৌরনিগমের তরফে নেওয়া হয় এই উদ্যোগ। প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এই কাজের জন্য। উত্তর হাওড়ায় দীর্ঘদিনের জল জমার সমস্যার সমাধানে পৌরনিগমের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে লকগেট, পাম্প হাউস চালু করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সংলগ্ন একটি পুকুরের সংস্কার করা হয়েছে। তৈরি হয়েছে কংক্রিটের রাস্তাও। এর ফলে উত্তর হাওড়ার ৬, ৪, ৭ সহ একাধিক ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ এলাকায় জল জমার সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। এই কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য নিয়মিত কাজের তদারকি করেন পুর প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য বাপি মান্না। শুক্রবার এর উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, পুর প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য বাপি মান্না, মনজি রাফেল সহ অন্যান্যরা। এদিন এর পাশাপাশি এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নেওয়া হয়। ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, উত্তর হাও।ার দীর্ঘদিনের জল জমার সমস্যা এখন অনেকটাই কমবে। বিধায়ক গৌতম চৌধুরি জানান, হাওড়া কর্পোরেশনের উদ্যোগে পুরো কাজটা হয়েছে। বর্ষার আগে কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী কাজ শেষ হল। এখন ওইসব এলাকার জমা জল এই লকগেট দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যাবে।

মুর্শিদাবাদ থেকে নিখোঁজ হয়ে এক বালক উদ্ধার হুগলিতে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৪ জুলাই ঃ দিদির সুরক্ষা কবচ রক্ষা কবচ হয়ে দাঁড়ালো নিখোঁজ বালকের। মুর্শিদাবাদ থেকে নিখোঁজ হয়ে চলে এসেছিল হুগলিতে। সেই বালককে বাড়ি ফিরতে সাহায্য করল দিদির সুরক্ষা কবচের রিষ্ট ব্যান্ড। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির চুঁচুড়ায়। ভোটের ফল বেরোনোর পর বিজয় উসব হচ্ছিল। বাজনা বাজিয়ে আবির খেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই উৎসবের ভীড়ে মিশে যায় রাজ ইসলাম নামের বছর দশেকের এক বালক। সেখান থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায় সে। তার পর সে চলে আসে চুঁচুড়ায়। ওই নাবালকের বাড়ি মুর্শিদাবাদের ইসলামপুরে। বালকের দিদিমা কলকাতায় যায় ডাক্তার দেখাতে। বিজয় মিছিল দেখতে বেরিযে ইসলামপুর থেকে বাসে করে বহরমপুর সেখান থেকে ট্রেনে চেপে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে যায় সেই বালক। শিয়ালদা থেকে হুগলি ঘাট স্টেশনে নেমে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। এক টোটো চালক দেখতে পান বালক কান্না কাটি করেছে। চুঁচুড়া স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আরোগ্যতে বালকটিকে দিয়ে যান ওই টোটো চালক।বালক জানায় বাড়ি থেকে কাউকে না বলেই বেরিয়ে এসেছিল। তার বাবা মা ছোট বোন আছে বাড়িতে। চুঁচুড়া আরোগ্যর কর্ণধার ইন্দ্রজি দত্ত জানান, বালক কে জিজ্ঞাসা করলে সে জানায় যে তার বাড়ি ইসলামপুরে। বাবার নাম সাহাবুল শেখ পেশায় লরি চালক, মায়ের নাম সাবিকা খাতুন। বালকের হাতে দিদির একটি সুরক্ষা কবচ ব্যান্ড ছিল।সেটা দেখে হরিহরপারার বিধায়ক নিয়ামত সেখকে ফোন করেন ইন্দ্রজি দত্ত।বালক উদ্ধারের কথা জানান। দৌলতাবাদ থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে ভিডিও কল করে বালকের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেন। থানা থেকে খবর যায় বালকের পরিবারে।পরিবার রওনা দেয় চুঁচুড়ার উদ্দেশে।

হুগলির গ্রামাঞ্চলে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব, মানুষ আতঙ্কিত

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায, শিয়াখালা, হুগলি, ১৪ জুলাই ঃ গত বছরের মত এবারও হুগলি জেলায় ডেঙ্গির সংক্রমণ মানুষকে চিন্তায় ফেলেছে। গত বছর শহরকেন্দ্রিক উত্তরপাড়ায় বহু মানুষ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, পুরো কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন উপায়ে ডেঙ্গি প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। এবারে গ্রামীন হুগলিতে এই ডেঙ্গুর সংক্রমণ বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বেশকিছু ব্লকে ইতিমধ্যেই কম বেশি মানুষ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন ।জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের খবর ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার চন্ডীতলা এক নম্বর ব্লক এবং হরিপাল ব্লকে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। হরিপাল ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক মণিকুন্তলা হাজরা জানান এ পর্যন্ত হরিপাল ব্লকে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ১৬ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন তার মধ্যে শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এ পর্যন্ত ১১ জনের মধ্যে ডেঙ্গুর বিজানু মিলেছে। এ বিষযে. হরিপালের শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বাস্থ্যকর্মী শ্রাবণী কোলে জানান এই শ্রীপতিপুর গ্রামের পাশেই শিয়াখালা বাজার যেটি চন্ডীতলা এক নম্বর ব্লকের অধীন সেখানে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, ওই বাজার এলাকা থেকেই হরিপালের শ্রীপতিপুর গ্রামে এই ভেঙ্গির বিজানুর সংক্রমণ ঘটেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। তিনি বলেন এর উস টি খুঁজে বার করা

দরকার। তিনি এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ জানিযেছেন তিনি জানান এই এলাকায় প্রায় প্রতিদিন একজন করে ডেঙ্গি পজিটিভ হচ্ছে তাই অবিলম্বে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে না তুললে ডেঙ্গি সংক্রমণ ঠেকানো যাবে না। এ ব্যাপারে হরিপাল ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক, মণিকুন্তলা হাজরা জানান তিনি এ ব্যাপারে অবহিত আছেন ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জ্বরের চিকিসার পাশাপাশি মানুষকে সচেতন করতে মাইকিং করে প্রচার চালানো হচ্ছে, এর সাথে সাথে স্বাস্থ্যকর্মীরা ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধের জন্য বাড়ি বাড়ি প্রচার করছেন। তিনি জানান আগামী সপ্তাহ থেকে ডেঙ্গু সচেতনতা শিবিরের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও তিনি বলেন বিগত বছরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পুকুরে এবং ড্রেনে গাপ্পি মাছ ছাড়া হয়েছিল এবারও সেই গাপ্পি মাছ ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা সর্বতোভাবে ডেঙ্গু প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি আশা করা যায় ডেঙ্গুর সংক্রমণ অচিরেই কমবে।

সাধারণ মানুষদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা, গ্রেফতার আইনজীবী

বনস্পতি দে, হুগলি,১৪ জুলাই ঃ চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের চন্দননগর থানার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গ্রেপ্তার হলেন চন্দননগরের স্বঘোষিত বিশিষ্ট আইনজীবী তথা সাধারণ মানুষদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা এবং বেআইনি কার্যকলাপে অভিযুক্ত উজ্জ্বল চক্রবর্তী নামে এক চন্দননগর আদালতের আইনজীবী। অভিযুক্ত আইনজীবীকে শুক্রবার শ্রীরামপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্তকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। আইনজীবী সুমাল্য দাস, আইনজীবী ডোনা সাঁতরা আইনজীবী সুশান্ত সরকার, আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা সেন, আইনজীবী নয়নতারা বালা, আইনজীবী অভিজি লায়েকের পক্ষে সওয়াল করেন এবং জামিনের বিরোধিতা করেন। দুই পক্ষের সওয়াল জবাব শুনে শ্রীরামপুর আদালতের বিচারক নির্দেশ দেন অভিযুক্ত আইনজীবী উজ্জ্বল

চক্রবর্তী কে জেল হেফাজতের। এক আইনজীবী জানালেন অভিযুক্ত আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী, দিনের পর দিন সাধারণ মানুষকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে, সুন্দরী মেয়েদেরও কাজে লাগাতো । এমনকি এই ফাঁদে পড়ে কয়েকজনের প্রাণ গিয়েছে এটা একটা বড় রাকেট শুধু তাই নয় আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা করার সময়ে গত বছর চন্দননগর কোর্টে তাকে উজ্জ্বল চক্রবর্তী শারীরিক নিগ্রহ করে ও তারপরেও হুমকি দেয় মামলাকারি আইনজীবীর স্ত্রীকে জানালেন মামলাকারি আইনজীবী এবং তারপর আদালতে হাজিরা না দেওয়ার জন্য শ্রীরামপুর কোর্টের বিচারক আইনজীবী প্রতারক উজ্জ্বল চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। অবশেষে পুলিশের হাতে গ্রেফতার প্রতারক আইনজীবী। শুক্রবার শ্রীরামপুর কোর্টের বিচারক তাকে জেল হেফাজতে নির্দেশ দিলেন বেশ কিছু মানুষের বক্তব্য ওই লোকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।

হুগলির গোঘাটের রঘুবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্তা গ্রামে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, গোঘাট, ১৪ জুলাই ঃ হুগলির গোঘাটের রঘুবাটি গ্রামপঞ্চায়েতের সন্তা গ্রামে তৃণমূল

ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগ। ঘটনায় মাথা ফাটল এক তৃণমূল নেতার। ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় চলছে টহলদারি। অভিযোগ, গ্রামে গিয়ে বিজেপি কর্মীদের শাসানি ও হুমকি দিচ্ছিলেন তৃণমূল নেতারা। অভিযোগ, বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। আর এই ঘটনায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির জয়ী প্রার্থী প্রদীপ রায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। শেষমেশ পাল্টা প্রতিরোধে তিনিই আক্রান্ত হন বলে জানা যায়। বিজেপির লোকজন পালটা আক্রমন করায় তার মাথা ফেটে যায়। এরপরই গ্রামে উত্তেজনা তৈরি হয়। তৃণমূলের লোকজনদের গ্রামে ঘেরাও করে রাখা হয় বলেও অভিযোগ। সেই খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে আক্রান্ত তৃণমূল নেতা প্রদীপ রায় সহ অন্যান্য কর্মীদের উদ্ধার করে আনে। প্রসঙ্গত, এলাকায় তৃণমূলের প্রদীপ রায় পঞ্চায়েত সমিতিতে বিজেপিকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন। কিন্তু সেটা এই এলাকার লোকজন ও বিজেপি কর্মীরা মানতে নারাজ। তাদের অভিযোগ, প্রদীপ রায় হেরে গিয়েছিল। অভিযোগ গণনা কেন্দ্রে অত্যন্ত কৌশল ও কারচুপি করে দাপুটে তৃণমূল নেতা প্রদীপ রায় জিতেছেন। ফের ভোটের দাবিতে প্রচার শুরু করে বিজেপি। এরপরেই বিজেপি এই প্রচার বন্ধ করতে প্রদীপ রায় নিজের লোকজন নিয়ে গ্রামে হুমকি দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন বলে জানা যায়। ঘটনায় পুলিশ বিজেপির মন্ডল সভাপতি পঙ্কজ রায় সহ বিজেপি কর্মী সন্তু মালিককে গ্রেফতার করেছে।

ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে ফের ফের সরব শুভেন্দু

দুরন্চ বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে ফের সরব হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । শুক্রবার এক টুইটে তিনি দাবি করেন, রাজ্যজুড়ে ফের ভোট পরবর্তী হিংসার বর্বরতা শুরু হয়েছে। হাজার হাজার বিরোধী প্রার্থী, কর্মী এবং বিরোধী দলের সমর্থক এখন আশ্রয়হীন। শুক্রবার সকালে এক টুইটে রাজ্যকে নিশানা করে বিরোধী দলনেতার বক্তব্য,ফের বাংলাজু।ে ভোট পরবর্তী হিংসা শুরু হয়েছে। রাজ্যজুড়ে হাজার হাজার বিরোধী প্রার্থী, কর্মী এবং বিরোধী দলের সমর্থক এখন আশ্রয়হীন। অনেকেই প্রাণভয়ে বাড়িছাড়া। উদাহরণ হিসাবে আমতার এক পঞ্চায়েত প্রার্থী সবংয়ের এক জেলা পরিষদ প্রার্থীর কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ,বিজেপি-সহঅন্যান্য বিরোধী দলের কর্মীদের স্রেফ পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য অত্যাচার করছে অথচ পুলিশ দেখেও দেখছে না। শুভেন্দু জানিয়েছেন, বিজেপি রাজ্যজুড়ে বেশ কিছু সেফ হোম' তৈরি করেছে ভোট আক্রান্তদের জন্য।

পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল বিবাদ

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১৪ জুলই ঃ বিবাদের জেরে এবার শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে উত্তাল হয়ে উঠলো হাওড়ার শ্যামপুর এক ব্লকের বেতবেড়িয়া গ্রাম। জানা গিয়েছে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে শাসক দলের রাশ নিয়ে নির্বাচনের আগে থেকেই গোষ্ঠী কোন্দল চলছিল। ফল ঘোষনার পরেই দলের লাগাম নিয়ে দু পক্ষের দড়ি টানাটানি শুরু হয়। বৃহস্পতিবার রাতে কটুক্তিকে কেন্দ্র করে অশান্ত হয়ে ওঠে এলাকা। দু পক্ষই এক অপরের উপর আক্রমন করে। একটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। রাতের অন্ধকারে রনক্ষেত্র হয়ে ওঠে এলাকা। ভাঙচুর চালানো হয় কয়েকটি বাড়িতে। খবর পেয়ে শ্যামপুর থানার পুলিশ ও রাফ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় চলছে কেন্দ্র বাহিনীর টহলদারি। অপরদিকে আমতা বিধানসভার আমতা দুই ব্লকের জয়পুর থানার অমরাগড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কাঁকরোল গ্রামে বিজেপি প্রার্থী হওয়ার অপরাধে দুই বিজেপি প্রার্থী ও আরো কয়েকজন বিজেপি নেতা সহ কর্মী সমর্থকদের ঘরে বৃহস্পতিবার রাতে আগুন ধরিয়ে দেয় একদল দুষ্কৃতি। ঘটনায় অভিযোগের তীর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এদিকে রাতেই ঘটনস্থলে এসে পৌঁছায় জয়পুর থানার পুলিশ। পরে শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসে বিজেপি হাওড়া গ্রামীণ জেলা নেতৃত্ব। জানা গেছে ঘটনার জেরে প্রায় ছয়টি বাড়ি সম্পূর্ন ভাবে ভস্মিভূত হয়ে গেছে। এদিকে স্থানীয়দের মধ্যে আস্থা ফেরাতে শুক্রবার সকালে কাঁকরোল গ্রামে পৌঁছায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

ইসরোতে কর্মরত হুগলির চন্দ্রকান্ত এবং শশীকান্ত কুমার, চন্দ্রযান মিশনের সাফল্য কামনা করছে তাঁদের পরিবার

বনস্পতি দে, হুগলি,১৪ জুলাই ঃ ইসরোতে কর্মরত হুগলির চঃদ্রকান্ত এবং শশীকান্ত কুমার। এমনকী, চঃদ্রযান ২ মিশনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন ৪২ বছরের বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত। বর্তমানে তিনি ইসরোর জয়েন্ট সেক্রেটারি পদে কর্মরত। তাঁরা বাড়ি থেকে দূরে থাকলেও এই মিশনের সাফল্য কামনা করছে তাঁর পরিবার। হুগলির গুরাপের খাজুরদহ মাজিনান শিবপুর গ্রামে থাকেন তাঁদের মা অসীমা এবং বাবা মধুসূদন কুমার। চঃদ্রযান ৩ যাতে সফল হয় এই কামনা করছেন তাঁরা। চন্দ্রকান্ত-২ মিশনের অংশ ছিলেন হুগলির চন্দ্রকান্ত কুমার। ২০১৯ সালের ২২ জুলাই উৎক্ষেপণের পর ৬ সেপ্টেম্বর চন্দ্রযান ২ এর ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদে অবতরণ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু, চার বছর পর ফের একবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে ভারত। অতীতে যে যান্ত্রিক ত্রুটিগুলি ছিল তা শুধরে আরও একবার 'মুন মিশন' করছে ভারত। এই মিশনে চন্দ্রকান্ত বা শশীকান্ত সক্রিয়ভাবে অংশ নেননি। তবে এখনও তাঁরা ইসরোতে কর্মরত। এই মিশন সফল হবে, এমনটাই আশাবাদী হুগলির কুমার পরিবার। উল্লেখ্য, মধুসূদন কুমার এখনও কৃষিকাজ করেন। ছেলেরা বছরে দু'বার করে বেড়াতে আসেন। তিনি বলেন, আশা করি চন্দ্রযান ৩

সফলভাবে ল্যান্ড করবে। আমার ছেলে এই মিশনে নেই। কিন্তু, যদি চন্দ্রযান ৩ সফল হয় সেই আনন্দ সকলেই ভাগ নেবে। তিনি জানান, ছেলে মিশনে না থাকলেও সর্বোতভাবে এর সাফল্য কামনা করছেন। অন্যদিকে, অসীমাদেবী বলেন, যদি এই মিশন সফল হয় তাহলে গোটা দেশের জন্য গর্বের কারণ হবে। আমার ছেলে না থাকুক যাঁরাই মিশনে রয়েছেন তাঁরা ভারতীয়। তাঁদের সাফল্য পেলেও আমার বুক গর্বে ফুলে উঠবে। ছেলের সঙ্গে প্রতিদিন কথা হয়। কিন্তু, কোনওদিন এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হয়নি। উল্লেখ্য, শুক্রবার ইতিহাসের সাক্ষী থাকল বিশ্ব। শ্রীহরিকোটা থেকে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয় চন্দ্রযান ৩। সমস্তকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২৩ বা ২৪ অগাস্ট তা চাঁদের বুকে অবতরণ করতে চলেছে। জানা গিয়েছে, ১৪ দিন চন্দ্রপৃষ্টের ছবি তুলবে এই চন্দ্রযান। বিভিন্ন পরীক্ষা চালাবে। এই অভিযান সফল হলেই ভারতের অর্থনৈতিক দিক থেকেও অনেক উন্নতি হতে চলেছে। কর্মসংস্থানও হতে চলেছে, জানা গিয়েছে এমনটাই। শুধু তাই নয়, মহাকাশ গবেষণায় অন্যতম উল্লেখযোগ্য জায়গা করে নিতে চলেছে ভারত, এমনটাই দাবি করেছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২২৫ সংখ্যা, শনিবার, ২৯ আষাঢ়, ১৪৩০

ভোট দুস্কৃতি

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে যে ধরনের হিংসা, ব্যালটবক্স ছিনতাই, ভোট লুট এবং ছাপ্পা ভোট সহ ইত্যাদি ঘটনা ঘটে গিয়েছে তার জন্য নিন্দা করছে সবাই। এই সব ঘটনা রিপোর্ট সবিস্তারে চেয়ে পাঠালো নবান্ন। রাজ্য প্রশাসন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এই সব ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছে তাদেরকে গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। মামলা রুজু করতে হবে জেলাশাসকদের। ভোটের দিন প্রাণ গিয়েছে এবং ব্যাপক হিংসা ছড়িয়েছে। সেই সব ছবি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। ব্যালট বাক্স ভাঙা হয়েছে। আবার কোথাও কোথা আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক নাগাড়ে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার ছবিও সিসি ফুটেজে দেখেতে পাওয়া গিয়েছে। ব্যালট বাক্স পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে রাস্তায় এবং পুকুরে। এই সমস্ত ঘটনা বাংলার মানুষের মনে গভীর দাগ কেটেছে। আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে দিয়েছে আদালত। জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিব হরি কৃষ্ণ দ্বিবেদী যে আসল অপরাধীকে গ্রেফতার করতে হবে। নিতে হবে উপযুক্ত ব্যবস্থা। কলকাতা হাইকোর্ট ভোট পরবতী হিংসার ওপরেও নজর রাখতে শুরু করেছে। তাই বাধ্য হয়ে রাজ্য সরকার এখন সবাইকে সতর্ক করে দিচ্ছে। পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে যেখানেই আবার নতুন করে হিংসা ছড়াবে সেখানেই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিএসএফের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব, মুখ্য সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং আইডিজি সহ উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তারা। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় টহল দিতে শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ভোট পরবর্তী হিংসা আরও বেশি যাতে তীব্র হতে না পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে রাজ্যে স্বরাষ্ট্র দফতর। বিএসএফের ডিআইজি বলেছেন যে ৮১১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে গিয়েছে। ১০ কোম্পানি এখনও ট্রেনে রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ এবং নিদয়াতে বেশি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করতে হবে। নবান্ন নির্দেশ দিতে শুরু করে দিয়েছে যারা নির্বাচনে অশান্তি করেছে তাদেরকে গ্রেফতার করতে হবে। এদিকে বিচারপতি অমৃতা সিং বলেছেন, ভোটে জেতা মানেই হল পাঁচ বছরের টাকা আয় করা। তাই এত কিছু হচ্ছে। এখন দেশ সেবা তো দূরের কথা, মানব সেবা করতে দেখা যায় না নির্বাচিত প্রতিনিধিদের। মানব সেবা করাটা এখন খাতায় লেখা রয়েছে। সেটা কাজে দেখতে পাওয়া যায় না। টাকা রোজগার করতে হবে সেই কারণে এখানে এত বেশি করে মারামারি খুনোখুনি। টাকা এবং ক্ষমতা দুই জিতলে পাওয়া সম্ভব। সেই কারণে জেতার জন্য মরিয়া হয়ে লড়াই করা। বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া। বিরোধিতা দেখতেই তাকে ধরে পেটানো। বিরোধী দলের লোকেদের নির্বাচনের দিনে ঘরে থেকে বের হতে নিষেধ করা। বাংলার গণতন্ত্রের পরিস্থিতি দেখে সবাই আতঙ্কে কেঁপে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এখন আর বোম নয়। একেবারে অত্যাধুনিক পিস্তল। এই সব পিস্তল কোথা থেকে আসছে তার সন্ধান করতে পারছে না গোয়েন্দা বিভাগ। কারা এই সব ভয়ঙ্কর আগ্নেয়াস্ত্র পাচার করছে বাংলায় তার ব্যাপারে কোনও রিপোর্ট তৈরি করে গ্রেফতার করছে না পুলিশ। নির্বাচন আসলেই এই সব অস্ত্র প্রকাশ পেতে শুরু করে। কেউ কেউ বলে থাকে যে এই সব অস্ত্র বিহার থেকে আসছে। বিহারের গুণ্ডারাজ এখনও চলছে। সেখানে একন পিস্তল দেখিয়ে ভোট হয়। সেখানে দুস্কৃতিকারীরা আরও বেশি ভয়ঙ্কর। আর এদেরকে কাজে লাগায় রাজনৈতিক দলের নেতারা ঠিক নির্বাচনের দিন। সেই চিত্র এবারে বাংলায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদী

পাকিস্তানে জামাত-ই-ইসলাম থেকে শুরু করে তালিবানরাও যথেষ্ট সক্রিয়। বিশেষ করে পাক এবং আফগান সীমান্তে তালিবানরা শাসন করে থাকে। বহু ক্ষেত্রে সীমান্তে তালিবানদের ভয় পায় পাক সেনারা। সেখানে পাক প্রশাসনের কোনও ভূমিকা নেই। পাকিস্তান প্রশাসন সব জেনেও চুপ করে বসে থাকে। এই সব জঙ্গি সংগঠনগুলো বহু মাদ্রাসা চালু করেছে। সেখানে মৌলবাদী ধর্মীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই সব মাদ্রাসা হচ্ছে জঙ্গিদের আঁতুর ঘর। জঙ্গি তৈরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বলা যেতে পারে। পাকিস্তানে একটি সময়ে জঙ্গিরা সমান্তরাল শাসন ব্যবস্থা চালু করে। সময়ে সময়ে জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাক আফগান সীমান্ত এলাকায় কোনও মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার অধিকার নেই। সেখানকার মেয়েরা প্রকাশ্য রাস্তায় বের হতে পারে না। নারীদের ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই একেবারে বলা যেতে পারে। পাকিস্তানে মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনী পবিরারের ছেলে মেয়েরা বিদেশে পড়াশুনা করে। বাকিরা মাদ্রাসার শিক্ষা গ্রহণ করে। ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৌলবাদী শিক্ষার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হয়। পাকিস্তানে শিক্ষা হার সবচেয়ে পিছিয়ে। বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থ সেখানে নেই বলতে গেলে চলে। আন্তর্জাতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে পাক প্রশাসন সন্ত্রাসে আর্থিক মদতদাতা হাফিজকে গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু গ্রেফতার করলেও তাকে সাজা দেওয়া সম্ভব হয়নি। হাফিজ সইদ বলেছিল তিনি দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্যই সংস্থা তৈরি করেছেন। তার সংস্থা গরিবদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। বহু গরিব পরিবারকে অর্থ সাহায্য করে থাকে হাফিজ সইদ। কিন্তু আন্তর্জাতিক রিপোর্ট দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে হাফিজ বেশ কয়েকটি সংস্থা তৈরি করেছে। এই সংস্থার কাজ হচ্ছে যে বিধর্মী সংস্থাগুলোর ওপরে আক্রমণ করা। বিশেষ করে ভারতের ওপরে সন্ত্রাসবাদী হামলার মদত দেওয়া। হাফিজ এবং তার শাগরেদের বিরুদ্ধে প্রায় একচল্লিশটি মামলা হয়েছিল। পাকিস্তানের সন্ত্রাস দমন শাখা এই মামলা করে। তার মধ্যে মাত্র চারটি মামলার রায় বের হয়েছে। আদালত প্রতিবারই হাফিজকে নির্দোষ বলে স্বীকার করেনি। তাকে কারাগারে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আদালত।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি।।।।

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

ভগিনী নিবেদিতা বলতন, মায়ের ওপর ভরসা রাখতে হবে। নিজের শক্তির ওপরে ভরসা রাখতে হবে। নিজের শক্তি ওপরে ভরসা রেখে চলতে হবে। কাজ করতে হবে। কাজে সফল হতে হবে। আধুনিক ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম করা ছাড়া আর কোনও সহজ পথ নেই দেশকে উন্নত করার। নিজেকে উন্নত করলেই দেশকে উন্নত করা সম্ভব বলে মনে করতেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বলতেন, কাজ করে যেতে হবে। কাজের মতো জীবনকে উন্নত করার ওষুধ আর নেই। যিনি নিষ্ঠা ভরে কাজ করতে পারেন তিনি সফল কর্মী। সবাইকে কর্মী হতে হবে। পরিশ্রমী কর্মী হওয়ার খুবই দরকার। জীব জগৎকে উন্নত করতে গেলে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

পুলিশ কমিশনার টেগার্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পুর্ব প্রকাশের পর)

ঠিক সেই সময়ে বিহারের মুজফফরপুরে ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস কিংসফোর্টের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা পড়ল। কিংসফোর্ড কুবই দাম্ভিক লোক ছিলেন এবং ভারতীয়দের দেখতে পারতেন না। স্বাধীনতা কথা শুনলে তিনি জ্বলে উঠতেন। কিছুকাল আগে কলকাতায় থাকার সময়ে তিনি 'যুগান্তর' (১৯০৬) পত্রিকার মুদ্রকদের ধরে জেল এবং জরিমানা করেছিলেন। সেই জন্য তিনি বিপ্লবীদের কাছে এক নম্বরের শত্রু। পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে মারার বোমা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকি। সেখানে বিপ্লবীদের ছোঁড়া বোমের আঘাতে মিসেস কেনেডি এবং তাঁর মেয়ে মারা গেলেন। ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকি বোমা মেরে পালালেও কিন্তু তাঁদের সন্ধান করতে শুরু করলো পুলিশ। ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন আর প্রফুল্ল চাকি পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। ক্ষুদিরামের ওপরে শারীরিক অত্যাচার শুরু করে দিল ব্রিটিশ পুলিশ । সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ক্ষুদিরা সব বলে ফেললেন। ফলে মুরারি পুকুর ঘেরাও করলো পুলিশ। চৌত্রিশজন বিপ্লবী ধরা পড়ল। তার সঙ্গে বিপ্লবী বারীন ঘোষকেও গ্রেফতার করা হলো। বিপ্লবীদের এই রকম দুঃসাহস দেখে ব্রিটিশ পুলিশ অফিসাররা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯১১ সালে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হল যে তখন পুলিশকে আর একটি স্পেশাল শাখা না খুললে চলছিল না। টেগার্ট এ ব্যাপারে আগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেন। সেই বছরেই কলকাতা পুলিশ কমিশনার হ্যালিডের কাছে এই প্রস্তাব দেওয়া হল। অচিরেই সেই প্রস্তাহ গৃহীত হল। সেই সময়ে রাজ্য পুলিশের একটি অপরাধ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন গডফ্রে ডেনহ্যাম। ১৯০৮ সাল থেকে তা সক্রিয় ছিল। একই শহরে দুটি পুলিশের বিশেষ সংস্থা তৈরি হওয়ার ফলে সরকারের খবর বাড়তে শুরু করলো। ১৯১৩ সালে রাজ্য পুলিশের অপরাধ শাখা থেকে একশো সাতাশজন কনস্টেবল নিয়ে একটি পৃথক শাখা তৈরি করা হল। যার নাম দেওয়া হল ইনটেলিজেন্স বিভাগ। চালর্স টেগার্ট এই শাখার প্রধান হলেন। ইতিমধ্যে চালর্স টেগার্ট কিংস পুলিশ পদক পেয়েছেন এবং পরের বছর তাঁকে ভিক্টোরিয়ান অর্ডারের সদস্য বা এমভিও করা হয়েছে। টেগার্ট অবশ্য কারনিক কুশিলবদের কথায় কর্ণপাত করতেন না। কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চকে অপসারিত করতে দেননি। এ ব্যাপারে তঁকে সমর্থন দিতে শুরু করেছিলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার হ্যালিডে। এদিকে বিপ্লবীদের কাজ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। যতীন মুখার্জি, রাসবিহারী বোস, বিষ্ণু গণেশ পিংলে এবং গদর দলের বিপ্লবী সদস্যরা নানাভাবে চেষ্টা করেছে চলেছে ভারতের সেনা অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য। ১৯১৩ সালে আন্দামানে চলে গিয়ে সেখানে বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলে গেপন তথ্য এবং বিপ্লবীদের আস্তানার খোঁজ নিয়ে কলকাতায় উপস্থিত হলেন। তাঁর এই প্রয়াস পুলিশের উচ্চ মহলে প্রশংসিত হয়েছিল। বিপ্লবীরা গোপনে সশস্ত্র সংগ্রাম করার পরিকল্পনা থেকে নিজেদের বিরত করেনি। বাঘা যতীনকে জেলের মধ্যে রাখা সম্ভব হয়নি। রাসবিহারী বোস তখন বাইরে দিব্যি তাঁর বিপ্লবী কাজ চালিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ১৯১৫ সালে যদি কৃপাল সিং ভারত ব্যাপী সশস্ত্র সেনা অভ্যুত্থানের কথা যদি পুলিশকে আগাম না বলতো তাহলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে যেত। এই পরিকল্পনায় যতীন মুখার্জির ওপরে ভার পড়েছিল ফোর্ট ইউলিয়াম দখল করার। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির সঙ্গে টেগার্টের একটি রেষারেষি সম্পর্ক ছিল। দৈহিক দিক দিয়ে অসীম শক্তি এবং মানসিক শক্তি ধরতেন যতীন্দ্রনাথ। তিনি মনের দিক দিয়ে নির্মল এবং নির্বিকার ছিলেন। টেগার্টের জেদ চেপে গিয়েছিল তাঁকে জেলে ঢোকানোর। একবার তাঁকে গ্রেফতার করতে গিয়ে টেগার্ট হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার আগেই ধরে ফেলেছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি এবং এর জন্য ক্ষমাও চেয়েছিলেন। টেগার্ট তাঁর ব্যবহারে খুশি হন। উপরন্তু তাঁর অসাবধনাতর জন্য নিজের ওপরে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে কিরণ মুখার্জিকে গ্রেফতার করতে গিয়ে সেখানে যতীন মুখার্জির একটি ছবি দেখতে পেয়ে আছড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে তাতে ছড়ির আঘাত করেন।

তবে পরবর্তীকালে তিনি এই ঘটনায় লজ্জিত হয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যখন বালাসোরে প্রাণ হারালেন তখন তিনি শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ''Little did he know that Tegart had once told his coleagues that if Joytindranath Mukherjee (Bagha Jatin) were an Englishman, the English people would have built his statue next to Nelson's at Trafalgar square. In his note to J.E.Francis of the Indian Office in 1926, he described Bengali terrorists as "the most selfless political workers in India. "। যতীন মুখর্জি ধরা পড়তেন না যদি নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এমএন রায়) মারাত্মক ভুল না করে বসতেন। বাটাভিয়া থেকে ছদ্মনামে তার পাঠানো টাকা এবং একের পর এক টেলিগ্রাম পাঠানো থেকে সন্দেহ দেখা দিতে শুরু করলো ডেনহ্যামের। তিনি এই বিষয়টি টেগার্টের নজরে নিয়ে আসেন। গোপনে খোঁজ খবর নেওয়ার পর বালাসোর এবং কপ্তিপদার ঠিকানা মেলে। যদিও যতীন মুখার্জি দলবল নিয়ে সেখান থেকে পালাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ হারালেন। তখন বাংলার তরুণরা আত্মবলিদান করতে এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে।

এই সময়ে গোয়েন্দা কর্তা টেগার্টের সম্মান ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। শহরের গুণ্ডারা এবং বিপ্লবীর বুঝতে পারতেন না কেথায় কখন টেগার্ট উপস্থিত হবেন। একটা আতঙ্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল বিপ্লবী দলের মধ্যে এই দুর্ধর্ষ পুলিশ কর্তাকে কেন্দ্র করে। একদিন একজন সার্জেন্ট দেখতে পেল যে একটি লাল বাতি এলাকায় দিব্যি বাঙালি ভদ্রলোক সেজে কথা বলছেন বেশ্যা এদং দালালদের সঙ্গে। অপরাধীদের জিজ্ঞাসা করার সময়ে তিনি কোনও কাগজ কলম ব্যবহার করতেন না। সব কিচুই তাঁর মস্তিস্কে ঢুকিয়ে রাখতেন। যারা তাঁকে গোপন খবর দিত তাদের কথা কেউ জানতে পারতো না। সেই কারণে সবাই তাঁকে বিশ্বাস করতো। গোয়েন্দা কাজে টেগার্ট খুবই গোপনীয়তার সঙ্গে কাজ করে যেতেন তা নিয়ে তাঁর ইংরেজ বন্ধুরা অনুযোগ করতেন। তিনি কারোর অনুযোগ শুনতেন, কিন্তু তাঁর কর্মপদ্ধতির কোনও পরিবর্তন করেননি। তাঁর সহকর্মী ছিলেন স্যার ডেভিড পেট্রি। তিনি বলেছিলেন যে টেগার্টের গোয়েন্দা দক্ষতা এবং কর্মপদ্ধতি ভারতের ইনটেলিজেন্স ব্যুরো কিংবা ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা আম আই ফাইভের ঢের বেশি উন্নতমানের ছিল। তবে চালর্স টেগার্ট সব সময়ে বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার এবং গুপ্তচরের সাহায্য পেয়ে সফল হতেন তা নয়। সময়ে সময়ে তিনি আবার বন্দিদের ওপরে শারীরিক নির্যাতন করতেন। বন্দিরা জানতো যে টেগার্টের ওপরে কোন রকম চালাকি চলবে না। অপরাধ কবুল করতে হবে। ১৯১৮ সালে এ্যানি বেসান্ত তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বন্দিদের ওপরে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন। বেসান্ত তখন ভারত খ্যাত। ইংরেজ হয়েও তিনি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার স্লোগান তুলে হোমরুল ফ্রন্ট তৈরি করেছিলেন। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি এই সময়ে করা হয়েছিল। এর এক বছর আগে তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি হন। ক্রমে টেগার্টের বিরুদ্ধে এমন সব প্রচার হতে শুরু করে দিল যে তিনি বাধ্য হলেন ছুটি নিতে। ছুটি নেওয়ার আগে তিনি সিডিশন কমিটির সেক্রেটারি হিসাবে চেয়ারম্যান স্যার সিডনি রাউলাটকে রিপোর্ট তৈরি করার কাজে বেশ সহযোগিতা করেছিলেন। কে জানতো যে রাউলাট কমিটির রিপোর্ট নিয়ে ধন্ধুমার কাণ্ড ঘটবে। যার ফলশ্রুতি হিসাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ইংরেজ শাসকদের ওপরে কলঙ্কের বোঝা চেপে বসবে। এবং দেখতে পাওয়া গেল যে ভারতের রাজনীতির ভাগ্যাকাশে একটি নতুন তারকার আবির্ভাব হচ্ছে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ জোরকদমে চলছে। জার্মানি ফ্রান্স দখল করে নিয়েছে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়ে টেগার্ট যুদ্ধে যোগদান করার কথা ভেবেছিলেন। সুযোগ মিলে গেল। ছুটি নিয়ে তিনি ফ্রান্সে চলে গেলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনী রয়্যাল অ্যার্টিলারিতে যোগদান করলেন। এই বাহিনী তখন জার্মানদের বিরুদ্ধে দারুণ লড়াই করেছিল। সেখানে কিছুদিন থেকে তিনি শত্রু কবলিত অঞ্চল রাইনল্যাণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি বলশেভিকদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তির কাছে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর তুখোড় বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নতামতিত্ব তাঁকে শীঘ্রই পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসে উপস্থিত করালো।

ইংল্যাণ্ডে তখন স্যার উইন্সটন চার্চিল ইংল্যাণ্ডের বিমান ও সমর মন্ত্রী। আইরিশ বিপ্লবীরা তাঁর রাতের ঘুম একেবারে কেড়ে নিয়েছে। তিনি ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না কী করবেন। বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ওরমণ্ড উইন্টার সম্প্রতি ডাবলিনে একটি গোয়েন্দা সংস্থা তৈরি করেছেন বটে। চার্চিল বিরাট অঙ্কের অর্থ সাহায্য করতে শুরু করেছেন বটে কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। চার্চিল খবর পেতে শুরু করেছেন যে উইন্টার এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা দামী দামী হোটেলে সুন্দরী রমণী ঘোরাফেরা করছে এবং মাঝে মধ্যে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। কোন বিপ্লবী নেতা ধরা পড়েনি। বিপ্লবীদের কার্যকলাপ যে রকম চলছিল সেই রকমই চলছে। লোকমুখে টেগার্টের কথা শুনে চার্চিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে টেগার্টকে আয়ারল্যাণ্ডে পাঠাবেন। র্চিলের প্রস্তাবে টেগার্ট রাজি হলেন। তিনি শুধু অনুরোধ করলেন যে গডফ্রে ডেনহ্যামকে সঙ্গী হিসাবে দিতে হবে। ডেনহ্যাম তখন সিঙ্গাপুরে গোয়েন্দার কাজে ব্যস্ত। চার্চিল টেগার্ট- ডেনহ্যামের জুটির কথা জানতেন। অনেক অসাধ্য সাধন করেছে এই জুটি। টেগার্টের চেয়ে বয়সে এবং চাকরিতে দুই বছরের ছোট ছিলেন ডেনহ্যাম। কিন্তু ডেনহ্যাম ছিলেন টেগার্টের ডান হাত। চার্চিল রাজি হলেন। ডেনহ্যামকে বার্তা পাঠানো হল লণ্ডনে ফিরে আসতে। দ্রুত তিনি ফিরে এলেন। দেখা হল বন্ধু টেগার্টের সঙ্গে। ঠিক হল এম আই ফাইভের অধীনে একটি গুপ্তচর স্কুল খোলা হবে। সেখানে প্রজেক্টে অংশ গ্রহণ করা জন্য বাছা বাছা পুলিশ অফিসারদের নেওয়া হবে এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। (ক্রমশ)

রাফাল কিনতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সে

রাফাল বিমান চাই। আর সেটা কিনতে ফ্রান্সে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফরাসি ভারতের বহুকালের বন্ধু রাষ্ট্র। বারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করতো ফ্রান্স। তার ফলে বহু বিপ্লবীর ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগর এবং পণ্ডিচেরিতে গিয়ে বসবাস করতো। ইবপ্লবী অরবিন্দ আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে তিনি পণ্ডিচেরিতে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বোস চন্দননগর থেক বড় হয়েছেন। বিপ্লবী চারু চন্দ্র রায়, শিরীষ চন্দ্র ঘোষ, কানাই লাল দত্ত চন্দননগরের বাসিন্দা ছিলেন। বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো ফরাসি দেশে গিয়িছলেন বোমা তৈরি করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে। সেই ফরাসি দেশে উপস্থিত হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিমান বন্দরে তাঁকে গার্ড অব অনার দিয়ে অর্ভ্যথনা জানালেন ফরাসি দেশের প্রধানমন্ত্রী এলিজাবেথ বোর্ন। তারপরে মোদি ফরাসি দেশের সেনেটে গিয়ে উপস্থিত হন। শুক্রবার ফরাসি দেশের জাতীয় উৎসব 'বাস্তিল দিবস' এর বিশেষ অতিথি হয়ে উপস্থিত হচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেই অনুষ্ঠানে ফরাসি সেনাদের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করবে বারতের তিন সেনা বাহিনীর প্রতিনিধিরা। মোদির সঙ্গে রয়েছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। তারপরে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মঁকরের সহেগ বৈছক করবেন। সেই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদি একটি টুইট করেছেন। সেখানে তিনি বলছেন যে আগামি ২৫ বছর ধরে কীভবে সম্পর্ককে উন্নতি করা যেতে পারে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করা হল। রাফাল যুদ্ধ বিমান কেনার জন্য বারত এগিয়ে গিয়েছে। ারও রাফাল বিমানের প্রয়োজন রয়েছে। এদিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এখ উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পর ছাড়পত্র মিলেছে। ৯০ হাজার কোটি টাকা রাফাল কেনা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ২২টি সিঙ্গেল সিটার এবং চারটি ফোর সিটার যুদ্ধ বিমান কেনা হবে। সঙ্গে থকছে তিনটি ডুবো জাহাজ। ফরাসি দেশের পা রাখার সঙ্গে ভারতকে একন কেন রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য করছে না তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, ভারত হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক দেশ। সেই দেশের জনসংখ্যা বিশাল। তবুও তাকে রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য করা হচ্ছে না। গরীব দেশগুলির স্বার্থ বিঘ্নিত হতে শুরু করেছে। তা নিয়ে অবশ্যই ক্ষোভ ধূমায়িত হতে শুরু করেছে। এদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ফরাসি দেশে পা রাখার আগে স্ট্রাসবুর্গে উইরোপীয় পার্লামেন্টে ভারতের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ হয়েছে। সেই প্রস্তাবে মণিপুরে হিংসার ঘটনার কড়া সমালোচনা করা হয়। এছাড়ারও হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠতাকে সমানে রেখে সংখ্যালঘুদের ওপরে বিভাজমূলক নীতির সমালোচনা করা হয়েছে। প্রধনমন্ত্রী যেখানেই সফরে গিয়েছেন সেখানকার শিল্পপতিরা মোদির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তারা বারতের শিল্প গড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ভারতের বাজারে তারা প্রবেশ করতে চায় বলে জানায়। ফ্রান্সের শিল্পপতি এবং ভারতীয় ধনী ব্যবসায়ীরা ভারতের সঙ্গে ব্যবসা করতে আগ্রহী সেটা জানায়। ফরাসি শিল্পপতিদের বারতে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে মোদি কতা বলেন। তিনি বলেছেন বারতের গুজরাত. মহারাষ্ট্রতে ভারত শিল্প গড়ার স্থান দেবে। ভারতের শিল্প গড়ার স্থানের অবাব হবে না। ভারতবর্ষটা বিরাট। তার বাজারও বিরাট। গুজরাত, মুম্বাই, উড়িষাতে শিল্প গড়ার উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে। সেখানে ফরাসি শিল্পপতিরা শিল্প গড়তে আগ্রী হলে কেন্দ্রীয় সরকার এগিয়ে আসবে। কাশ্মীরে শিল্প গড়া যেতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কাশ্মীরে ফরাসি শিল্পপতিরা শিল্প গড়লে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এদিকে ডিফেন্স অক্যুইজেশন কাউন্সিল ২৬টি এম রাফাল বিমান কেনার ছাড়পত্র দিল। ৪টি প্রশিক্ষণ বিমান এবং ২২টি যুদ্ধ বিমান। ম্রোদির সফরের মধ্যেই হৈ চুক্তি হতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বিভিন্ন জনসভায় রাফাল কেনা নিয়ে বিজেপি সমলোচনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন কংগ্রেসের নেতা রাহুল গাান্ধি। এবারে কিন্তু রাফাল কেনা নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি চুপ করে বসে রয়েছেন। মোদির বিরুদ্ধে রাফাল কেনার সময়ে কাটমানি দিতে হয়েছিল বলে চিৎকার করতে শুরু করে কংগ্রেস নেতারা। এবারে কিন্তু কংগ্রেস নেতারা আর কোনও কথা বলতে পারছে না। কারণ ডিফেন্স অক্যুজেসন কাউন্সিল রাফাল নেকার সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে।

এখনও রুশদির আতঙ্ক কাটেনি

এখনও আতঙ্কের দিন সমাপ্ত হয়নি। অদ্ভূত স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন বুকার পুরস্কার জয়ী সলমন রুশদি। নিয়মিত মনস্তত্ত্ববিদদের কাছে যাচ্ছেন তিনি। থেরাপি করছেন। তবুও আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। গত বছর ১২ আগস্ট তাঁর ওপরে হামলা করা হয়েছিল। একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। একটি হাতও প্রায় অকেজো। এদিকে আততায় বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে। ৩০ বছর আগে ইরান ধর্মগুরুর জারি করা ফতোয়াকে কার্যকর করতে রুশদির ওপরে হামলা করা হয়েছিল। এদিকে আদালতে অভিযুক্ত মাটার জানিয়েছে যে সেকোনও দোষ করেনি। নিরপরাধ। তবে তার অপরাধের সাজা ঘোষণা করার সময়ে সলমন রুশদিকে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে। আততায়ীর মুখোমুখি হলে তাঁর ট্রমা আরও বেড়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছেন লেখক এবং চিকিৎসক মহল। ফলে রুশদির ভার্চুয়াল উপস্থিতি করানো যায় কিনা তা নিয়ে আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এই মুহর্তে বিশ্বের সবচেয়ে সাড়া জাগানো লেখক হচ্ছেন সলমন রুশদি। তিনি যেভাবে বিশ্বের পাঠকদের মনকে জয় করে নিয়েছেন তা মাত্র কয়েকজন করতে পেরেছেন। আমি ক্লাসিক্যাল যুগের সাহিত্যিকদের কথা এর মধ্যে ধরছি না। আমি বর্তমান লেখক সমাজকে ধরতে চাই। যারা এখনও কলমকে পেশা এবং নেশা হিসাবে গ্রহণ করে চলেছেন তার মধ্যে বুকার পুরস্কার জয়ী সলমন রুশদি অন্যতম। তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত লেখক। 'স্যাটানিক ভার্সেস' লেখার জন্য ইরনে ধর্মীয় নেতা তাঁর মুণ্ড চেয়ে ফতোয়া দিয়েছিল। সেই ফতোয়াকে কার্যকর করতে সূদুর আমেরিকায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন একজন। ঘাতক হাদি এখনও জেলে রয়েছেন। বিশ বছর তিনি কারাদণ্ড ভোগ করবেন দোষী প্রমানিত হলে। হামলার হওয়ার পর লেখক আর সহজেই জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হতে চাননি। তাঁকে প্রায় সময়ে হাসপাতাল এবং ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে চলতে হচ্ছে। আজও তাঁকে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হচ্ছে। তীক্ষ্ণ ধাতব ফলা। মুখে গলায় পনোরোটি স্থানে ক্ষতচিহ্ন অঙ্কিত করে দিয়েছে। হাত দিয়ে ঘাতকের আঘাত থামাতে গিয়েছিলেন তিনি। তার হাতেই এসে পড়েছে ছুরির কোপ। রক্তক্ষরণ থামতে চাইছে না। দ্রুত হেলিকপ্টার এসে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। তরপরে তিনি আর জনতার সমানে উপস্থিত হতে পারেননি। চিকিৎসকেরা তাঁকে বাইরে বের হতে মানা করেছে। নিরাপত্তা রক্ষীরা ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছে। তবুও তার মধ্যে তিনি নিউ ইর্য়ক প্রদেশের শতকা ইন্সটিটিউটের মঞ্চে আক্রান্ত হওয়ার ভারতীয় বংশোদ্ভূত লেখক একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকার নিউ ইর্য়ক পত্রিকায়। লেখক সলমন রুশদির একটি নতুন উপন্যাস বের হয়েছে তার নাম 'ভিক্ট্রি সিটি' । 'ভিক্ট্রি সিটি' হিসাবে কোনও শহরের কথা তিনি বলতে চাইছেন তা স্পষ্ট করে বলেননি বটে। তবে হামলার পর পুরোপুরি সেরে ওঠেন নি সেটা স্পষ্ট হয়েছে। তা ছাড়া রয়েছে ফের হামলা হওয়ার আশঙ্কা।

হেরিটেজ

কলকাতা টাউন হল

কলকাতা টাউন হল ১৮১৩ সালে তৈরি হয়েছিল। ব্রিটিশ মেজর জেনারেল জন হেনরি গারস্টিন (১৭৫৬-১৮২০) একটির স্থপিত ছিলেন। লটারি থেকে ৭ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি তহবিল তৈরি করে

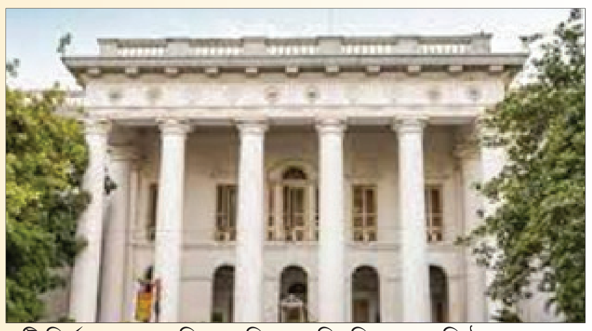

এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা হতো। ১৮৬৭ সালে টাউন হল বিচারপতি অব পিসের অধীনে আসে। ১৮৭০ সালে কলকাতা হাইকোর্ট এখানে বসত। তখন কলকাতা হাইকোর্ট তৈরি হচ্ছিল। ১৮৯৭ সালে টাউন হলের সংস্কার করা হয়। ১৯১৪ সালে রমানাথ ঠাকুরের মূর্তি ছাড়া সব মূর্তি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ভবনে ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভা করেছিলেন। এখানে সেই দিন বক্তব্য রেখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে ছিলেন 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের সঙ্গে। ১৯৯৮ সালে এই ভবনটিকে রক্ষা করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। ১৯৯৯ সালে কলকাতা করপোরেশন কলকাতা বিশেষজ্ঞ পিটি নাযারের সঙ্গে আলোচনা করে এই ভবনটির বই এবং পুঁথিকে সংরক্ষণ করে। এই ডাউন হলের গ্রন্থাগারে প্রায় বারো হাজার বই আছে। এবং বহু প্রাচীন গ্রন্থ রয়েছে। কলকাতা টাউন হলটি তৈরি করা হয়েছিল একেবারে রোমান ডোরিক স্থাপত্যে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে এখানে রেশনিং অফিস তৈরি করা হয় অস্থায়ীভাবে। কলকাতার বহু অজানা ইতিহাস এখান থেকে জানা সম্ভব। যদিও কলকাতার পুরো ইতিহাস জানতে গেলে আরও বেশ কয়েকটি মিউজিয়াম ঘুরে দেখতে হবে। ১৯ এবং ২০ শতকের বহু অজানা ইতিহাসের সাক্ষী বহন করছে এই ঐতিহাসিক কলকাতা টাউন হলটি।

সম্পাদক সমীপেষু

বিদ্যাসাগর হাসপাতালে ডাক্তার কই

আমি লিখতে বাধ্য হচ্ছি, কেন না এক অসুস্থ রোগীকে ভর্তি করতে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে শোনা গেল এখানে হবে পিজিতে নিয়ে যেতে হবে। আমার প্রশ্ন হল কেন। আমাদের হাতে কাছে এত বড় হাসপাতাল থাকতে রোগীকে কেন পিজিতে নিয়ে যেতে হবে। উত্তর এল এখানে ডাক্তার নেই। তাই যদি হয় তবে স্বাস্থ্য ভবনে কেন অভিযোগ করা হচ্ছে না। সুপরের কথা তুলতেই এক ভদ্রলোক প্রায় তেড়ে এলেন। জানি না তিনি কে। হাসপাতালের কর্মী কিম্বা অন্য কেউ হবেন। কিন্তু প্রশ্ন হল কেন, এই ভাবে সাধারণ গরিব মানুষগুলোকে অসুবিধা পোয়াতে হবে। বেহালা থেকে পিজি নিয়ে যেতে অ্যাম্বুলেন্স ডাকা হতেই তিনি হেঁকে বসলেন ৮০০ টাকা। ভাবুন একবার। না খেতে পাওয়া মানুষ গুলো কি করবেন। জানা গেল এখানে ডাক্তার বলতে শুধু গাইনিওলজিস্ট, চোখের,কান নাক গলা ও সাধারণ মেডিসিনের ডাক্তারই রয়েছেন। হাতে কাছে হাসপাতাল থাকলেও পরিষেবা পেতে তাদের বেগ পেতে হচ্ছে। তাই এই চিঠির মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আর্কষণ করতে চাই।

তাপস নন্দী, বড়কাছারি।

জয়ীদের সংবর্ধনা

এজাজ আহম্মেদ, বড়ঞা, ১৪ জুলাই ঃ মুর্শিদাবাদের ঘাস ফুলের দাপট থাকলেও পিছিয়ে নেই বাম-কংগ্রেস। লড়াইয়ের ময়দানে তৃণমূলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে একাধিক পঞ্চায়েত। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল খোরজুনা। বড়ঞা ব্লকের খোরজুনা গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএমের জয়ী প্রার্থীদের সংবর্ধনা জানালো সিপিএম এরিয়া কমিটি পার্টি অফিসে। জানা গিয়েছে খোরজুনা অঞ্চলে ২১ টি আসনের মধ্যে ১৫টি পেয়েছে বাম-কংগ্রেস জোট। এর মধ্যে কংগ্রেসের প্রতীকে ৮ জন এবং নির্দল ১ ও সিপিএমের ৬ জন গ্রাম পঞ্চায়েতে জয় লাভ করেছেন। বামেদের এই ৬ জন জয়ী প্রার্থীদের পার্টির পক্ষ থেকে বিশেষ ভাবে সবংর্ধনা জানানো হয়। এ বিষয়ে এরিয়া কমিটির সম্পাদক মানুয়ার হোসেন বলেন, কাটমানি, তোলাবাজ, চোরদের বিরুদ্ধে মানুষ রায় দিয়ে বাম কংগ্রসের প্রার্থীদের জয়ী করে পঞ্চায়েত গঠন করার সুযোগ দিয়েছে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি এলাকার মানুষকে, যে এতো সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে বাম-কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়ী করার জন্য। জয়ী প্রার্থীরা জানান রাস্তাঘাট, পানীয় জলের সমস্যা দূর করব। মানুষের পাশে থাকব। স্বচ্ছতার সাথে পঞ্চায়েত পরিচালনা করব বলে জানান। দল পরিবর্তনের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে প্রার্থীরা জানান আদর্শের ভিত্তিতে রাজনীতি করতে এসেছি, কাটমানির জন্য নয়। পঞ্চায়েতে বাম-কংগ্রসের বোর্ড গঠন বিষয়ে কংগ্রসের পক্ষে জানানো হয় আগামী পাঁচ বছরের এলাকার মানুষ আমাদের আশীর্বাদ করেছেন। এলাকার উন্নয়ন করতে জোট অটুট থাকবে মানুষের স্বার্থে।

তৃণমূলে সিপিএম

দুরন্ত বার্তা, খড়্গপুর, ১৪ জুলাই ঃ গ্রাম পঞ্চায়েতে জয়ী একমাত্র সিপিএম প্রার্থী যোগ দিলেন তৃণমূলে। তাতেই বিজেপিকে টেক্কা দিয়ে পঞ্চায়েত দখল করল শাসকদল। শুক্রবার এই ঘটনা ঘটেছে খড়গপুরের বড়কলা গ্রাম পঞ্চায়েতে। বড়কলা পঞ্চায়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় অস্বস্তিতে পড়েছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। সিপিএমের জয়ী প্রার্থীর দলবদলে আপাতত তাদের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। গত মঙ্গলবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটগণনা শেষ হলে দেখা যায় বড়কলা গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩০টি আসনের মধ্যে ১৪টি পেয়েছে তৃণমূল, বিজেপি পেয়েছে ১৩টি আসন, সিপিএম পেয়েছে ১টি, নির্দল পেয়েছে ২টি। এই পরিস্থিতিতে নির্দলদের সঙ্গে নিয়ে বিজেপি বোর্ড তৈরি করে ফেলবে বলে আশঙ্কায় ছিল ঘাসফুল শিবির। সেই আশঙ্কা কাটল শুক্রবার জয়ী একমাত্র সিপিএম প্রার্থী আফরোজা বেগম তৃণমূলে যোগ দিতে। শুক্রবার তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা। সুজয়ের দাবি, আরও অনেকে তৃণমূলে আসার মতলবে আছে। তবে নির্দলের কাউকেই নেওয়া হবে না। আফরোজা বেগম বলেন, সিপিএমের হয়ে আমি এলাকায় উন্নয়ন করতে পারতাম না। উন্নয়নের স্বার্থে দেড়শো অনুগামীদের নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করলাম। এই ঘটনায় তৃণমূল ও সিপিএমকে একযোগে আক্রমণ করেছে বিজেপি। তাদের দাবি, মুখে তৃণমূল বিরোধিতার কথা বললেও আসলে বিপদে তৃণমূলের পাশেই আছে সিপিএম। এই ঘটনা তা প্রমাণ করে দিল। সবই পটনা বৈঠকের ফল।

জেলা যোগাসন

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১৪ জুলাই ঃ ৯ম মুর্শিদাবাদ জেলা যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ১৬ জুলাই। বহরমপুরের খাগড়া বন্ধু ক্লাব প্রাঙ্গনে সকাল ১০টা থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে। মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট যোগা অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কুমারেশ সরকার জানিয়েছেন, জেলার সমস্ত স্কুল, কলেজ, ক্লাব ও যোগ শিক্ষাকেন্দ্রের ছেলে-মেয়েরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতাটিতে বয়স অনুযায়ী ৬টি গ্রুপ রয়েছে। প্রতিটি গ্রুপেই পুরুষ ও মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কুমারেশবাবু আরও জানিয়েছেন, প্রতিটি গ্রুপের সফল প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনীদের রাজ্য প্রতিযোগিতায় পাঠানো হবে। রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতা আগস্ট মাসের ১২,১৩ ও ১৪ তারিখ বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত হবে।

রণক্ষেত্র গলসি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৪ জুলাই ঃ ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত পূর্ব বর্ধমানের গলসি। ভাঙচুর করা হয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়ি ও দোকান। লাঠি-রড দিয়ে হামলার অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুস্কৃতিদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন দুই পক্ষের মোট ছ'জন। তাদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। অভিযোগ, শুক্রবার সকালে আচমকা তৃণমূলের লোকেরা সিপিএম ও কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের উপরে চড়াও হয়। পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়।

হল না অনুব্রতর ভার্চুয়াল শুনানি

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৪ জুলাই ঃ আসানসোল সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে ভার্চুয়াল শুনানি হল না গরু পাচার মামলায় ধৃত তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল ও তাঁর প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেনের। এই নিয়ে দ্বিতীয় দিন আসানসোলে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে ভার্চুয়াল শুনানি হলো না গরু পাচার মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার হওয়া অনুব্রত মন্ডল ও সায়গল হোসেনের। পরবর্তী শুনানি আগামী ১০ আগস্ট হবে বলে বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী এদিন নির্দেশ দেন। জানা গিয়েছে, দিল্লির তিহাড়ের ৭ নম্বর সেলের ফোন খারাপ থাকায় এনিয়ে দ্বিতীয়দিন তাঁদের ভার্চুয়াল শুনানি হয়নি। পরপর দু'দিন ভার্চুয়াল শুনানি না হওয়ায় আসানসোল সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের তরফে এদিন শুনানি শেষে দিল্লির তিহাড় জেলের সুপারকে একটি মেল পাঠানো হয়। তাতে বলা হয়েছে, ভার্চুয়াল শুনানির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য। এদিন সিবিআইয়ের তরফে অনুব্রত মণ্ডল ও তাঁর মেয়ে, সায়গল হোসেন, তাঁর স্ত্রী ও মা, এনামুল হক ও তাঁদের ঘনিষ্ঠদের নামে ও বেনামে একাধিক জমি, বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে আর্থিক লেনদেন সহ নতুন তথ্য বিচারকের কাছে জমা দেওয়া হয়। বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী সিবিআইয়ের তদন্তকারী বা আইও সুশান্ত ভট্টাচার্যের কাছে জানতে চান জমি ও সম্পত্তি কেনাবেচার রেজিস্ট্রারের ভূমিকা খতিয়ে দেখছেন? উত্তরে আইও বলেন, শীঘ্রই তা দেখা হবে।

লামডিং মণ্ডলে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ইরেপস.গভ.ইন ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

HWH-155/2023-24

www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজগুলি

www.ireps.gov.in

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার(কর্মাশিয়াল) লক্ষ্ণৌ আহ্বান করছেন ওপেন টেন্ডার ই-নিলাম ব্যবস্থায় মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস)-র জন্য লক্ষ্ণৌ জংশন স্টেশনে উল্লেখিত স্থানগুলিতে ৫ বছরের মেয়াদে যা খোলা হবে ২৭.০৭.২৩ বেলা ১৩.০০ ঘটিকায় এবং বন্ধের সময় ২৮.০৭.২৩ টেন্ডার লট অনুসারে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রহণযোগ্য নহে। ইএমডি জমা করার বিস্তারিত এবং টেন্ডার ফিজ জমা করা যাবে অনলাইন পেমেন্ট মোডের মাধ্যমে- **www.ireps.gov.in** (ই-নিলাম মডিউল)। অন্যান্য বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে - **www.ireps.gov.in** (ই-নিলাম মডিউল)। **ই-নিলাম নোটিস নং.** ঃ- এমএসএস-এলজেএন-এলজেএন-এমপিএস-১-২৩-১, **স্টেশান** ঃ লক্ষ্ণৌ জং., **প্ল্যাটফর্ম নং.** ঃ ০১, **স্থান** ঃ- পিপি শেল্টার পুল নং-০১ প্ল্যাটফর্ম নং-০১ নিকট (মে. লক্ষণ প্রসাদের পুরানো এমপিএস স্টলের স্থানে), **ক্যাটাগরি** ঃ- ওবিসি (অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেনী) ক্যাটাগরি, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ- তারিখ ২৮.০৭.২৩ সময় ১৩.৪০, **ই-নিলাম নোটিস নং.** ঃ- এমএসএস-এলজেএন-এলজেএন-এমপিএস-২-২৩-১, **স্টেশান** ঃ- লক্ষ্ণৌ জং., **প্ল্যাটফর্ম নং.** ঃ- ০১, **স্থান** ঃ- পিপি শেল্টার পুল নং-২২ও ২৩ মধ্যবর্ত্তী প্ল্যাটফর্ম নং-০১ (মে. সঞ্জীব রাস্তোগির এমপিএস স্টলের স্থানে), **ক্যাটাগরি** ঃ- সাধারণ ক্যাটাগরি, **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময়** ঃ তারিখ ২৮.০৭.২৩ সময় ১৩.৩০।

ডিআরএম/ কর্মাশিয়াল
লক্ষ্ণৌ

CPRO/C-52

যাত্রী পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ এসএমএসের মোবাইল নং. ০৯৭৯৪৮৪৫৯৫৫

ট্রেনের মধ্যে ধূমপান করবেন না

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর, কোড নং. ঃ ১৫৭৪৫, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর) ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য) অনুবিধি-৪,(ধারা ৮(১)

অ্যাকা. নং.- ৩৫৮১৬৭০৩২৩৬(সিসি), ৩৯৩৮৯৯৪০০২৩ (জিইসিএল), ৪০২৮২০৪১৬৯৪ (ডব্লুসিটিএল), ৪০২৮২০২৯৩২৬ (এফআইটিএল)

যেহেতু

নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন অনুমোদিত আধিকারিক **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর শাখা** অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ সুদ নিরাপত্তা আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত রয়েছে অধীন ধারা ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ সুদ নিরাপত্তা (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করেছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ ০৪.০৪.২০২৩ জানানো যায় গ্রাহক **মে. অনিন্দিতা এন্টারপ্রাইজ, মালিক ঃ অনিন্দিতা মন্ত্রী, স্বামী শ্রী নরেন মন্ত্রী, ৪৩৮, সূর্য সেন পল্লী, দক্ষিণ দমদম, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা-৭০০০৬৫ এবং ২৯৬/১, সূর্য সেন পল্লী, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা-৭০০০৬৫ এবং জামিনদার ঃ নরেন মন্ত্রী** পরিশোধ করতে হবে নোটিসে উল্লেখিত রাশি যা হল **টাকা. ৫৭,২২,৩৩৬.০০ (সাতান্ন লক্ষ বাইশ হাজার তিনশত ছত্রিশ টাকা মাত্র) ০৪.০৪.২০২৩ তারিখে** সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ব্যয় এবং খরচ সহকারে উল্লেখিত নোটিস গ্রহণের দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

গ্রাহক যদি বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত করা যায় গ্রাহক এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী অধিগ্রহণ করেছেন নিম্নবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা ন্যস্ত রয়েছে তার ওপর অধীন ধারা ১৩(৪) উল্লেখিত আইনে সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ এবং ৯ উল্লেখিত ধারায় **১৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখে।**

গ্রাহককে বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় লেনদেন না করতে ওই সম্পত্তি নিয়ে এবং কোন লেনদেন হলে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** দাবী করবে **টাকা. ৫৭,২২,৩৩৬.০০ (সাতান্ন লক্ষ বাইশ হাজার তিনশত ছত্রিশ টাকা মাত্র)** সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ব্যয় এবং খরচ সহকারে উল্লেখিত নোটিস গ্রহণের দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

গ্রাহকের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) অধীন ধারা ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময় পাবেন সুরক্ষিত সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি পরিমাপ ১কাঠা ৯ ছটাক ০ বর্গ ফুট, অবস্থিত রয়েছে হোল্ডিং নং. ২৯৬, সূর্য সেন পল্লী, মতকাল, জে.এল. নং. ১৫, আর.এস. নং. ১৭১, তৌজি নং. ১৭২/১৭৩, দাগ নং. ১২৬০, খতিয়ান নং. ৫৯৩, থানা-দমদম, অধীন দক্ষিণ দমদম পৌরসভা, ওয়ার্ড নং. ২৪, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৬৫, যার দলিল নং. ১-৯৯২৩/০৯, তারিখ ০১.১২.২০০৯।

সম্পত্তি রয়েছে অনিন্দতা মন্ত্রী এবং নরেন মন্ত্রী নামে।

সম্পত্তির পরিসীমী ঃ উত্তরে- শ্রীমতি সুকন্যা দে, দক্ষিণ- ৮ ফুট রাস্তা, পূর্ব-শ্রী কানাই চ্যাটার্জি, পশ্চিম- ১২ ফুট সাধারণের রাস্তা।

দ্রষ্টব্য ঃ অধিগ্রহণ নোটিস ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে গ্রাহক/ জামিনদারকে স্পিড পোস্টে। যদি, গ্রাহক/ জামিনদার তা না পেয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে এই নোটিস ধার্য্য হবে পরিবর্ত প্রদানের মাধ্যম হিসাবে।

তারিখ ঃ ১৪.০৭.২০২৩,
স্থান ঃ দমদম ক্যান্ট.

অনুমোদিত আধিকারিক,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পূর্ব রেলওয়ে

(HWH-154/2023-24)

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোন-০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ১২ / ১৩, ফ্যাক্স-০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০, www.myhmc.in

ডব্লুবি-এইচএমসি/ এনআইটি/ ইডি/ ০৭/ ইই-।।/ ২৩-২৪ তারিখ ঃ ১২.০৭.২০২৩

ই-টেন্ডার নোটিস

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সড়ক), এইচএমসি আহ্বান করছেন ই-টেন্ডার প্রস্তাবিত ফর্মে **বিভিন্ন রাস্তার উন্নয়ন সিমেন্ট কংক্রীট ও ম্যাস্টিক কাজ দ্বারা অধীন হাওড়া পৌর নিগম এলাকা** প্রতিষ্ঠিত, বিত্তশালী ও বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের প্রভূত অভিজ্ঞতা রয়েছে একই ধরণের কাজে। বিস্তারিত আনুসঙ্গিক তথ্যাবলী পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিস ও ইই-।। বিভাগ / https://www.wbtenders.gov.in থেকে। **দরপত্র জমা বন্ধের তারিখ (অনলাইন) ঃ ২৫.০৭.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে গ্রহণ বা বাতিল করতে যে কোন আবেদন কোনরূপ কারন উল্লেখ না করে।

৮৮(৩)/২৩-২৪ ১৪.০৭.২০২৩

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

পাঞ্জাব নৈশনল বৈঁক punjab national bank

(Govt. of India Undertaking)

Oriental United

শাস্ত্র সার্কেল অফিস ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা
আমতলা রোড, পদ্মপুকুর মোড়ের নিকট
পোস্ট ঃ বারুইপুর, কলকাতা-৭০০১৪৪
ফোন নং. ঃ ০৩৩ ২৪৩৩ ৫০৪৬,
ই-মেল ঃ cs8319@pnb.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ ও সময় (হার্ড কপি ও অনলাইনে) ঃ ০২.০৮.২০২৩ (বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)

ই-নিলামের তারিখ ও সময় ঃ ০৩.০৮.২০২৩ (বেলা ১২.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ সঙ্গে পড়তে হবে বন্দোবস্ত ধারা ৮(৬) নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় জনস্বার্থে এবং বিশেষভাবে গ্রাহক এবং জামিনদারদের উদ্দেশ্যে যে নিম্ন বর্নিত অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া রয়েছে ঋণদাতাকে, সংগঠিত / শারিরীক/ প্রতীকি অধিগ্রহণ করা হয়েছে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ব্যাঙ্ক/ ঋণদাতার তরফে, যা বিক্রয় করা হবে ''**যেখানে যা আছে**'', ''**যা কিছু আছে**'' এবং ''**সেখানে যা কিছু আছে**'' নিম্ন সারণীতে বর্নিত তারিখে, বকেয়া পুণরুদ্ধার করতে ব্যাঙ্ক/ ঋণদাতার তরফে উল্লেখিত গ্রাহক এবং জামিনদারদের কাছ থেকে।

সংরক্ষিত মূল্য এবং আয়ের মূল্য জমা করতে হবে উল্লেখিত সম্পত্তির ভিত্তিতে নিম্নেবর্নিত সারণীর উল্লেখ অনুসারে। বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে **www.mstcecommerce.com** লিংক প্রদান করা হয়েছে ওয়েব পোর্টালে (**https://www.ibapi.in**)। জনসাধারণকে আহ্বান জানানো হচ্ছে নিজে বা অনুমোদিত ব্যক্তি মারফৎ দরপত্র জমা করতে।

লট নং.	ক) অ্যাকাউন্ট নাম (গ্রাহক) গ্রাহকের ঠিকানা খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ বন্ধকদাতা / মালিকের নাম (দায়ের তালিকা)	ক) দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ খ) দাবী বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বকেয়ার পরিমান (সঙ্গে পরবর্তী সুদ, দাবী, ব্যয়, মূল্য পুণরুদ্ধার বকেয়া যদি থাকে) গ) অধিগ্রহণ তারিখ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি গ) দর বর্ধিত	ক) ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখ ও সময় খ) ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময় গ) নথিপত্র ও সম্পত্তি পরিদর্শন করার তারিখ
১	ক) মে. রাজু এন্টারপ্রাইজ মালিক ঃ শ্রী জাফর সিদ্দিক উকিল পিতা-প্রয়াত খোদাদত হোসেন উকিল ১৩৩, বিবেকানন্দ রোড, বৈকুন্ঠপুর, পোস্ট-রাজপুর, কলকাতা-৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকা. নং. ০১৫১২৫৩০৮৩১৭৪ ও ০৫১৩০০১৭৩৫৯৯ খ) সোনারপুর শাখা	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বসবাসের বাড়ি রয়েছে যার হোল্ডিং নং. ৭৬৪, হাল দাগ নং. ২১৩, এলআর দাগ নং. ২২৫, ওয়ার্ড নং. ৭, হাল খতিয়ান নং. ৮৯১/৩৯, এলআর খতিয়ান নং. ১৪৫৮, মৌজা-কুসুম্বা অধীন রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা যার মোট এলাকা- ২কাঠা ৭ ছটাক ১৫ ব.ফু. এবং **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী জাফর সিদ্দিকি উকিলের নামে,** পিতা-প্রয়াত খোদাদত হোসেন উকিল। **সম্পত্তির পরিসীমা** ঃ উত্তরে-১৫ ফুট চওড়া গলি, দক্ষিণ-অশোক কুমার শ'র সম্পত্তি, পূর্ব-২০ ফুট চওড়া পৌরসভার রাস্তা, পশ্চিম-খালি জমি। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ১০.০২.২০২২ খ) টাকা. ৩৪,১৮,২৮২.০০ গ) ২১.১২.২০২২	ক) টাকা. ৩৮,১০,০০০ /- খ) টাকা. ৩,৮১,০০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ০৩.০৮.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ০২.০৮.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ০১.০৮.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
২	ক) সুব্রত মুখার্জি (প্যান নং. সিআইডিপিএম ৯৭৭২জে) পিতা-প্রয়াত নবকুমার মুখার্জি কালিকাপুর চন্দনপুর, রাধা নগর (রাজারহাট মেন রোডের কাছে) পোস্ট ও থানা-সোনারপুর, কলকাতা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৫০। অ্যাকা. নং. ১১৫২৩০৬৭০৮৫৯৩ (এইচএল) খ) বেয়োন্তা শাখা	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বসবাসের বাড়ি রয়েছে জমির মোট এলাকা ১ কাঠা ৫ ছটাক ৩৭ ব.ফু. যার এলআর দাগ নং. ৩১৮ এবং ৩৬৬, খতিয়ান নং. ৫৫৪, জেএল নং. ৯, মৌজা-হাতিশালা, থানা ভাঙড় (পুরানো), এবং কেএলসি (নতুন), রাজারহাট মেন রোডের ধারে এবং **সম্পত্তির পরিসীমা** ঃ উত্তরে-মানিক দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণ-মানিক দাসের সম্পত্তি, পূর্ব-৮ফুট চওড়া গলিপথ, পশ্চিম-দাগ নং. ৩৬৬ এবং **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী সুব্রত মুখার্জি নামে,** যার বিক্রয় দলিল নং. ৩১৮৩ / ২০১৬ **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ০১.০৭.২০২১ খ) টাকা. ১২,৬২,২৩৫.১৭ গ) ০৫.০৮.২০২২	ক) টাকা. ২১,৮৮,০০০ /- খ) টাকা. ২,১৮,০০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ০৩.০৮.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ০২.০৮.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ০১.০৮.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৩	ক) শ্রী দুধকুমার ঢালি পিতা-শ্রী নির্মল চন্দ্র ঢালি গ্রাম-কলাগেছিয়া, পোস্ট-সরিষা, থানা-ডায়মন্ড হারবার, পিন-৭৪৩ ৩৬৮ অ্যাকা. নং. ০৬২৪৩০৮৩১৪১৯৪ (টিএল) ও ০৬২৪৩০৮৩১৭৭৭৪৮ (টিএল) খ) সরিষা শাখা	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বসবাসের বাড়ি রয়েছে আরএস ও এলআর দাগ নং. ৪৬১৮, আরএস খতিয়ান নং. ৬৫৮, এলআর খতিয়ান নং. ৩২৯৩ অংশীভূত এলআর খতিয়ান নং. ৮০১১, মৌজা, কামারপোল, জেএল নং. ৭৩, অধীন কামারপোল গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা-পারুলিয়া কোস্টাল, এডিএসআরও- ডায়মন্ড হারবার, এলাকা- কম বা বেশি ০৪.৬৬ শতক বাস্তু জমি। **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী দুধকুমার ঢালি নামে,** যার নথিবদ্ধ দলিল নং. ১-১৬০৯০৩৪১৫ সাল ২০১৭, তারিখ ০৯.০৮.২০১৭ এবং **সম্পত্তির পরিসীমা** ঃ উত্তরে-০৬ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ-৫ ফুট চওড়া গ্রাম্য রাস্তা, পশ্চিম- দাগ নং. ৪৫৯৭ অধীন খালি জমি, পূর্ব- দাগ নং. ৪৫৯৬ অধীন খালি জমি। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ২০.১০.২০২২ খ) টাকা. ১১,৯৮,৪৫০.১২ গ) ৩১.০১.২০২৩	ক) টাকা. ৪০,০৯,০০০ /- খ) টাকা. ৪,০৯,০০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ০৩.০৮.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ০২.০৮.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ০১.০৮.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৪	ক) মে. স্নেহময়ী মেডিকেল স্টোর্স, মালিক- শ্রী মানস কাঞ্জি (মে. সন্ধ্যা মেডিকেল হল) রুম নং. ৭, ফলতা ইনডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, পোস্ট-কলাতলা হাট, থানা-রামনগর, ২৪ পরগণা (দক্ষিণ), রামনগর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৫০৪। অ্যাকা. নং. ১১৩৬২৫০০২০০২৮ (সিসি) খ) ফলতা ফ্রি ট্রেড জোন শাখা	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি (খালি) জার মোট এলাকা ৩ ডেসিমেল, দাগ নং. ৯০৫, খতিয়ান নং. ২৭২, জেএল নং. ১৮, গ্রাম-রামনগর (হোটেল সি বার্ড / হোটেল রাজহংস নিকটে), ফলতা সুপার মার্কেট নিকটে,সেক্ট্র-৪, অধীন কলাতলা হাট গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট-কলাতলা, থানা-রামরগর (ডায়মন্ড হারবার), এবং **সম্পত্তির পরিসীমা** ঃ উত্তরে-জয়দেব মন্ডলের সম্পত্তি, দক্ষিণ-হারান চন্দ্র নস্করের সম্পত্তি, পূর্ব-৮ফুট রাস্তা, পশ্চিম-ললিত কাঞ্জির সম্পত্তি। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ১৭.০৫.২০২২ খ) টাকা. ১৫,৮৩,৪১০.১০ গ) ৩১.০১.২০২৩	ক) টাকা. ১,৩৫,০০০ /- খ) টাকা. ১৩,৫০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ০৩.০৮.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ০২.০৮.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ০১.০৮.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৫	ক) মে. বিশ্বকর্মা অটোমোবাইল মালিক ঃ শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল ২৪৬, রোড ভাদুরিয়া পোল, গ্রাম ও পোস্ট-ভাদুরা, থানা-ফলতা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, শাহারার হাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৫০৪ অ্যাকা. নং. ০১৪৯২০আইসি০০০০০০১৯ (টিএল), ০১৪৯৩০৭১১৮৪৬৯ (টিএল) ও ০১৪৯৩০৭১২৯৭৪৮ (ডিএল) খ) শাহারারহাট শাখা	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং নির্মীয়মান বাড়ি যার দাগ নং. ২৪৩, খতিয়ান নং. আরএস (২) (এলআর ২০১৪, ২০১৫), তৌজি ন. ৩৯১, জেএল নং. ১২, মৌজা-ভাদুরা যার মোট এলাকা-০৩ ডেসিমেল, থানা-রামনগর, অধীন ভাদুরা হরিদাস গ্রাম পঞ্চায়েত এবং **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী গৌরচন্দ্র মন্ডল এবং নিতাই চন্দ্র মন্ডলের নামে,** উভয়ের পিতা-বিশ্বনাথ মন্ডল, যার নথিবদ্ধ বিক্রয় দলিল নং. ১২৮৭ এবং ১২৮৮ সাল ১৯৯৭। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ১১.০৫.২০২২ খ) টাকা. ১৩,৩৮,৯২৬.৫২ গ) ৩১.০১.২০২৩	ক) টাকা. ৪,০৫,০০০ /- খ) টাকা. ৪০,৫০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ০৩.০৮.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ০২.০৮.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ০১.০৮.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৬	ক) মতিয়ার রহমান লস্কর পিতা-ইশা লস্কর ওরফে আবেদা লস্কর গ্রাম-পালেরচক, পোস্ট-জালবেড়িয়া, থানা-কুলতলি, ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৩৮, পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকা. নং. ১৯২১২১০০০১৯৪৬ খ) প্রিয়ার মোড় শাখা	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বাড়ি যার আরএস দাগ নং. ২৪৪, খতিয়ান নং. ২২৭, তৌজি নং. ১৩৯, জেএল নং. ২৭১০, মৌজা-জামতলা, মোট এলাকা ০১ ডেসিমেল (নির্মান এলাকা ৪২০ ব.ফু.) ব্যবসার ইউনিট-মে. লস্কর লুব্রিকেটিং ওয়েল এবং স্পেয়ার পার্টস নামে, **যা রয়েছে মতিয়ার রহমান নামে,** পিতা-ইশা লস্কর ওরফে আবেদা লস্কর নথিবদ্ধ দলিল নং. ২২০৬ / ২০১০ এবং **সম্পত্তির পরিসীমা** ঃ উত্তরে-অন্যদের খালি জমি, দক্ষিণ-কার্তিক মন্ডল, পূর্ব-উত্তম মন্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিম-২৫ ফুট জামতলা রোড। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ০২.০৫.২০২২ খ) টাকা. ১০,৯১,৬৮৫.৯৭ গ) ১৫.০৭.২০২২	ক) টাকা. ১৪,৮২,০০০ /- খ) টাকা. ১,৪৮,২০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ০৩.০৮.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ০২.০৮.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ০১.০৮.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৭	ক) শ্রী আব্দুল ওয়াহাব পিতা-প্রয়াত উনুচ আলি সেকলোন গ্রাম-উত্তর দেয়ারচক, পোস্ট-কুলেশ্বর, থানা-ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭৫ অ্যাকা. নং. ১২৫৪২১০০৩১১৫২ খ) শ্রীচন্দহাট শাখা	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বাড়ি অবস্থিত মৌজা-উত্তর দেয়ারচক, জেএল নং. ১৩১, আরএস খতিয়ান নং. ১২৭, এলআর খতিয়ান নং. ১১৩৪, হাল এলআর খতিয়ান নং. ১৭৪০, আরএস ও এলআর দাগ নং. ৭৪৫, জমির পরিমান ১০ ডেসিমেল (বাস্তু) ও কার্পেট এলাকা বাড়ির-গ্রাউন্ড ফ্লোর ৪৮০ ব.ফু. ও ১ম ফ্লেঞ্ঞর ৪৮০ ব.ফু. অধীন থানা ও এডিএসআরও-ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **সম্পত্তির মালিক আব্দুল ওয়াহাব,** পিতা-প্রয়াত উনুচ আলি সেক, রেকর্ড বুক নং. ১, সিডি ভলি. নং. ৪, পাতা ৫০৯ থেকে ৫২০, বিক্রয় দলিল নং. ১-০১৮১৯ সাল ২০১০, তাং. ২৫.০৫.২০১০ ও বুক নং. ১, সিডি ভলি. নং. ৩, পাতা ৭৬৬৮ থেকে ৭৬৮২, বিক্রয় দলিল নং. ১-০২১৪০ সাল ২০১৩ তাং. ২৮.০৫.২০১৩, এডিএসআরও-ডায়মন্ড হারবার। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ২০.০২.২০২০ খ) টাকা. ৭,১৯,৬১৭.০০ গ) ১৯.১২.২০২০	ক) টাকা. ৯,৩৬,০০০ /- খ) টাকা. ৯৩,৬০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ০৩.০৮.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ০২.০৮.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ০১.০৮.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)

-ঃ নিয়ম ও শর্তাবলী ঃ-

বিক্রয় করা হবে শর্ত এবং নিয়মাবলী পালন করে যা প্রস্তাবিত আকারে রয়েছে নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা ২০০২ এবং উল্লেখিত আরও শর্ত মোতাবেকঃ-

১. সম্পত্তি বিক্রয় হবে ''**যেখানে যা আছে**'' এবং ''**সেখানে কি আছে**'' এবং ''**সেখানে যা কিছু আছে**'' ভিত্তিতে।
২. সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী উল্লেখ রয়েছে উপরোক্ত সারণীতে যা স্বীকৃত আধিকারিকের সর্বশেষ জানা তথ্যের ভিত্তিতে, কিন্তু অনুমোদিত আধিকারিক কোন ত্রুটি, ভুল তথ্য বা এই ঘোষনার কোনরূপ ভ্রান্তির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।
৩. বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে যা দেওয়া হবে ওয়েবসাইটে-**https:// www.mstcecommerce.com**।
৪. বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী বিক্রয়ের, দয়াকরে দেখুন-**www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app & www.pnbindia.in**।
৫. বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী ই-নিলাম বিক্রয়ের জানতে দরপত্র জমা করার পূর্বে এবং ই-নিলাম বিক্রয়ে অংশ নেওয়ার পূর্বে তথ্য জানতে যোগাযোগের ব্যক্তি -**শ্রী দেব আনন্দ শর্মা, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং. ঃ ৯৫২৩৩২০২৬০।**
৬. সফল দরদাতা (যদি একটিমাত্র দর জমা পড়ে সেক্ষেত্রে একটি বর্ধিত দর রাশি প্রয়োজন থাকবে বিক্রয় সুনিশ্চিত হতে) জমা করতে হবে এফিডেভিট অনুমোদিত অধিকারিকের কাছে শারিরীক উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির নথিপত্র যাঁচাইয়ের জন্য (যদি প্রয়োজন থাকে)।
৭. সমস্ত বিধিসমস্তত বকেয়া / পরিচারক চার্জ / অন্যান্য বকেয়া সঙ্গে রেজিস্ট্রেশান চার্জ, স্ট্যাম্প খরচ, কর, পরিবহণ খরচ, জিএসটি ইত্যাদি বহন করতে হবে ক্রেতাকে।
৮. সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী সারণীতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত যা সর্বশেষ তথ্যমতে অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে, কিন্তু অনুমোদিত আধিকারিক কোন ত্রুটি, ভুল তথ্য বা এই ঘোষনার কোনরূপ ভ্রান্তির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।
৯. দরদাতাদের দ্বায়িত্ব থাকবে পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হতে নিজেদেরকে সম্পত্তির বিষয়ে এবং নির্দিষ্টভাবে দর জমার পূর্বে।
১০. নিলামের অর্থ প্রদানের জন্য করতে হবে ডিডি / নগদ/ এনইএফটি/ আরটিজিএস মাধ্যমে যার **অ্যাকাউন্ট নং. ঃ ০৩০০২০৩১৭১১৬০, আইএফএসসি নং. ঃ পিইউএনবি০০৩০০২০ পিএনবি-র, শাখা চৌধুরি বাজার, বারুইপুর, নাম-পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক।**

১৫ দিনের বিধিসম্মত বিক্রয় নোটিস অধীন রুল ৮(৬) ও ৯(১) সারফেইশি আইন, ২০০২

তারিখ ঃ ১৪.০৭.২০২৩
স্থান ঃ বারুইপুর

স্বা /- শ্রী দেব আনন্দ শর্মা (মোবা. ঃ ৯৫২৩৩২০২৬০), চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Roads), KMC** invites tender Online Percentage Rate Two Bid System for followng works :

(1) N.I.T. No. : KMC/ROADS/NORTH/056/2023-2024 (1st Call)
Name of Work : **Repairing of Road Surface at different places of Hemanta Bose Sarani & S.N. Banerjee Road under Br.-V.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS.) : **Rs. 4,89,761.19.** Earnest Money : **Rs. 9,800.00.** Period of Completion : **128 Days.**

(2) N.I.T. No. : KMC/ROADS/NORTH/055/2023-2024 (1st Call)
Name of Work : **Repairing of Road Surface disturbed by water supply & drainage Deptt. at M.G. Road & Rabindra Sarani under Br-V.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS.) : **Rs. 4,94,078.82.** Earnest Money : **Rs. 9,900.00.** Period of Completion : **98 Days.**

(3) N.I.T. No. : KMC/ROADS/NORTH/057/2023-2024 (1st Call)
Name of Work : **Repairing of Road different damaged road surface at C.R. Avenue & New C.I.T. Road under Br-V.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS.) : **Rs. 4,92,877.29.** Earnest Money : **Rs. 9,900.00.** Period of Completion : **90 Days.**

(4) N.I.T. No. : KMC/ROADS/NORTH/053/2023-2024 (1st Call)
Name of Work : **Repairing of Potholes at different places at College Street & Raja Ram Mohan Sarani under Br.-V.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS.) : **Rs. 4,91,959.41.** Earnest Money : **Rs. 9,900.00.** Period of Completion : **120 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **02.08.2023-12:00 noon (Sr. 1 to 4).** The bid forms and other details of all above tenders are available on and from **21.07.2023 (12:00 noon) in the website https://etender.wb.nic.in** (For Sr. No. 1 to 4)

The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites quotations Online Percentage Rate two Bid System for followng works :

(1) N.I.T. No. : KMC/EE_PS/III/33/02/23-24 (1st Call)
Name of Work : **Repairing & Maintenance of Sarkar Math in Ward No. 33, Br-III.** Estimate Amount : **Rs. 3,91,437.13.** Earnest Money : **Rs. 7,900.00.** Period of Completion : **60 Days.**

(2) N.I.T. No. : KMC/EE_PS/III/33/03/23-24 (1st Call)
Name of Work : **Repairing of two number Trikon Park near Divine Poly Clinic in Ward No.-33, Br-III.** Estimate Cost: **Rs. 1,68,532.90.** Earnest Money : **Rs. 3,400.00.** Period of Completion : **45 Days.**

(3) N.I.T. No. : KMC/EE_PS/VII/59/1/23-24 (1st Call)
Name of Work : **Plantation of 1000 Nos. Saplings (Departmentally supplied) at Gobra Bural Ground, I, II, III in Ward No. 59, Br-VII.** Estimate Amount : **Rs. 1,17,142.50.** Earnest Money : **Rs. 2,400.00.** Period of Completion : **45 Days.**

(4) N.I.T. No. : KMC/EE_PS/VII/64/02/23-24 (1st Call)
Name of Work : **Repairing of Kasia Bagan Park with other miscellaneous work for Muharram 2023 in Ward No.-64, Br-VII.** Estimate Amount : **Rs. 2,24,313.54.** Earnest Money : **Rs. 4,500.00.** Period of Completion : **15 Days.** The last date and time of completion of deed : **24/07/2023 1 P.M. (For Sr. No. 1 to 4).** The bid forms and other details shall be available on and from **15.07.2023 (10:00 A.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sr. 1 to 4)

The OSD & EO Dy. CE (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following work :

(1) N.I.T. No. : KMC/DYCE(PS)/VI/55/GB1/23-24 (1st Call)
Name of Work : **Development & Maintenance for Roadside Green Buffer Zone by plantation with bamboo fencing at Lal Mohan Bhattacharya Road, C.I.T. Road, Ananda Palit Road and Deb Lane in Ward No. 55, Borough-VI.** Estimated Cost : **Rs. 1,82,599.63.** Earnest Money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion : **35 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **24.07.2023 01:00 P.M.** for the all above tenders. The bid forms and other details shall be available on and from **15.07.2023 (10:00 A.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** 436/23-24

COMFORT FINCAP LIMITED

CIN: L65923WB1982PLC035441
Registered Office: 22 Camac Street Block 'B', Kolkata WB 700016;
Corporate Office: A/301, Hetal Arch, Opp. Natraj Market, S.V. Road, Malad (West), Mumbai - 400 064; **Tel. No.:** +91-22-6894-8500/08/09; **Fax:** +91-22-2889-2527;
E-mail: info@comfortfincap.com; **Website:** www.comfortfincap.com.

NOTICE TO SHAREHOLDERS REGARDING TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)

REMINDER TO CLAIM THE DIVIDENDS REMAINING UNPAID/ UNCLAIMED.

Notice is given pursuant to Section 124(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") (as amended from time to time), that the Company is required to transfer the amounts of unpaid dividend remaining unpaid and unclaimed for a continuous period of seven years from the date of transfer of such amount to Unpaid Dividend Account to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority. Further, pursuant to section 124(6) of the Act read with the Rules requires that all shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, shall be transferred by the Company to the IEPF Authority along with statement containing such details as may be prescribed. Notice is further given to the concerned shareholders to en-cash their unpaid/unclaimed Dividend for the financial year 2015-16 onwards, so that the shares are not transferred to IEPF Authority. The Company has sent the individual correspondence to all the shareholders whose shares are liable for transfer to IEPF Authority. In case no communication is received from the concerned shareholders on or before October 16, 2023, the Company will proceed to transfer the liable dividend and equity share(s) of the concerned shareholders to the IEPF Authority by following the procedures stipulated in the Rules in this regard, without any further notice. As per the requirement of the said rules, individual communications will be sent to the concerned shareholders whose shares are due for transfer to the IEPF Authority and details of such shareholders whose shares are liable for transfer will be uploaded on the website of the Company at www.comfortfincap.com.

No claim shall lie against the Company in respect of unpaid/ unclaimed dividend amount and the corresponding equity shares transferred to the IEPF and the same including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed from the IEPF Authority by making an application in Form No. IEPF-5 and after following the procedure prescribed in the Rules, details of which are available on the website of the IEPF Authority www.iepf.gov.in.

For further information on the above matter and the details of the claim of unpaid/unclaimed dividend(s), the concerned shareholders may contact our Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited, Office No S6-2, 6th Floor Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai- 400093, Contact: +91-22-62638200; Email Id: investor@bigshareonline.com or may also write to Company at the Corporate office of the Company situated at A-301, Hetal Arch, S. V. Road, Malad (West), Mumbai-400064 or send an email to - info@comfortfincap.com.

For Comfort Fincap Limited
Sd/-
Ankur Agrawal
Director
DIN:06408167

Place: Mumbai
Date: 15.07.2023

গৃহকোণ

হেঁশেলে সময় বাঁচাতে কি করবেন, কিছু টিপসগুলি মেনে চললেই কেল্লাফতে

রান্না করতে যতই ভালবাসুন না কেন, এই গরমে ঘেমে-নেয়ে দিনভর

হেঁশেলে কাটানো যেন শাস্তি! উপরন্তু সংসার, বাচ্চা সামলে দিনের শেষে ক্লান্তি। অনেক মহিলাদেরই আবার অফিস-কাছারি থেকে ফিরে হেঁশেলে হাতা-খুন্তি নাড়তে ঢুকতে হয়। তখন প্রায় ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি পরিস্থিতি! কিন্তু এই গোটা সপ্তাহের কাজ যদি সপ্তাহান্তে ছকে ফেলতে পারেন, তাহলেই কেল্লাফতে! হেঁশেল ম্যানেজমেন্টের এই তাক লাগানো টিপসগুলিতে তাহলে ঝটপট চোখ বুলিয়ে নিন। তাতে সময়ও বাঁচবে। ১) প্রথমেই একটা তালিকা তৈরি করে ফেলুন গোটা সপ্তাহে কী কী রান্না হবে। এতে মাছ- মাংস কিংবা সবজি কতটা পরিমাণে দরকার, তার পুরো তালিকাটা ছকে ফেলতে হবে। ২) সেই পরিকল্পনা মাফিক মশলাপাতি, আনাজ সব কিনে কৌটোয় রাখুন। বাজার করার সময়ে এমন ৫-৬ রকমের সবজি কিনুন যাতে যে কোনও ধরনের খাবার বানিয়ে ফেলতে পারেন। ৩) যেদিন যে রান্না করবেন। তার আগের রাতে সেসব বাসনপত্র এবং মশলাপাতি-সহ সমস্ত উপকরণ একজায়গায় গুছিয়ে রাখুন। এতে কাজ আরও সহজ হবে। ৪) হেঁশেলে ফ্রিজ অতি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। সপ্তাহান্তে ফ্রিজ ঘেঁটে দেখুন। অপ্রয়োজনীয় জিনিস ফেলে দিন। কিছু সবজিপাতি কেটে এয়ারটাইট বক্সে পুরে ফ্রিজে রাখুন। যেদিন যেটা রান্না করবেন, সেদিন বের করে নিলেই হল। দিন তিনিকের ফলও কেটে মুখবন্ধ পাত্রে রাখতে পারেন। মাছ-মাংসের ক্ষেত্রেও এক অন্যথা হবে না। ৫) পেঁয়াজ, রসুন, আদা, লঙ্কা পেস্ট করে রাখুন। কিংবা রান্নার ক্ষেত্রে যদিও কোনও বিশেষ মশলা দরকার হয় সেটাও সপ্তাহান্তে তৈরি করে রাখুন। রান্নার সময়ে খালি দিয়ে দিলেই হবে। ৬) বাচ্চাদের ২-৩ রকম মুখরোচক খাবারের প্রিপারেশন ফ্রিজে রেখে সংরক্ষণ করুন। যখন খাবে বের করে দিন। ৭) প্রতি সপ্তাহে না হলেও ১ সপ্তাহ অন্তর গোটা রান্নাঘরের কোণা, ক্যাবিনেটের এদিক-ওদিক পরিষ্কার করুন। হাইজিন মেনটেন করা জরুরী। পারলে আগের রাতে পরিষ্কার করার স্প্রে করে রাখুন। পরদিন সেভাবে সাফ-সাফাই করুন।

ঘরের চেহারা বদলে ফেলার প্ল্যান করুন কিন্তু মনে রাখবেন কিছু কাজের কথা

সুন্দরভাবে সাজানো ঘর-গেরস্থালি কে না চায়। দেখতে বেশ ভাল লাগে । তবে সাজানোর এই কাজটি কিন্তু মোটেও সহজ নয়। এর জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন। কোন জায়গায় কোন জিনিসটি রাখলে অন্দরমহলকে আরও সুন্দর দেখানোর ক্ষমতা থাকা চাই। আর এক্ষেত্রেও কয়েকটি ভুল দেখে নেওয়া প্রয়োজন। ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে এমন জিনিস কিনবেন যা দেখতেও সুন্দর আবার একাধিক কাজে ব্যবহার করা যায়। মাল্টিফাংশনাল জিনিসে জায়গাও বেশ কম লাগে। আলমারি, টেবিল, চেয়ারের মতো আসবাবপত্র কেনার ক্ষেত্রে কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ একদম করবেন না। প্রথমে দেখতে সুন্দর লাগলেও পরে তার খেসারত দিতে হতে পারে। ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে একটি ভুল অনেকেই করে থাকেন। অন্দরমহলে প্রচুর ছবি লাগিয়ে ফেলেন। এমনটা একদম করবেন না। তা দেখতে ভাল লাগে না। শো-কেস ঘরে রাখতেই পারেন, তবে এমন কিছু স্টোরেজও রাখবেন যাতে জিনিস রাখলে বাইরে থেকে দেখা যাবে না। এতে আপনার গেরস্থালির গোপনীয়তা বজায় থাকবে। গেরস্থালির তারবিন্যাস থাকে সুরক্ষিতভাবে করা হয়, সেদিকে সবার আগে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। খোলা তার ঘরে একেবারেই রাখবেন না। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ঘর সাজানোর জিনিস কিনতে গিয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না। একটু ধৈর্য্য ধরে জিনিস কিনলে সঠিক দামে সঠিক জিনিসটি ঠিক পেয়ে যাবেন। ঘরের রং বাছার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন তা যেন আপনার জিনিসপত্রের সঙ্গে ম্যাচ করে। আবার সেটি যেন আপনার ব্যক্তিত্বকেও প্রতিফলিত করে। এই বিষয়গুলি খেয়াল রাখলেই সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে পারবেন নিজের আস্তানা। দিনান্তের নিশ্চিন্তের আশ্রয় গেরস্থালি। তাই মনের মতো সেটিকে সাজিয়ে তুলুন।

বর্ষায় কিভাবে যত্ন নেবেন ফুলগাছের, রইল কিছু তথ্য

গাছের যত্নে একেক মাসে একেক রকম সার দেওয়া দরকার। গাছের জন্য রোদ চাই অন্তত একবেলা। ছাদে রাখতে পারেন। রোদেলা বারান্দাও রাখা যেতে পারে। বর্ষায় প্রকৃতি থাকে সবুজ ও সতেজ। বর্ষায়ই ফোটে বেলি, জুঁই, টগর, দোলনচাঁপা, কামিনী আর স্পাইডার লিলি। তালিকায় আরও আছে সুগন্ধি গন্ধরাজ আর রজনীগন্ধা। কাঠগোলাপ, অপরাজিতা, দোপাটি, নয়নতারা, জবাও বর্ষার ফুল। জলজ ফুল শাপলাও ফোটে বর্ষায়। কদম আর বকুলও এই মৌসুমের দারুণ দুটি ফুল। সুগন্ধি এসব ফুলে সহজেই সাজাতে পারেন ঘর। অন্দরে আসবে সজীবতা। দেখাবেও অন্য রকম। ফুলদানি বা বোতলে যেমন কয়েকটি ফুল রাখতে পারেন, তেমনি ফুলের মালাও ঝুলিয়ে দিতে পারেন ঘরের এক কোণে। অফিসের ডেস্কেও রাখতে পারেন ফুল। ফুল কিংবা ফুলের মালা বর্ষার দিনে সাজের অনুষঙ্গ হিসেবেও দারুণ। ব্যাগের হাতলেও ঝুলিয়ে নিতে পারেন ফুলের মালা। এসব ফুলের গাছও বাড়িতে রাখতে পারেন। বাড়ির বাগানে যোগ হবে ভিন্ন মাত্রা। গাছের যত্নআত্তির নিয়ম-দোআঁশ বা বেলে-দোআঁশ মাটি এবং পচা গোবর সমান পরিমাণে মিশিয়ে নিন। এসব গাছের জন্য এ মাটিই উপযুক্ত। গাছ লাগানোর সময় সতর্ক থাকুন, যাতে গোড়া নড়ে না যায়। বিশেষত কাটিং থেকে করা চারার ক্ষেত্রে খুব সাবধান থাকতে হবে। এসব গাছের জন্য রোদ চাই অন্তত একবেলা। গাছ লাগানোর পর প্রথম এক সপ্তাহ পর্যন্ত ছাদে, অর্থাৎ পূর্ণ রোদে রাখাই ভালো। এক সপ্তাহ পর বারান্দায় রাখা যেতে পারে। তবে সেখানে খুব একটা রোদ না পেলে সপ্তাহে একদিন সারা দিনের জন্য ছাদে রেখে আসা উচিত। এক মাস পর থেকে প্রতি মাসে একবার করে সার দিতে হবে। এ সময় শর্ষের খইল ভেজানো জল, জৈবসার কিংবা ভার্মিকমপোস্ট- যেকোনো একটি প্রয়োগ করতে পারেন। রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে চাইলে বেছে নিন টিএসপি (ট্রিপল সুপার ফসফেট) সার। তবে গাছের যত্নে একেক মাসে একেক রকম সার দেওয়া ভালো। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাই সব কটিই প্রয়োগ করতে পারেন। সারের বিকল্প হিসেবে গাছের পাতায় প্ল্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটর স্প্রে করতে পারেন দেড়-দুই মাস অন্তর। মাসে একবার পাতায় মাকড়নাশক স্প্রে করা ভালো। গাছের গোড়ায় জল জমতে দেবেন না। ফুলদানির জল তিন দিনের মধ্যেই বদলে দিন। বাড়িতে শিশু ও পোষা প্রাণী থাকলে রাসায়নিক সার এবং মাকড়নাশক স্প্রে ব্যবহার নাকরাই ভালো। চায়ের পাতা সার হিসাবে ব্যবহার করলে ভালো হয়।

তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলার জন্য ইমু বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ শ্রাবণী মেলা শুরু হওয়ার সাথে সাথে সারা বাংলা জুড়ে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী শিবের মন্দিরে জলাভিষেকের জন্য ভিড় করে। পশ্চিমবঙ্গের তারকেশ্বর শিব মন্দিরের জন্য বিখ্যাত এবং শ্রাবণী মেলার সময় তীর্থযাত্রীদের সাথে প্লাবিত হয়। পূর্ব রেল তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তারকেশ্বর স্টেশনে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতিরিক্ত ১২টি কাউন্টার এবং ০৪টি এটিভিএম চালু করা হয়েছে যার লক্ষ্য টিকিট প্রক্রিয়া সহজতর করা এবং সমস্ত ভক্তদের জন্য একটি নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা। তারকেশ্বরের সুযোগ-সুবিধাও বাড়ানো হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের প্রয়োজন বিবেচনায়, পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগ অতিরিক্ত ছয় (৬) জোড়া ইমু স্পেশাল

চালাবে যা তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলা চলাকালীন সমস্ত রবিবার, সোমবার এবং অন্যান্য উৎসব দিবসে হাওড়া-তারকেশ্বর বিভাগে চলবে। ভগবান শিবের জলাভিষেকের সুবিধার্থে হাওড়া থেকে তারকেশ্বরে তীর্থযাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য, ইএমইউ বিশেষ ট্রেনগুলি হাওড়া থেকে যথাক্রমে ০৪.০৫ এবং ১২.৫০ মিনিটে ছেড়ে যাবে। একইভাবে, শিব দর্শনের পরে, ভক্তদের হাওড়ায় ফিরিয়ে আনতে, ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি যথাক্রমে ১০.৫৫ এবং ২১.১৭ মিনিটে তারকেশ্বর ছেড়ে যাবে। এছাড়াও, শেওড়াফুলির গুরুত্বকে বিবেচনায় রেখে যেখান থেকে পবিত্র গঙ্গার জল সাধারণত জলাভিষেকের জন্য তারকেশ্বরে নিয়ে যাওয়া হয়, পূর্ব রেলওয়ে শেওড়াফুলি এবং তারকেশ্বরের মধ্যে ইমু স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে। শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর ইএমইউ স্পেশালটি যথাক্রমে ০৬.৫৫, ০৯.২০, ১৬.২০ এবং ১৯.৪০ মিনিটে শেওড়াফুলি থেকে ছাড়বে। বিপরীত দিকে, তারকেশ্বর-শেওড়াফুলি ইএমইউ স্পেশাল তারকেশ্বর থেকে ছাড়বে যথাক্রমে ০৫.৫৫, ০৮.১০, ১৪.৫০ এবং ১৮.৪০ মিনিটে। শ্রী কৌশিক মিত্র, মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক পূর্ব রেল জানিয়েছেন যে নিয়মিত ট্রেনগুলির পাশাপাশি, এই ইএমইউ বিশেষ ট্রেনগুলি তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলা চলাকালীন সমস্ত রবিবার, সোমবার এবং অন্যান্য উৎসব দিনগুলিতে স্বাভাবিক পরিষেবার পাশাপাশি চলবে অর্থাৎ ১৬.০৭.২০২৩, ১৭.০৭ তারিখে। ২৩.০৭.২০২৩, ২৪.০৭.২০২৩, ৩০.০৭.২০২৩, ৩১.০৭.২০২৩, ০৬.০৮.২০২৩, ০৭.০৮.২০২৩, ১৩.০৮.২০২৩, ১২.০৮.২০২৩, ১৪.২০৮, ১৪.২০৮, ২০২৩ ২০২৩, ২১.০৮.২০২৩, ২৭.০৮.২০২৩ , ২৮.০৮.২০২৩ এবং ৩১.০৮.২০২৩। এই বিশেষ ট্রেনগুলি চলার পথে সমস্ত স্টেশনে থামবে।

টিম হিসেবে কাজ করতে হবে বিবাদকে দূরে ঠেলে কেজরিওয়ালকে পাশে রেখে বললেন সাক্সেনা

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ঃ লালকেল্লা আগেই ছুঁয়েছিল। এ শুক্রবার সকালে সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে পৌঁছে যায় যমুনার জল। ডুবে গিয়েছে রাজঘাট এলাকাও। যার জেরে উদ্বিগ্ন দিল্লির প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে দিল্লির উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা বললেন, টিম হিসেবে কাজ করতে হবে আমাদের। শুক্রবার সকালে দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি কে সাক্সেনা এবং দুই মন্ত্রী অতীশি ও সৌরভ ভরদ্বাজ বিকাশ ভবন, আইটিও-তে জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। সেখানে ড্রেন রেগুলেটর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে উঠেছে। পরে সেখানে যান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও। ড্রেন রেগুলেটর যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই স্থান পরিদর্শন করেন কেজরিওয়াল। তিনি বলেন, বন্যা পরিস্থিতির কারণে পাম্প রুমে জল ঢুকেছে। চন্দ্রওয়াল, ওখলা ও ওয়াজিরাবাদে আমাদের ৩টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট যমুনার তীরে আছে, সেখানেও জল ঢুকে গিয়েছে এবং আমরা মেশিন চালাতে পারছি না। তাই জলস্তর নিচে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা মেশিনগুলি চালানো শুরু করতে পারব না। এদিনই বিবাদকে দূরে ঠেলে কেজরিওয়ালকে পাশে রেখে বললেন সাক্সেনা বলেন, একটি টিম হিসেবে কাজ করতে হবে আমাদের।

৬৬ হাজার ছাড়াল সেনসেক্স

মুম্বই, ১৪ জুলাই ঃ চাঙ্গা শেয়ার বাজার। শুক্রবার একদিনে ৫০২ সূচক বেড়ে ৬৬,০৬০.৯০ পয়েন্ট নিয়ে বন্ধ হল সেনসেক্স। আর ১৫০.৭৫ সূচক বেড়ে ১৯,৫৬৪.৫০ পয়েন্ট নিয়ে বন্ধ হয়েছে নিফটি। একদিনেই দুই লক্ষ কোটি টাকারও বেশি লাভ ঘরে তুলেছেন বিনিয়োগকারীরা। বৃহস্পতিবারই প্রথমবারের মতো সামান্য সময়ের জন্য ৬৬ হাজারের গণ্ডি টপকে গিয়েছিল সেনসেক্স। যদিও তা বেশিক্ষণ থিতু হয়নি। ৬৫ হাজার ৫৫৮ দশমিক ৮৯ সূচক নিয়ে বন্ধ হয়েছিল সেনসেক্স। এদিন সকালে ২১৭ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শুরু হয়েছিল লেনদেন। মাঝে কিছুটা নিম্নমুখি হলেও বেলা গড়াতেই ফের ঊর্ধ্বমুখী সূচক। চওড়া হতে থাকে বিনিয়োগকারীদের মুখের হাসি। ৬৬ হাজারের ঘরের কাছাকাছি দীর্ঘ সময় ধরে ঘোরাঘুরি করতে থাকে সেনসেক্স সূচক। শেষ পর্যন্ত বেলা তিনটের পরে শেয়ারবাজার বন্ধের খানিক আগেই ৬৬ হাজারর গণ্ডি পেরিয়ে যায়। এদিন শেয়ারবাজারের সর্বনিম্ন সূচক ছিল ৬৫,৬১০.৮২ পয়েন্ট। আর সর্বোচ্চ সূচক ছিল ৬৬,১৫৯.৭৯ পয়েন্ট। আগের দিনের চেয়ে ৫০২.১০ পয়েন্ট বেড়ে ৬৬ হাজার ৬০ দশমিক ৯০ সূচকে বন্ধ হয় সেনসেক্স। এদিন বাজারে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার শেয়ারগুলি লাভের মুখ দেখেছে।

সুরক্ষার উন্নয়নের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা নেওয়া একাধিক পদক্ষেপ অব্যাহত

মালিগাঁও, ১৪ জুলাই ঃ ২০২৩- এর জুন মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে একাধিক ট্র্যাক নবীকরণের কাজ ও অন্যান্য ট্র্যাক সুরক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে রেলওয়ে ট্র্যাকের উপযুক্ত

অবস্থা বজায় রাখা যায়। যার ফলে রেল যাত্রীদের উন্নত আরামের পাশাপাশি নিরাপদ ও সুরক্ষিত ট্রেন যাত্রার ব্যবস্থা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। ২০২৩-এর জুন মাসে ১১.৪২ ট্র্যাক কিলোমিটার থ্রু স্লিপার নবীকরণ সম্পন্ন করা হয়েছে, যার ফলে ৩০.৪৫ ট্র্যাক কিলোমিটার পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ঘটেছে। জুন, ২০২৩ মাসে ৫.২৫ টি সমতুল্য সেটের থ্রু টার্নআউট নবীকরণ সম্পন্ন করা হয়, যার ফলে সংশ্লিষ্ট মাসে ২২.২৫ সেট পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ঘটেছে। এছাড়াও, জুন, ২০২৩ মাসে ইউএসএফডি (আল্ট্রা সোনিক ফ্ল ডিটেকশন) প্রযুক্তি দিয়ে ১৭৩০.৯২ কিমি ট্র্যাক পরীক্ষা করা হয়েছে। ইউএসএফডি প্রযুক্তির দ্বারা ফাটলের মতো ত্রুটি শনাক্ত করা হয় এবং সুরক্ষার জন্য সময়মতো ত্রুটিযুক্ত রেল সরিয়ে ফেলা হয়। পাশাপাশি ২০২৩-এর জুন মাসে ০৩টি ইএসপি (ইঞ্জিনিয়ারিং স্কেল প্ল্যান) ও ১৮ টি সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে ৩৪২টি রেল জয়েংটের ওয়েল্ডিং করা হয়েছে, যার ফলে মোট ২৪০৫টি পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ঘটেছে। এর পাশাপাশি, এই সময়সীমার মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে বিভিন্ন ক্ষমতার ৬৮৪ টি সিগনালিং ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। নিয়মিত বিরতিতে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ করার ফলে ট্রেনের মসৃণ পরিচালনা সম্ভব হয়েছে এবং যাত্রীদের উন্নতমানের ভ্রমণ অভিজ্ঞতাও প্রদান করা হচ্ছে। রেলওয়ে ট্র্যাকের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থার উপর বর্ধিত গুরুত্ব প্রদান করার ফলে গতি বৃদ্ধি ও উন্নত ভ্রমণ অভিজ্ঞতার পাশাপাশি ট্রেনের নিরাপদ চলাচলও সম্ভব হয়েছে।

আহত মহিলা যাত্রীকে সাহায্য করল এক মেট্রো কর্মী

কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ আবারও মেট্রো যাত্রীদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে অন- ডিউটি মেট্রোর কর্মীরা! ১২.০৭.২০২৩ তারিখে প্রায় ১৭,১০ টায় অর্থাৎ পিক আওয়ারের সময়, প্রায় ৫৫ বছর বয়সী একজন মহিলা যাত্রী তার স্বামী এবং ছেলের সাথে মেট্রো পরিষেবা পেতে কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে এসেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত সে এসকেলেটরে খারাপ পড়েছিল এবং তার নিতম্ব এবং হাঁটুতে আঘাত পেয়েছিল। তার অবস্থা দেখে কর্তব্যরত মেট্রো কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তারা তাকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। কিছুক্ষণ পরে, পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাকে একটি স্ট্রেচারে গেট নং-১ এ নিয়ে আসা হয় এবং তারপরে একটি ট্যাক্সিতে করে এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। তিনি এবং তার পরিবারের সদস্যরা তাদের সময়মত সাহায্যের জন্য মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জম্মু ও কাশ্মীরে পরিযায়ীদের ওপর হামলা অত্যন্ত দুঃখজনক ঃ গুলাম নবী আজাদ

শ্রীনগর, ১৪ জুলাই ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আজাদ পার্টির সভাপতি গুলাম নবী আজাদ। তিনি দাবি করেছেন, জঙ্গিরাই এই হামলা চালিয়েছে। একইসঙ্গে গুলাম নবী আজাদ বলেছেন, কেন্দ্রের দায়িত্ব নেওয়া উচিত এবং জনগণকে ক্রমাগত এই ধরনের আচরণের নিন্দা করা উচিত।' উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরে আবারও সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় ৩ জন পরিযায়ী শ্রমিককে লক্ষ্য করে গুলি চালায় সন্ত্রাসবাদীরা। সকলেই বিহারের সুপৌল জেলার বাসিন্দা। রাত ৮.৪৫ মিনিট নাগাদ শোপিয়ান জেলার গাগরেন গ্রামে সন্ত্রাসীরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ওই ৩ পরিযায়ী শ্রমিক হলেন-অনমোল কুমার, পিন্টু কুমার ঠাকুর ও হিরালাল যাদব। এই হামলার তীব্র নিন্দা করে শুক্রবার রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আজাদ পার্টির সভাপতি গুলাম নবী আজাদ বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে অনেক অ-স্থানীয় মানুষজন কাজ করেন... এটা দুর্ভাগ্যজনক যে তাঁদের ওপর হামলা হচ্ছে... এই সবই জঙ্গিরা ঘটিয়েছে... এটা খুবই দুঃখজনক... কেন্দ্রের দায় নেওয়া উচিত এবং জনগণের উচিত ক্রমাগত এই ধরনের আচরণের নিন্দা করা।'

আত্মসম্মানের জন্য লড়াই করার চেতনা রাজস্থানের মানুষের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত ঃ রাষ্ট্রপতি

জয়পুর, ১৪ জুলাই ঃ আত্মসম্মানের জন্য লড়াই করার চেতনা রাজস্থানের মানুষের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবার রাজস্থান বিধানসভার সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি বলেন, রাজস্থানের জন্য এটা বিশেষ গর্বের বিষয় যে বর্তমান সংসদের উভয়কক্ষের সভাপতিত্ব করছেন রাজস্থান বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়করা। উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড় এবং লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা রাজস্থান বিধানসভার সদস্য ছিলেন। রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, রাষ্ট্রপতি ভবন নির্মাণে

ব্যবহৃত বেশিরভাগ পাথর রাজস্থান থেকেই গিয়েছিল। সুন্দরভাবে রাষ্ট্রপতি ভবন নির্মাণে রাজস্থানের অনেক কারিগরের কঠোর পরিশ্রম এবং দক্ষতা জড়িত। 'জয়পুর কলম' রাষ্ট্রপতি ভবনের আঙিনায় শোভা পাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, রাজস্থানের প্রেমময় মানুষজন অতিথিকে দেবতা হিসাবে বিবেচনা করার ভারতীয় চেতনার একটি খুব ভাল উদাহরণ উপস্থাপন করে। রাজস্থানের জনপ্রিয় গান 'পাধারো মারে দেশ'-এ প্রকাশিত আতিথেয়তার চেতনা এখানকার মানুষজন মানিয়ে নিয়েছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, আত্মসম্মানের জন্য লড়াই করার চেতনা রাজস্থানের মানুষের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত। এই অনুভূতিই রাজস্থানের গৌরবময় ইতিহাসের ভীত। উপজাতি সহ রাজস্থানের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ দেশপ্রেমের অনন্য উদাহরণ পেশ করেছে।

বাস্তিল দিবসের সাক্ষী প্রধানমন্ত্রী মোদী, ইমানুয়েলের সঙ্গে বসে উপভোগ করলেন কুচকাওয়াজ

প্যারিস, ১৪ জুলাই ঃ ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, ফ্রান্সের ফার্স্ট লেডি ব্রিজিট ম্যাক্রোঁ ও ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এলিজাবেথ বর্নি-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে বাস্তিল দিবসের কুচকাওয়াজের সাক্ষী হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১৪ জুলাই, বাস্তিল দিবস, যা ফ্রান্সের জাতীয় দিবস। শুক্রবার সকাল থেকেই প্যারিসের রাস্তায় সেনাবাহিনীর কর্মী এবং যানবাহন টহল দিতে শুরু করে দিয়েছিল। ফ্রান্সের জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের মত এই বছরেও শুরু হয় বাস্তিল দিবস প্যারেড। ফ্রান্সের জাতীয় দিবসের এই প্যারেডে অংশ নিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ভারতীয় নৌবাহিনী এবং বায়ুসেনার দল। এই বারের বাস্তিল দিবসের বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, ফ্রান্সের ফার্স্ট লেডি ব্রিজিট ম্যাক্রোঁ ও ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এলিজাবেথ বর্নি-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে বাস্তিল দিবসের কুচকাওয়াজের সাক্ষী হন। ফরাসি ফার্স্ট লেডি ব্রিজিট ম্যাক্রোঁ এবং ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এলিজাবেথ বোর্ন প্যারিসে বাস্তিল ডে প্যারেডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানান। ফরাসি ফার্স্ট লেডি ও অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, প্যারিসে বাস্তিল ডে প্যারেডে ফ্লাইপাস্টে ভারতীয় বায়ুসেনার রাফাল যুদ্ধবিমান অংশ নেয়। প্যারিসের আকাশে ভারতের রাফালকে উড়তে দেখেন প্রধানমন্ত্রী ও করতালি দিয়ে অভিবাদন জানান।

সুপ্রিম কোর্টেও গড়াল জল! বন্যায় নাজেহাল দিল্লিবাসী

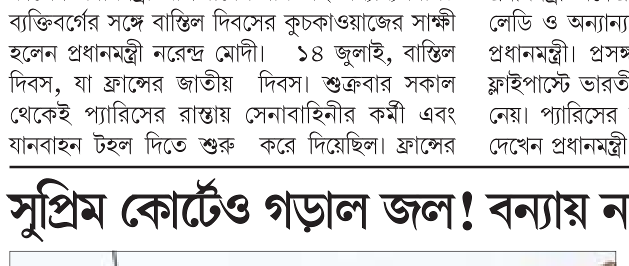

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ঃ বন্যায় ভাসছে দেশের রাজধানী। একটানা বৃষ্টিতে ভয়াবহ অবস্থা হয়েছে যমুনা নদীর। সেখানকার জলস্তর বেড়ে প্লাবিত হয়েছে দিল্লির বিস্তীর্ণ এলাকা। ইতিমধ্যেই দিল্লি সরকার স্কুল, কলেজ, জল পরিশোধন কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। যমুনার জল পৌঁছে গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের কাছেও। সুপ্রিম কোর্টের আশপাশের রাস্তা রীতিমতো জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। মামলা নয়, বন্যার জল গড়িয়ে পৌঁছে গেল সুপ্রিম দোরগোড়ায়। জানা গিয়েছে, সকাল ৬ টায় যমুনার জলস্তর ছিল ২০৮.৪৬ মিটার। যা বৃহস্পতিবার রাতের থেকে একটু কম। বৃহস্পতিবার রাতে তা ছিল ২০৮.৬৬ মিটার। বেলা গড়ালে জলস্তর আর একটু কমবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে জলস্তর এখনও বিপদসীমার উপরেই বইছে বলে জানা গিয়েছে। দেশের শীর্ষ আদালত মধ্য দিল্লির তিলক মার্গ এলাকায় অবস্থিত। সুপ্রিম কোর্ট সংলগ্ন মথুরা রোড, ভগবান দাস রোড এলাকা এখন জলের তলায়। রাজঘাটও জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী-সহ বিভিন্ন দফতরের অফিস এলাকাও জলমগ্ন। ইতিমধ্যেই ১৬ জুলাই অবধি সেখানকার সমস্ত স্কুল, কলেজ বন্ধ রাখার ঘোষণা হয়েছে। অত্যাবশ্যক নয়, এ রকম পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। এমনকি মালবাহী গাড়ির চলাচলেও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। যমুনার জল ঢুকে দিল্লির বিভিন্ন জল পরিশোধন কেন্দ্র জলের তলায় চলে গিয়েছে। বেশ কয়েকটি প্ল্যান্ট ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর জেরে পানীয় জল সরবরাহে সমস্যা তৈরি হয়েছে। অনেক অফিস তাঁদরে কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জরুরি প্রয়োজন ছাড়া দিল্লিবাসীকে বাড়ি থেকে বেরতে নিষেধ করেছেন। বন্যা প্লাবিত দিল্লিতে ত্রুটি যুক্ত ইলেকট্রিক পোল থেকে বিদ্যুতের শক লাগার ঘটনাও ঘটেছে। এমনকি শবদাহ কেন্দ্র জলের তলায় চলে গিয়েছে। নিগমবোধ শ্মশান ঘাটে দাহ করতে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। সব মিলিয়ে জলযন্ত্রণায় নাজেহাল দিল্লিবাসী।

ভারতের মতো বড় দেশে সমবায় আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঃ শাহ

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ঃ ভারতের মতো একটি বড় দেশে, যেখানে ৬৫ কোটি কৃষক এবং সংযুক্ত জনসংখ্যা, তাই সমবায় আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করা, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, স্বচ্ছ করা এবং সমবায় আন্দোলন নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বললেন কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার নতুন দিল্লিতে প্রাইমারি এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি (পিএসিএস) কৃষক উৎপাদক সংস্থা (এফপিও) হিসাবে জাতীয় মেগা কনক্লেভে কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর কৃষকদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এই রকম একটি পদক্ষেপ ছিল কৃষক উৎপাদক সংস্থা (এফপিও)। কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, আগামী দিনগুলিতে, আরও বেশি সংখ্যক প্রাইমারি এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটিকে কৃষক উপাদক সংস্থা-এর দিকে ঝুঁকতে হবে... যদি প্রাইমারি এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি, কৃষক উপাদক সংস্থা-তে যেতে চায়, তাহলে এনসিডিএস এবং জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলি তাদের সাহায্য করবে। এফপিও-তে যেতে পিএসিএস-এর কোনও সীমাবদ্ধতা নেই।

অর্থ ও পরিকল্পনা দফতর পেলেন অজিত, খাদ্য ও নাগরিক সরবরাহ মন্ত্রী ছগন

মুম্বই, ১৪ জুলাই ঃ মন্ত্রিত্ব বন্টন হয়ে গেল মহারাষ্ট্রে। মহারাষ্ট্রের অর্থ ও পরিকল্পনা দফতরের মন্ত্রী করা হয়েছে নবনিযুক্ত উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারকে। খাদ্য ও নাগরিক সরবরাহ মন্ত্রক পেলেন মন্ত্রী ছগন ভুজবল। বেশ কিছু দিন আগেই মহারাষ্ট্র রাজনীতিতে আলোড়ন ফেলে দেন অজিত পাওয়ার। এনসিপি-কে বড়সড় ধাক্কা দিয়ে মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হন অজিত পাওয়ার। মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন ছগন ভুজবল। এবার শুক্রবার মন্ত্রিত্ব বন্টন হয়ে গেল মহারাষ্ট্রে। মহারাষ্ট্রের অর্থ ও পরিকল্পনা দফতরের মন্ত্রী করা হয়েছে নবনিযুক্ত উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারকে। খাদ্য ও নাগরিক সরবরাহ মন্ত্রক পেলেন মন্ত্রী ছগন ভুজবল।

Name Change

I, SEIKH MOHIDUL HAQUE is wrongly recorded in my Son's Passport no- M3324119, S/o- ALAUDDIN SK. Residing at Vill - Sundarpur, Post- Shankarpur, Ps- Khargram, Dist- Murshidabad, Pin- 742159, West Bengal. Shall henceforth be known as MOHIDUL SK. That my name MOHIDUL SK and SEIKH MOHIDUL HAQUE is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, KHALIL SK is wrongly recorded in my Son's Passport, S/o- RUPCHAND SEIKH. Residing at Vill - Debkunda, Post- Debkunda, Ps- Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742133, West Bengal. Shall henceforth be known as SEIKH KHALILUR. That my name SEIKH KHALILUR and KHALIL SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, UJJWAL KUMAR BHADRA S/o- HARIPADA BHADRA, Residing at Vill - Manaskamana Pally, Post- JhalJhalia, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732102, West Bengal. That my name UJJWAL KR BHADRA and UJJWAL BHADRA is wrongly recorded in my Daughter Passport No- L2001824 and School Certificate, Shall henceforth be known as UJJWAL KUMAR BHADRA. That my name UJJWAL KUMAR BHADRA and UJJWAL KR BHADRA and UJJWAL BHADRA is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, RANAJIT DEY S/o- NANIGOPAL DEY, Residing at Vill - Sakonpara, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. That my name RANAJIT DATTA is wrongly recorded in my Wife Passport No- X6423885, Shall henceforth be known as RANAJIT DEY. That my name RANAJIT DEY and RANAJIT DATTA is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MOSAREF MONDAL and MUSARAF MONDAL is wrongly recorded in my Son's Passport No- L8038569 and School Certificate, S/o- SAIDABAKS MONDAL. Residing at Vill - Bagdiya, Post- Daluabari, Ps- Dhantala, Dist- Nadia, Pin- 741501, West Bengal. Shall henceforth be known as MOSSAREF MONDAL. That my name MOSSAREF MONDAL and MOSAREF MONDAL and MUSARAF MONDAL is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SOMA DATTA BANIK W/o- SOUMITRA BANIK, Residing at Vill - Subhash Pally, Po- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. That my name SOMA BANIK and SOMASREE DUTTA BANIK is wrongly recorded in my Daughter Birth Certificate and School Certificate, Shall henceforth be known as SOMA DATTA BANIK. That my name SOMA DATTA BANIK and SOMA BANIK and SOMASREE DUTTA BANIK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, RUKSENA BEGAM W/o- MATAHARUL ISLAM KHAN, Residing at Vill - Nijgaon Post- Araidanga, Ps- Pukhuria, Dist- Malda, Pin- 732214, West Bengal. That my name RUKSENA BEGUM is wrongly recorded in my Aadhaar Card No- 772130787804, Shall henceforth be known as RUKSENA BEGAM. That my name RUKSENA BEGAM and RUKSENA BEGUM is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

পথ অবরোধ বাসিন্দাদের, বৃষ্টির জল বাড়ির ভিতরে ঢুকে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৪ জুলাই ঃ বাড়ির ঘরের ভেতরে জল জল ঢুকে যাওয়ায় পথ অবরোধ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রোড। জল নিকাশী ব্যবস্থাকে যাই করে পথ অবরোধে শামিল এলাকার বাসিন্দারা। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সঞ্জয় নগর কলোনি এলাকায় বৃষ্টির কারণেবহু বাড়িতে এলাকার ড্রেন পরিষ্কার না করা দরুন জল ওভারফ্লো হয়ে বাড়িতে এবং ঘরে ঢুকে যাওয়ায় সকাল থেকে রাস্তা বন্ধ। চরম দুর্ভোগকে এলাকার বাসিন্দারা। বাধ্য হয়ে জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড় থেকে মাসকলাইবাড়ি যাওয়ার রাস্তা জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালের গেটের সামনে পথ অবরোধ করেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিতা রায়ত। এবই পাশাপাশি জলপাইগুড়ি পৌরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড জলমগ্ন। পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ড পরেশ মিত্র কলোনি করলা নদী সংলগ্ন এলাকায় জল ঢুকে যাওয়ায় সমস্যা বাসিন্দারা। সকাল থেকে এলাকা পরিদর্শনে কাউন্সিলর কৌশালী দাস। ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কৌশালী দাস জানান, জল ও শুকনো খাবারের পাশাপাশি কমিউনিটি হল ফ্লাট সেন্টার খুলে দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় পুড়লো তৃণমূল প্রার্থীর গোডাউন

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৪ জুলাই ঃ নির্বাচন শেষ হলেও, থামছে না হিংসার ঘটনা। এবার শিকার তৃণমূল প্রার্থী। বৃহস্পতিবার রাত দেড়টা নাগাদ তাদের নটকোনা দোকানের গোডাউনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। তৃণমূল প্রার্থী সেরিনা খাতুন জানান, বৃহস্পতিবার রাত দেড়টা নাগাদ নটকোনা দোকানের গোডাউনে পেট্রোল দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। তারফলে নটকোনা সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পাশাপাশি, তাঁর স্বামী রাজমিস্ত্রীর কাজের পাটা ছিল, তাও পুড়ে যায়। ভোটে হেরে যাওয়ার পর আতঙ্ক ছিল এলাকায়। তবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নির্দিষ্ট কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি তোলেন নি। সেরিনার মুখে চোখে ছিল আতঙ্ক। তৃণমূল প্রার্থী সেরিনা সুলতানা নির্দল প্রার্থী চাঁদ সুলতানার কাছে পরাজিত হন। তারপরই আতঙ্কে ছিলেন তিনি। দুস্কৃতী না কোনো দলের কাজ তদন্ত করে দেখুক পুলিশ বলে জানান তৃণমূল প্রার্থী। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

মালদার আবাসিক এলাকায় আগুনের জেরে আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ জুলাই ঃ আবার জনবহুল এলাকায় আগুন ঘিরে আতঙ্ক ছড়াল মালদার ইংরেজবাজার শহরে। শুক্রবার দুপুরে ইংরেজবাজার শহরের রবীন্দ্র এভিনিউ এলাকায় এক ইলেকট্রিক সামগ্রীর দোকানের উপরে আগুন লাগে। দোকানটির পাশে একাধিক বড় হোটেল রয়েছে। আগুন ছিল উদ্বিগ্ন শহরবাসী। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। তবে আগুনের মাত্রা বেশি থাকায় ভেতরে প্রবেশে বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। দুটি দমকল ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় প্রায় এক ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। এই বিষয়ে ইংলিশ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী জানান, খবর পাওয়া মাত্র তিনি ঘটনাস্থলে এসেছেন। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। আগুন প্রায় নিয়ন্ত্রণে। নিচে ইলেকট্রিকের দোকান ছিল। তবে তার ওপরে কারো বাসা বা দোকান নেই। সম্ভবত পুরনো কোন জিনিসপত্র মজুত ছিল সেখানে। অন্যদিকে নিচে থাকা ইলেকট্রিক দোকানের মালিক পূর্ণিমা চক্রবর্তী জানান, নিচে তার ইলেকট্রিক দোকান রয়েছে। উপরে সম্ভবত হারবালের দোকান ভাড়া নেওয়া ছিল।

হাতির হানায় মৃত হুলা পার্টির ২ সদস্য

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৪ জুলাই ঃ হাতির হানায় মৃত্যু মিছিল জঙ্গলমহলে জুড়ে অব্যাহত রয়েছে। কয়েক মাস ধরে হাতির দলের হানায় একাধিক ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। মারা গেছেন মহিলারাও, বাদ যায়নি হাতি তাড়ানোর কাজে যুক্ত হুলা পার্টির সদস্যরাও। বৃহস্পতিবার রাতে ঝাড়গ্রাম জেলার বন দফতরের লোধাশুলি রেঞ্জের বাঁশতলা এলাকায় ৩০ থেকে ৩৫ টি হাতির দলকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় একটি হাতির হানায় হুলা পার্টির দু'জনের মৃত্যু হয়। ঘটনায় সাতজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতেই আহতদের ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একের পর এক হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বন দপ্তরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ফুঁসছেন এলাকার মানুষজন। অভিযোগ, বিভিন্ন এলাকায় নাবালক ছেলেদের পয়সার লোভ দেখিয়ে মাস্টাররোলে পেমেন্ট করে হুলা পার্টির দলে ব্যবহার করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাত্রে যে দুজন মারা গিয়েছে তাদের প্রত্যেকের বয়স কম। মৃত দুজনের নাম তিলকা মুর্মু এবং গৌরাঙ্গ মাহাত। ওই ঘটনার ফলে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মৃত দু'জনের পরিবারে ও এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে মৃত দুই যুবকের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। শুক্রবার ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের পর ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশের পক্ষ থেকে দেহ দুটি তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের ডিএফও পঙ্কজ সূর্যবংশী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। তবে হাতি তাড়াতে গিয়ে হুলা পার্টির দুই সদস্যের মৃত্যুর ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন হুলা পার্টির অন্যান্য সদস্যরা।

উত্তর পূর্ব রেলের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালায়

গোরখপুর, ১৪ জুলাই ঃ রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে রেলের সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং অবৈধ পণ্য গ্রেপ্তার সহ যাত্রীদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালায়। একই ধারাবাহিকতায়, ১৩ জুলাই, ২০২৩ তারিখে, অপরাধ গোয়েন্দা শাখা ভাটনী এবং রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, দেওরিয়া সদরের তথ্যদাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, রেল সংরক্ষিত টিকিটের অবৈধ ব্যবসার সাথে জড়িত একজন ব্যক্তিকে ০৩টি সংরক্ষিত টিকিট সহ গ্রেফতার করা হয়। দেওরিয়া সদর স্টেশনের রিজার্ভেশন কাউন্টার। ১৩ জুলাই, ২০২৩-এ, বিভাগীয় নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, বারাণসী থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, মাউ দ্বারা ট্রেন নম্বর-১৫০০৮ থেকে যাত্রীর রেখে যাওয়া একটি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছিল। যাত্রীর উপস্থিতিতে তার হাতে ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়। ১২ জুলাই, ২০২৩-এ, ডিভিশনাল সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুম, বারাণসী, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, ছাপরা ট্রেন নম্বর-১২৫৩০ থেকে ছেড়ে যাওয়া এক যাত্রীর একটি ব্যাগ এবং ল্যাপটপ উদ্ধার করে। তার উপস্থিতিতে যাত্রীর হাতে ব্যাগ ও ল্যাপটপ হস্তান্তর করা হয়। ১৩ জুলাই, ২০২৩-এ, ডিভিশনাল সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুম, বারাণসী, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, আউন্ডিহার ট্রেন নম্বর-১৫০০৩ থেকে একজন যাত্রীর বাম ব্যাগ উদ্ধার করে। যাত্রীর উপস্থিতিতে তার হাতে ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়। ১৩ জুলাই, ২০২৩-এ রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, সীতাপুর প্ল্যাটফর্ম থেকে একজন যাত্রীর একটি মোবাইল উদ্ধার করেছিল। তার উপস্থিতিতে যাত্রীর হাতে মোবাইল তুলে দেওয়া হয়। ১৩ জুলাই, ২০২৩ তারিখে, বিভাগীয় নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, ইজ্জতনগর, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, এসকর্ট পার্টি ট্রেন নম্বর-১৫০৮৩ থেকে যাত্রীর রেখে যাওয়া একটি ব্যাগ উদ্ধার করে এবং ফারুখাবাদ পোস্টে জমা দেয়। যাত্রীর উপস্থিতিতে তার হাতে ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়।

পুনর্নির্বাচনে আরও খারাপ ফল হবে বিরোধীদের ঃ অধীর চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১৪ জুলাই ঃ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সামনে রেখে সিভিক আর হোমগার্ডকে দিয়ে ভোট লুঠ করা হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে। বাংলার মানুষের সঙ্গে প্রতারণা হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। তিনি আরও বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর রি-পোল করে সাধু সাজতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। অধীর চৌধুরী বলেন, পুনর্নির্বাচনে আরও খারাপ ফল হবে বিরোধীদের। কারণ পাবলিক আর ভোট দিতে যাবে না। কে যাবে শুধু শুধু মার খেতে? তৃণমূলের লোকেরা ভোট দিয়ে দেবে। তিনি বলেন, আমরা আদালতকে বোঝাতে পেরেছি মানুষের বিরুদ্ধে অন্যায় হয়েছে। তাই তাদেরকে আজ কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে। গুলি চালানোর ঘটনা কেন হল, সেটা আগে তদন্ত হওয়া দরকার। গুলি চালতে কারা বাধ্য করল, সেটাও তদন্ত হওয়া দরকার। একুশে জুলাই আসছে। দিদিভাই শহিদ দিবসের নামে বিজয় উৎসব করবেন, তা আমরা জানি। অধীর বলেন, শহিদ দিবসের নামে উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনায় মাততে দেখা যাবে তৃণমূলকে। দিদি আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন, ১৯৯৩ সাল থেকে শহিদ দিবস হয়ে চলেছে। আপনি তিনবার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেছেন। কিন্তু সেদিন যাদের জন্য শহিদ হতে হয়েছিল, সেই পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা হয়েছে কি? ভোট সন্ত্রাসে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও এদিন গর্জে ওঠেন অধীর চৌধুরী। তিনি বলেন, পুলিশ নিজে ফোন করে করে আমাদের দলের প্রার্থীদেরকে ধমকি দেওয়া শুরু করেছে। তৃণমূলের বোর্ড গঠন করতে কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থীদের তৃণমূলের যোগদান করার জন্য বলা হচ্ছে। এদিন সরকারি কর্মচারীদের পাওনা অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন অধীর। তিনি বলেন, মানুষের লক্ষ লক্ষ টাকা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বড়ো বড়ো আইনজীবীদের নিযোগ করছে। সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে।

বহরমপুরে পুনরায় নির্বাচন ইস্যুতে এমনই মত অধীর চৌধুরীর। অধীরের কথায়, সব নির্বাচন বাতিল করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর অধীনে নির্বাচন আলাদা জিনিস। কিন্তু তা না করে হাইকোর্টকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন এসেছে যে, আমরা কত আইন মেনে চলি, নিয়ম মেনে চলি। তাই রি-পোল করানো হল। আর রি-পোল করানো মানে পোলের থেকে বেশি ভোট পাবে তৃণমূল। আরও খারাপ রেজাল্ট হবে বিরোধীদের। এবার ভোটকে ঘিরে বেলাগাম সন্ত্রাস হয়েছে। অধীর চৌধুরী বলেন, কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মীর মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখের। কে মেরেছে এগুলো তদন্ত করা উচিত। সমস্ত দোষ কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপানো যাবে না। অধীর চৌধুরী বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বসিয়ে রেখে রাজ্যের বাহিনীকে দিয়ে নির্বাচন করাতে বাধ্য করা হয়েছে।

কাউন্টিং সেন্টারে হামলার ঘটনায় রায়গঞ্জের সাংসদ সহ বহু বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের বিডিওর

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ১৪ জুলাই ঃ রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজের কাউন্টিং সেন্টারে হামলার ঘটনায় রায়গঞ্জের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী, বিজেপি উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার, সহ সভাপতি নিমাই কবিরাজ এবং ১৬ নম্বর আসনের বিজেপি প্রার্থী বিভাষ বিশ্বাস সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন রায়গঞ্জ ব্লক নির্বাচনী আধিকারক তথা রায়গঞ্জের বিডিও শুভজিত মন্ডল। সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ৪৪৮, ৩৪১, ১৮৬, ৩৫৩, ৩৩২, ৩৪ IPC ধারায় সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, সরকারিকাজে বাধা দেওয়া, সরকারি কর্মীকে মারধর এবং সরকারি কাগজপত্র নষ্ট করার মামলা রুজু হয়েছে বলে জানা গেছে। রায়গঞ্জ ব্লকের নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সুব্রত মহন্ত জানিয়েছেন, নিম্নলিখিত অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও ১৪৪ ধারা জারি থাকা এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘেরাটপ টপকে কিভাবে প্রচুর সংখ্যক লোক এই কাউন্টিং সেন্টারে ঢুকে পড়ল সেই বিষয়ে বিএসএফের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডেন্টের কাছে কৈফয়ত তলব করা হয়েছে। সমগ্র বিষয় নিয়ে ব্লক প্রশাসনের কর্তারা নিরাপত্তা হীনতা বোধ করছে করছেন সুব্রতবাবু জানিয়েছেন। অন্যদিকে বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার জানিয়েছেন, ব্লক নির্বাচন আধিকারিকের দায়িত্বে থেকে তিনি যেই ধরনের অনিয়ম বেনিয়ম করেছেন তা তিনি করতে পারেন না। বিডিও আইনের হাত থেকে বাঁচতেই এধরনের মিথ্যা অভিযোগ করছেন। অভিযোগ, গননায় কারচুপির অভিযোগ তুলে গননা চলাকালীন বুধবার সকালে গণনা কেন্দ্রে ঢুকে বিডিওর ঘরে চেয়ার টেবিল ভাংচুর করে কার্যত তান্ডব চলে বিজেপির কার্য্যকর্তাদের। দেবশ্রী চৌধুরী ও জেলা সভাপতির উপস্থিতিতে ব্লক নির্বাচন আধিকারিককে মারধোর, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা হয় বলে অভিযোগ। তাদের আক্রমনে বিডিও শুভজিত মন্ডলকে রায়গঞ্জ গভ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে হয়েছিল। বর্তমানে তার শারিরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। তারপরই সাংসদ সহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার রাতে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বিডিও।

জায়গা নিয়ে বিবাদ, বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষে জখম দুই পক্ষের ৭ জন

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৪ জুলাই ঃ জায়গা নিয়ে বিবাদ। আর তাকে কেন্দ্র করে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষে জখম দুই পক্ষের ৭ জন। শুক্রবার দুপুর নাগাদ ঘটনাটি ঘটে কেশিয়াড়ির খাজরা ২ নম্বর অঞ্চলের নয়াগ্রাম এলাকায়। নয়াগ্রাম এলাকায় বিজেপি কর্মীর দোকানঘর ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে শাসকদল তৃণমূলের দিকে। অপরদিকে সম্পূর্ণ অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। শুক্রবার তৃণমূলের বেশ কয়েকজন গিয়ে বিজেপি কর্মীর দোকানঘর ভাঙচুরের সময় প্রতিবাদ করতে এলে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে বিজেপি-তৃণমূল। ঘটনায় আহত হয় উভয়পক্ষের ৭ জন। স্থানীয় বাসিন্দারাই তাঁদের উদ্ধার করে ভর্তি করান খাজরা গ্রামীণ হাসপাতালে। বিজেপির কর্মীর পরিবারের লোকের অভিযোগ, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ওই জায়গাতে বসবাস করেন। তাঁরা মূলতঃ ব্যবসাই করেন। তবে শুক্রবার তৃণমূলের বেশ কয়েকজন গিয়ে তাঁদের সেই দোকানঘরের উপর হামলা চালায়, ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। অপরদিকে তৃণমূলের অভিযোগ, খাস জায়গা জোর করে দখল করতে চেয়েছিলেন ওই বিজেপি কর্মী। আর তাতে বাধা দিয়েছিলেন গ্রামের বেশ কয়েকজন। তখনই তাঁদের উপর চড়াও হয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। সেই ঘটনায় আহত হন তৃণমূলের বেশ কয়েকজন কর্মী। পাশাপাশি এলাকার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি পুরো বিষয় ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। তবে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কেশিয়াড়ি পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাস্থল থেকে ৩ বিজেপি কর্মীকে আটক করেছে কেশিয়াড়ি থানার পুলিশ।

তারাপীঠে স্কুলের পাশ থেকে উদ্ধার বোমা

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৪ জুলাই ঃ ভোট মিটেছে। গণনাও মিটেছে। কিন্তু আতঙ্কের পরিবেশ যেন কাটছে না। নির্বাচন পরবর্তী অশান্তির পূর্ব অভিজ্ঞতা তো রয়েছেই বাংলায়। আর এসবের মধ্যেই বোমা উদ্ধার বীরভূমে। শুক্রবার সকালে তারাপীঠ থানার পরুন গ্রাম থেকে পাওয়া যায় তাজা বোমা। এলাকার একটি হাইস্কুলের পাশে পুকুর ধারে দুই ব্যাগ ভর্তি তাজা বোমা পাওয়া যায়। ঘটনায় ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম সাজের আলি। এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবেই পরিচিত সাজের। শুক্রবার সকালে গ্রামবাসীরাই প্রথম বোমাগুলি দেখতে পান। পুকুর পাড়ে দুটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় গ্রামবাসীদের। এরপর ব্যাগের মধ্যে উঁকি মারতেই একেবারে চক্ষু চড়কগাছ স্থানীয় বাসিন্দাদের। দুই ব্যাগে ঠাসা তাজা বোমা। তাঁরা খবর দেন তারাপীঠ থানায়। পুলিশকর্মীরাও তৎপরতার সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। বোমাভর্তি ব্যাগগুলি যেখানে পড়ে ছিল, সেই জায়গাটি ঘিরে ফেলে পুলিশ। খবর পাঠানো হয় বম্ব স্কোয়াডেও। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, দুটি ব্যাগ মিলিয়ে আনুমানিক ১২-১৫ টি বোমা ছিল। যদিও বোমার সঠিক সংখ্যা এখনও জানা যায়নি। এদিকে বোমা উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায় তারাপীঠ থানার পুলিশকর্মীদের। দ্রুত তদন্ত শুরু করে। পুকুর পাড়ে বোমা রাখার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুপুরেই সাজের আলি নামে এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি কী উদ্দেশে এতগুলি বোমা স্কুলের ধারে মজুত করে রাখা হয়েছিল, সেই প্রশ্নের উত্তরও খুঁজছেন পুলিশকর্মীরা। এদিকে স্কুলের একেবারে পাশেই বোমা উদ্ধারের ঘটনায় এলাকাবাসীদের মনে নতুন করে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। বোমা উদ্ধারের ঘটনায় তৃণমূল কর্মীর গ্রেফতারি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতর। বিজেপির জেলা সহসভাপতি দীপক দাসের বক্তব্য, পুলিশ চাপে পড়েই গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে।

মরশুমের প্রথম ইলিশ উঠল দিঘায়, দাম মধ্যবিত্তের নাগালে

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১৪ জুলাই ঃ বাঙালি মানেই ভোজন রসিক। আর এই মরশুমে সকলেই অপেক্ষায় থাকেন ইলিশের। সেই ভোজনরসিক বাঙালির জন্য সুখবর। দিঘার বাজারে এল প্রচুর ইলিশ। শুক্রবার প্রায় ৪০ থেকে ৫০ টন ইলিশ এসেছে দিঘার মোহনার বাজারে। জানা গিয়েছে, সাত থেকে ১০ দিন আগে ট্রলারগুলি মাছ ধরতে বেরিয়েছিল সমুদ্রে। মাঝ সমুদ্রে ইলশেগুড়ি বৃষ্টি ও ইলিশের অনুকূল আবহাওয়ায় ইলিশ দেখা দিয়েছে বলে বলছেন মৎস্যজীবীরা। বেশ কিছু ট্রলার ইতিমধ্যে দিঘায় এসে ঠেকেছে। শুক্রবার প্রায় ৪০ থেকে ৫০ টন ইলিশ এসেছে দিঘার মোহনার বাজারে। সাইজ ও ওজন যথেষ্ট ভাল। ৫০০ থেকে ৭০০ গ্রাম ইলিশের দাম এখন ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা। ৭০০ থেকে এক কেজি ওজনের দাম ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা। আরও ট্রলার সমুদ্রে আছে, সেগুলো ফিরছে। খুব শীঘ্রই রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে আমদানি হয়ে যাবে দিঘার সুস্বাদু রূপোলি শস্যের। বিগত তিন বছর ধরে তেমন ভাবে দেখা মিলছিল না, ফলে দাম ছিল চড়া। এবার প্রচুর ইলিশের দেখা মেলায় ভোজনরসিক বাঙালির মুখে হাসি। মনে করা হচ্ছে, দামও থাকবে আয়ত্তেই।

ভাঙল চরতোর্ষা ডাইভারশন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৪ জুলাই ঃ প্রবল বৃষ্টিতে এবার ভাঙল নির্মীয়মাণ মহাস।কের চরতোর্ষা ডাইভারশন। বৃহস্পতিবার বিকেলে জলে ডুবে যায় এই ডাইভারশন। শুক্রবার সকালে চরতোর্ষা নদীর জলস্তর কিছুটা কমতেই ডাইভারশনের কঙ্কালসার চেহারা প্রকট হয়। গত বুধবারই বুড়িতোর্ষা ডাইভারশন ভেঙেছে। শুক্রবার থেকেই শুরু হল কলেজের পরীক্ষা। তাই কালীপুর, বংশীধরপুর, শিশাগো। সহ বিস্তীর্ণ এলাকার পড়ুয়াদের এদিন চরম ভোগান্তিতে পড়তে হল। কারণ বুড়িতোর্ষা ও চরতোর্ষা ডাইভারশন ভেঙে যাওয়ায় ফালাকাটা- আলিপুরদুয়ার পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। সড়ক পথে যান চলাচল বন্ধ। বংশীধরপুরের পড়ুয়াদের একাংশ ফালাকাটা কলেজে পড়েন। এদিন সকাল সাড়ে দশটা থেকে কলেজে পরীক্ষা শুরু হয়। এজন্য ওই পড়ুয়ারা আড়াই-তিন ঘণ্টা আগেই বাড়ি থেকে বের হন। অটো, টোটোর মতো ছোট গাড়িতে করে কলেজে আসতে হয়। যদিও নদীর জল আরও কিছুটা কমলেই দুটি ডাইভারশন দ্রুত সারাই করা হবে বলে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

বিস্ফোরণে মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ জুলাই ঃ মালদার কালিয়াচক বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণ । জানা যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত এক জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম মুকলেসুর রহমান (৩১)। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আবার আহত অবস্থাতেই অনেকে পালিয়ে গিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, বৃহস্পতিবার রাতে কালিয়াচকের চাঁদপুর গ্রামে আচমকাই বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান গ্রামাবাসীরা। এরপর দেখেন একটি পরিত্যক্ত বাড়ির ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। বিস্ফোরণের আঘাতে দেওয়াল ভেঙে গিয়েছে বাড়ির। দূরে রক্তাক্ত অবস্থায় ছিটকে পড়েছিলেন কয়েকজন।

ভাতারে বেপরোয়া অ্যাম্বুল্যান্স প্রাণ কাড়ল তিন জনের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৪ জুলাই ঃ পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের নতুনগ্রাম এলাকায় বর্ধমান- বোলপুর ২বি জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিনজনের। জখম হয়েছেন আরও পাঁচজন। শুক্রবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে । জখমদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন দুপুরে রামপুরহাট হাসপাতাল থেকে রেফার হওয়া রোগী নিয়ে একটি অ্যাম্বুল্যান্স বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যাচ্ছিল। সেই সময় ভাতারের নতুনগ্রাম সংলগ্ন এলাকা আসতেই বেপরোয়া গতিতে থাকা অ্যাম্বুল্যান্সটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি বাইক ও সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মারে। পরে দুই পথচারীকে পিষে দিয়ে রাস্তার পাশে গিয়ে উল্টে যায় অ্যাম্বুল্যান্সটি। দুর্ঘটনায় অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা রোগী সহ মৃত্যু হয় সাইকেল ও বাইক আরোহীর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতরা হলেন, অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা রোগী অনন্ত লেট(৭০), সাইকেল আরোহী তাপস ঘোষ (২৬) এবং বাইক আরোহী আব্দুল রহিম (৩০)। তাপস ঘোষের বাড়ি ভাতারের নতুনগ্রাম আর বাইক আরোহী দু'জন বর্ধমানের আলমপুর এলাকার বাসিন্দা। দুর্ঘটনার জেরে এদিন বেশকিছুটা সময় ধরে যানজট তৈরি হয়ে থাকে বর্ধমান-বোলপুর ২বি জাতীয় সড়কে। ভাতার থানার পুলিশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে জেলার নাম উজ্জ্বল করছে উত্তর দিনাজপুরের আনারস

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৪ জুলাই ঃ উত্তরবঙ্গের চোপড়ার আনারস পারি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে। প্রতিবছর উত্তরবঙ্গের সুস্বাদু আনারস দিল্লি-পাঞ্জাব - হরিয়ানা সহ বিভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থেকে । প্রতিদিন চোপড়ার কাঁচা আনারস বড় বড় লরিতে করে পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে । তবে আগের মতো আর আনারস চাষ হচ্ছে না চোপড়া এলাকায় । চাষীরা জানান, আনারস চাষে রাসায়নিক সারের দাম অনেক বেড়ে যাওয়ায়, সেই মতো আনারসের দাম না পাওয়ার কারণে অনেক চাষী আনারস চাষ কমিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে চোপড়া এলাকার কাঁচা আনারস দিল্লি- লখনউ- হরিয়ানা- পাঞ্জাব সহ বিভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে লরিতে করে । আনারস চাষী শাবেদ আলম জানান, এবারে প্রতি কিলো আনারস বিক্রি হচ্ছে ১৩ থেকে ১৭ টাকা দরে। গতবারের তুলনায় এবার দাম বেশি থাকলেও চাষীদের খরচ বেড়ে যাওয়ায় খুব একটা লাভ থাকছে না বলে জানিয়েছেন আনারস চাষীরা। তাই ধীরে ধীরে চোপড়াতে আনারস চাষ কমে গেছে ।

জল বাড়তে শুরু করেছে করলা নদীর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৪ জুলাই ঃ গতকাল থেকেই অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়েই বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভবনা প্রবল হয়ে উঠছে ক্রমশই। পাহাড়ে ব্যাপক বৃষ্টির কারণে জলস্তর বাড়ছে তিস্তা, জলঢাকা, সহ বিভিন্ন পাহাড়ী নদী গুলোর, ইতিমধ্যেই তিস্তা ব্যারাজ থেকে ২৬৩৯.৪২ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালেও ভারী বৃষ্টির কবলে গোটা জলপাইগুড়ি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের পক্ষ থেকে তিস্তার অসুরক্ষিত এলাকায় লাল এবং সুরক্ষিত এলাকায় জারী হয়েছে হলুদ সংকেত বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া এন এইচ ৩১ জলঢাকা নদীর জন্য ও রয়েছে বিপদ সংকেত। সব নদীর জলস্তর বাড়তে থাকায় ক্রমশই জলপাইগুড়ি জেলা জুড়েই বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, বৃহস্পতিবার জেলার বানার হাট, এথেলবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের বহু এলাকায় প্লাবিত হয়েছে নদীর উপচে পরা জলের স্রোতে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **E.E. (C), Br.-V, KMC** invites e-tender online precentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-V/040/09/2023-2024
Name of work : **Relaying of kerb & channel at Shyama Charan Dey St., Patuatola Ln., Sitaram Ghosh St., Madhu Gupta Ln. etc. places in Ward No. 40**; Estimated cost : ₹ **2,99,408.39 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **24.07.2023 - 11 am**; Date and time of opening of tender : **26.07.2023 - 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **14.07.2023 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **E. E. (Civil)/Br.-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/021/S109/23-24/BUSTEE
Name of work : **Improvement of road surface at 18, 19 Jorabagan Street bustee area in Ward No. 21 under Br.-IV**; Estimated cost : ₹ **2,32,597.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,700.00**; Period of Completion : **25 Days.**
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/021/S106/23-24/R
Name of work : **Repairing of collapsed pit, catch pit, S.W. pipe at Mondal St., Darpanarayan Tagore St. and other places in Ward No. 21**; Estimated cost : ₹ **2,47,752.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of Completion : **30 Days.**
(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/025/007/2023-2024/D
Name of work : **Restoration of footpath at Rabindra Sarani and Vivekananda Road in Ward No. 025**; Estimated cost : ₹ **3,75,615.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,520.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **22.07.2023 - 11 am (For Sl. No. 1 to 3)**; The tender will be opened on : **24.07.2023 - 11 am (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **14.07.2023 (5.00 pm) (For Sl. No. 1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The **E.E.(C)/Br.-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/63/6/23-24/D (2nd Call)
Name of work : **Reastoration of footpath and other ancillary works disturbed by CESC Ltd. at Loudon Street, Shakespeare Sarani, Russel Street and its surroundings area in Ward No. 63**; Estimated cost : ₹ **2,00,733.95 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,050.00**; Period of Completion : **45 Days.**
(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/7/23-24/D (2nd Call)
Name of work : **Restoration of passage (Disturbed by CESC) at 7B, Tiljala Lane, 29A, Palm Avenue and its surrounding in Ward No. 65**; Estimated cost : ₹ **1,98,040.76 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **30 Days.**
(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/63/14/23-24/D (2nd Call)
Name of work : **Restoration of footpath and other ancillary works disturbed by JIO Digital Pvt. Ltd. at portion of Loudon Street, Rowdon Street, Short Street in Ward No. 63**; Estimated cost : ₹ **2,19,945.56 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,450.00**; Period of Completion : **45 Days**; Last date and time of submission of bid : **25.07.2023 upto 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3)**; Tender will be opened on : **27.07.2023 at 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **15.07.2023 at (18.55 hrs.) (For Sl. No. 1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The **E.E. (C), Br.-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/IX/078/026/2023-2024
Name of work : **Development of pathway of Sola-ana Burial Ground by laying paver block (Phase-IV) in Ward No. 78 under Br.-IX**; Estimated cost : ₹ **4,97,898.34 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **30 Days.**
(2) NIT No. : KMC/IX/078/028/2023-2024
Name of work : **Development of pathway of Sola-ana Burial Ground by laying paver block (Phase-III) in Ward No. 78 under Br.-IX**; Estimated cost : ₹ **4,98,176.97 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **30 Days.**
(3) NIT No. : KMC/IX/082/025/2023-2024/BUSTEE
Name of work : **Development of bustee passage at 17, Chetla Road, 29, Chetla Road, 3B, 21, P.G. Lane etc. in Ward No. 82**; Estimated Amount : ₹ **1,99,721.13 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **45 Days.**
(4) NIT No. : KMC/IX/082/029/2023-2024/BUSTEE
Name of work : **Development of bustee latrine at 17, 41, Chetla Road, 103, 113, 60, Rakhal Das Auddy Road, 3B, 21, Pitamber Ghatak Lane in Ward No. 82**; Estimated Amount : ₹ **1,99,817.45 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **60 Days.**
(5) NIT No. : KMC/IX/082/024/2023-2024/BUSTEE
Name of work : **Development of bustee passage at 10, Gobinda Auddy Road, 103, 60, Rakhal Das Auddy Road, 178, 162, P.M. Roy Road etc. in Ward No. 82**; Estimated Amount : ₹ **1,99,524.57 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **45 Days.**
(6) NIT No. : KMC/IX/082/028/2023-2024/BUSTEE
Name of work : **Development of bustee latrine at 9B, 12, Chetla Road, 178, P.M. Roy Road, 97, 103, Alipore Road, 48, J.M. Lane etc. in Ward No. 82**; Estimated Amount : ₹ **1,99,610.46 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **60 Days.**
(7) NIT No. : KMC/IX/080/021/2023-2024
Name of work : **Desilting of bustee sewer line and covered surface drain at Brace Bridge Bustee in Ward No. 80**; Estimated Amount : ₹ **1,49,514.15 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of Completion : **90 Days.**
(8) NIT No. : KMC/IX/080/024/2023-2024
Name of work : **Desilting of open surface drain along Southern Side of C.G.R. Road from 40, C.G.R. Road to 56, C.G.R. Road in Ward No. 80**; Estimated Amount : ₹ **1,49,505.48 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of Completion : **90 Days**; Last date and time of submission of bid : **26.07.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 6), 27.07.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 7 & 8)**; Tender will be opened on : **28.07.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 6), 31.07.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 7 & 8)**; The bid forms and other details are available on and from **15.07.2023 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2), 17.07.2023 (5 pm) (For Sl. No. 3 to 6), 18.07.2023 (5 pm) (For Sl. No. 7 & 8)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 8).**

The **E.E. (Civil), Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/086/012/2023-2024/D
Name of work : **Restoration of footpath at 57/1/A Purna Das Rd., 47A Gariahat Rd., 4 Dover Ln., 63 Hindustan Park etc. disturbed by CESC and Natural Wear & Tear in Ward No. 086**; Estimated cost : ₹ **2,98,786.86 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **60 Days**; Last date and time of submission of bid : **27.07.2023 - 12 Noon**; Date of opening of tender : **31.07.2023 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **18.07.2023 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **E.E. (Civil), Br.-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/XIII/117/006/23-24 (1st Call)
Name of work : **Restoration of C.C. pavement due to laying of under ground sewer at 313, Roy Bahadur Road and 26/59 T.C. Road in Ward No. 117**; Work Value : ₹ **2,03,640.45**; Earnest Money : ₹ **4,100.00**; Period of Completion : **21 Days**; Last date and time of submission of bid : **26.07.2023 upto 11 am**; Tender will be opened on : **28.07.2023 - 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **18.07.2023 (From 5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **E.E. (Civil), Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/XIV/128/009/23-24/R (1st Call)
Name of work : **Construction of UG sewer line at Benimaster Lane bye lane near Pr. No. 310 in Ward No. 128**; Work Value : ₹ **2,96,885.91**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **25 Days**; Last date and time of submission of bid : **26.07.2023 upto 11 am**; Tender will be opened on : **28.07.2023 - 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **18.07.2023 (From 5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

433/23-24

আইসিসি থেকে বিসিসিআই-এর আয় বেড়েছে ৭২ শতাংশ

ডারবান, ১৪ জুলাইঃ দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে বার্ষিক সভা শেষে আইসিসি বৃহস্পতিবার যে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল, সেখানে আগামী চার বছরের জন্য লভ্যাংশ বণ্টন চূড়ান্ত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। তবে কোন দেশ কত পাবে, সেটা স্পষ্ট করা হয়নি। এবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নথিপত্রের সূত্র বলছে, সর্বশেষ চক্রের চেয়ে ৭২ শতাংশ লভ্যাংশ বেড়েছে বিসিসিআইয়ের। আইসিসির সর্বশেষ চক্রে ২২ দশমিক ৪ শতাংশ লভ্যাংশ পেয়েছিল ভারতীয় বোর্ড। ২০২৪-২৭ মেয়াদে তা ৩৮ দশমিক ৫ শতাংশে দাঁড়াচ্ছে। আর কোনও ক্রিকেট বোর্ড দুই অঙ্কের লভ্যাংশ পাচ্ছে না। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এবং ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) তৃতীয় সর্বোচ্চ লভ্যাংশ পাচ্ছে। লভ্যাংশ ভাগাভাগির নতুন আর্থিক মডেলের খবর গত মে মাসেই প্রকাশ করেছিল ক্রিকইনফো। সামনের চক্রে ৬০ কোটি ডলার আয়ের প্রাক্কলন করে হিসাবটি তৈরি করেছিল আইসিসি। তবে এ নিয়ে পিসিবিসহ কয়েকটি বোর্ড নিজেদের লভ্যাংশের ভাগ পুনর্বিবেচনার আবেদন জানায়। আইসিসি বোর্ডসভায় সেটি কতটা কার্যকর হয়েছে জানা যায়নি। তবে বিসিসিআইয়ের লভ্যাংশ খসড়া অনুযায়ীই চূড়ান্ত হয়েছে বলে দাবি করেছে ক্রিকবাজ। সংবাদমাধ্যম বিসিসিআই থেকে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাগুলোকে পাঠানো মেইল দেখেছে। মেইলে বিসিসিআই সচিব

জয় শাহ লিখেছেন, 'আইসিসি বোর্ডসভায় অনুমোদিত নতুন রাজস্ব বণ্টন মডেলে ৩৮ দশমিক ৫ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে বিসিসিআই। আপনারা জানেন আগের চক্রে ভারতের ভাগ ছিল ২২ দশমিক ৪ শতাংশ, যা এখন ৩৮ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, বেড়েছে ৭২ শতাংশের কাছাকাছি। এই অর্জন আমাদের সব রাজ্য অ্যাসোসিয়েশন এবং আমার বিসিসিআই সহকর্মীদের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফসল।' ভারতীয় বোর্ড আগামী চার বছরে ৬০০ মিলিয়ন ডলারের থেকে অন্তত ২৩০ মিলিয়ন ডলার বার্ষিক আয় করবে বলে আশা করা হচ্ছে। যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। বিসিসিআইয়ের বেশি অর্থ পাওয়ার মূলে আছে আইসিসির সঙ্গে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ডিজনি স্টারের নতুন সম্প্রচার চুক্তি। সামনের চার বছরের জন্য মিডিয়াস্বত্ব বাবদ আইসিসিকে ৩ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার দেবে ডিজনি। এটি সর্বশেষ চক্রের তুলনায় তিন গুণ বেশি। সর্বশেষ আট বছরে মিডিয়াস্বত্ব থেকে মাত্র ১ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার পেয়েছে আইসিসি। খসড়া অনুসারে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট বোর্ড আইসিসির আয়ের ৬ দশমিক ৮৯ শতাংশ তথা ৪ কোটি ১৩ লাখ মার্কিন ডলার পাওয়ার কথা, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) ভাগে যাওয়ার কথা ৬ দশমিক ২৫ শতাংশ, অর্থাৎ ৩ কোটি ৭৫ লাখ ডলারের বেশি। বিসিসিআই, ইসিবি ও সিএর পর ৫ শতাংশের বেশি আয় করা চতুর্থ বোর্ড পিসিবি। পাকিস্তানের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ পেতে যাচ্ছে ৩ কোটি ৪৫ লাখ ডলারের (৫ দশমিক ৭৫ শতাংশ) বেশি। অন্যদের মধ্যে নিউজিল্যান্ডের এনজেডসি প্রায় ২ কোটি ৮৩ লাখ ৮০ হাজার, শ্রীলঙ্কার এসএলসি ২ কোটি ৭১ লাখ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিডব্লিউআই ২ কোটি ৭৫ লাখ ডলার পাবে। পূর্ণ সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে কম পাবে আফগানিস্তান, ১ কোটি ৬৮ লাখ ডলার (২ দশমিক ৮০ শতাংশ)। আর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পাওয়ার কথা ৪ দশমিক ৪৬ শতাংশ-২ কোটি ৬৭ লাখ ডলার। অবশ্য এই বোর্ডের ক্ষেত্রে খসড়ার অঙ্ক চূড়ান্ত অনুমোদনেও একই আছে কি না, নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ভিসা আবেদন ইস্টবেঙ্গলের কোচ ও বিদেশিদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ কলকাতা লিগের প্রথম ম্যাচেই হোঁচট খেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। রিজার্ভ দলের জঘন্য পারফর্ম্যান্স দেখে আশঙ্কিত সমর্থকরাও। আদৌ সুপার সিক্সে উঠতে পারবে তো ইস্টবেঙ্গল? সিনিয়র দলের ফুটবলাররাও অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন। আপাতত সহকারী কোচ বিনো জর্জের অধীনেই প্র্যাক্টিস করছেন প্রভসুখন গিল, হরমনজ্যোৎ খাবরা, রাকিপরা। আগস্টেই শুরু ডুরান্ড কাপ। কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের প্রথম অ্যাসাইনমেন্টই হতে চলেছে সেনাদের এই টুর্নামেন্ট। কলকাতা লিগে রিজার্ভ দল খেললেও, ডুরান্ডে সিনিয়র দলের ফুটবলাররাই খেলবেন। রিজার্ভ দল থেকেও কয়েকজনকে নেওয়া হতে পারে। আইএসএলের প্রস্তুতি হিসেবেই ডুরান্ডকে দেখে নেবেন লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ। ভিসা সমস্যার করাণে এতদিন বলা যাচ্ছিল না কবে আসছেন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত আর

বিদেশি ফুটবলাররা। সেই সমস্যা অবশ্য এখন মিটে গিয়েছে। ভারতে আসার জন্য কোচ, বিদেশি ফুটবলারদের কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে ক্লাব। ভারতে আসার ভিসাও আবেদন করেছেন কুয়াদ্রাত। ভিসা হাতে পেলেই কলকাতায় চলে আসবেন লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ। বিদেশি ফুটবলাররাও একে একে শহরে চলে আসবেন। ইস্টবেঙ্গল আশাবাদী, সামনের সপ্তাহেই ভিসা পেয়ে যাবেন কোচ, ফুটবলাররা। সেক্ষেত্রে ডুরান্ডের এক সপ্তাহ আগেই হয়তো পুরোদমে অনুশীলনে নামতে পারে ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়র দল। ডুরান্ডে একই গ্রুপে আছে ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান। তাই লড়াইটা বেশ কঠিনই হতে চলেছে লাল-হলুদের জন্য। শেষ কয়েক বছর ডার্বি জেতেনি ইস্টবেঙ্গল। কুয়াদ্রাতের কাছে শুরুতেই যে কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে তা বলতে দ্বিধা নেই। এ দিকে ২২ তারিখ থেকে মোহনবাগানের সিনিয়র দলের অনুশীলন শুরু হতে পারে। ২০ তারিখের ভেতরেই মোহনবাগানের কোচ, বিদেশি ফুটবলাররা এক এক করে শহরে এসে যেতে পারেন। এ বারে মোহনবাগানের টিডি হয়েছেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। সবুজ-মেরুন সমর্থকদের নজর অবশ্যই থাকবে সেদিকে। এএফসি কাপে এ বার ভালো ফল করতে চায় মোহনবাগান। ডুরান্ডের মাঝেই রয়েছে এএফসি কাপ। গতবারের তুলনায় দল এ বার আরও শক্তিশালী। স্বাভাবিক ভাবেই মোহনবাগান দলকে ঘিরে প্রত্যাশাও অনেক বেশি।

পিএসজিকে 'আনফলো' করে মায়ামিতে শপিং করছেন মেসি

মায়ামি, ১৪ জুলাইঃ আর্জেন্টিনায় হলে পারতেন? সরাসরি 'না' তো বলা যায় না। তবে কাজটা যে খুব কঠিন হয়ে যেত, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি সেটা বার্সেলোনা শহরেও। আর্জেন্টিনা কিংবা বার্সেলোনায় তাঁর জনপ্রিয়তা নিয়ে তো কোনো প্রশ্ন চলে না। তাই পারিবারিক প্রয়োজনে সেটা বাজারঘাট হলেও মেসির জন্য তা করা খুব কঠিন। জনতা ছেঁকে ধরত। নিশ্চয়ই সেলফির ঝড়ও বয়ে যেত! মায়ামিতে তা নেই। সে জন্যই শান্তিতে একটু বাজারঘাট করতে পারছেন মেসি। গত বুধবার পরিবারসহ মায়ামিতে পাড়ি জমান মেসি। ইন্টার মায়ামির সঙ্গে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি সই করেননি, সেটা হয়ে যাবে শিগগিরই এবং বড় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে পরিচয়ও করিয়ে দেবে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) এই ফ্র্যাঞ্চাইজি দল। তার আগে মায়ামিতে সব গুছিয়ে পরিবার নিয়ে ধাতস্থ হওয়ার কাজটা শুরু করে দিয়েছেন আর্জেন্টাইন এই তারকা। সংসারের জিনিসপত্র কিনতে নিজেই গিয়েছিলেন সুপারমার্কেটে। সেখানে ঝুড়ি নিয়ে মেসির ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জিনিস কেনার ছবি ঘুরছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সেই ছবি দেখে আন্দাজ করে নেওয়া যায়, মায়ামিতে ইতিমধ্যেই মানিয়ে নিতে শুরু করেছেন মেসি। ফোর্ট লডারহিলের এক সুপারমার্কেটে মেসির ঝুড়ি নিয়ে বাজার করার ছবি ভাসছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিন সন্তান-থিয়াগো, মাতেও ও চিরো। শিশুখাদ্য সেরিল ও সাংসারিক অন্যান্য বাজার করেছেন মেসি। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম 'ক্লারিন' জানিয়েছে, ফোর্ট লডারহিলের একটি পাবলিক চেইনশপ সুপারমার্কেটে বাজার করেন গত ডিসেম্বরে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানো এই তারকা। একটু দূরেই ইন্টার মায়ামির স্টেডিয়াম। মেসির সঙ্গে মায়ামির আজই চুক্তির আনুষ্ঠানিকতা সেরে ফেলার কথা। ২১ জুলাই লিগস কাপে মেক্সিকান ক্লাব ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে মেসির

অভিষেক হবে যুক্তরাষ্ট্রের ঘরোয়া ফুটবলে। যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলপ্রেমীরা সুপারমার্কেটে মেসির সঙ্গে ছবিও তুলেছেন। ক্লারিন এ নিয়ে এক ভক্তের উদ্ধৃতি প্রকাশ করেছে। ছবি তোলার অনুরোধ শুনে মেসি নাকি 'প্রথমে একটু হতাশ হয়েছিলেন'। কিন্তু না করেননি। কিছুক্ষণ পরই হাসিমুখে ছবি তুলেছেন। গত বুধবার রাতেও পরিবারকে নিয়ে রাতের খাবার খেতে বের হয়েছিলেন মেসি। এই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জো, বাবা জর্জ মেসি এবং তিন সন্তান। সেদিন ক্যাফে প্রিমেরা পাস্তায় গিয়েছিলেন মেসি। সেখানে দোকানের মালিক জেরার্দো চেয়ার সঙ্গে তাঁর জন্মদিন পালন করেন। ক্যাফেতে মেসির পরিবারের বসার জন্য আলাদা জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেদিন মেসি ও তাঁর সন্তান চিরো গিটারও নাড়াচাড়া করেন কিছুক্ষণ। শুধু কি তা-ই, সেখানে এক ভক্ত মেসির গালে চুমুও দিয়েছিল। ক্লারিন জানিয়েছে, প্যারিসের জীবন পেছনে ফেলে মেসি এখন মায়ামিতে সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছেন। মায়ামির জীবনব্যবস্থায় তাঁকে সুখী বলেই মনে হচ্ছে। আর্জেন্টিনা ও বার্সেলোনার রাস্তায় তো হাঁটতেও বের হতে পারতেন না! কিন্তু মায়ামিতে আর দশজন নাগরিকের মতোই সাধারণভাবে জীবন কাটাতে শুরু করেছেন সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার। আর এ পথে ভুলতে শুরু করেছেন তাঁর সর্বশেষ ক্লাব পিএসজিকে। কীভাবে? ক্লারিন গতকাল জানিয়েছে, ইনস্টাগ্রামে মেসির অনুসারীর সংখ্যা ৪৭ কোটি ৮০ লাখ হলেও তিনি অনুসরণ করতেন ২৮১টি অ্যাকাউন্ট। কিন্তু গতকাল তা ২৮০-তে নেমে আসে। যে একটি অ্যাকাউন্ট 'আনফলো' করেছেন, সেটি পিএসজির। ফরাসি ক্লাবটিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'আনফলো' করেছেন মেসি। তাই বলে ইন্টার মায়ামিকে যে ইনস্টাগ্রামে অনুসরণ করতে শুরু করেছেন, তা নয়। ক্লাবটিতে অনুশীলন শুরু করেছেন, তবে মায়ামির অফিশিয়াল জার্সিতে তাঁকে এখনো দেখা যায়নি। সেটি সম্ভবত এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি না হওয়ার জন্য।

মোহনবাগানের সঙ্গে প্রীতমের সম্পর্কে ইতি, সবুজ-মেরুনে সই করলেন আব্দুল সামাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ অবশেষে মোহনবাগান ছাড়লেন প্রীতম কোটাল। আইএসএলের গত মরসুমে প্রীতমের ক্যাপ্টেন্সিতেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মোহনবাগান। এ বার তাঁকে দেখা যাবে কেরালা ব্লাস্টার্সের জার্সিতে। আসলে কেরালার সঙ্গে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সোয়াপ ডিল চলছে। তাই ওই ডিল অনুযায়ী কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে সাহাল আব্দুল সামাদ এসেছেন মোহনবাগানে। আর প্রীতম যাচ্ছেন কেরালায়। আজ, শুক্রবার দুপুরে মোহনবাগানের পক্ষ থেকে প্রীতমের ক্লাব ছাড়ার খবর জানানো হয়। পাশাপাশি সবুজ-মেরুনে ভারতীয় ফুটবলের পোস্টার বয় সাহাল আব্দুল সামাদের যোগ দেওয়ার খবরও জানানো হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল সবুজ-মেরুন ছাড়ছেন প্রীতম কোটাল। এ

বার সেই খবরেই সিলমোহর। কেরালা ব্লাস্টার্সে আগামী ৩ বছর খেলতে দেখা যাবে প্রীতমকে। অন্যদিকে ৫ বছরের চুক্তিতে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে এলেন সাহাল আব্দুল সামাদ। দিন দুয়েক আগেই ব্যাডমিন্টন তারকা রেজার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সামাদের। জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করার পাশাপাশি এ বার নতুন ক্লাবের জার্সিতেও দেখা যাবে তাঁকে। সবুজ-মেরুনে যোগ দিয়ে আব্দুল সামাদ জানান, তিনি সতীর্থদের কাছে শুনেছেন মোহনবাগানের জার্সি পরে খেলার আবেগ অন্য রকম। তাই ওই জার্সি পরে তিনি খেলবেন ভেবেই গর্বিত বোধ করছেন। মোহনবাগানে যোগ দিয়েই আব্দুল সামাদের মুখে শোনা গিয়েছে, ডার্বির কথা। তিনি জানান, ডার্বির সময় গ্যালারির অবস্থা কেমন থাকে তিনি অনেকবার টেলিভিশনে দেখেছেন। এ বার সেই ডার্বিতে তিনি খেলবেন ভেবেই রোমাঞ্চিত বোধ করছেন। ভারতীয় ফুটবলের পোস্টার বয় বলা হয় আব্দুল সামাদকে। তিনি জানান, তাঁর বিয়ের পর মোহনবাগানের সঙ্গে এই চুক্তি তাঁর কাছে সেরা উপহার। ২ জন বিশ্বকাপার, ইউরো কাপে খেলা বিদেশিদের সঙ্গে খেলতে পারবেন ভেবে তিনি উচ্ছ্বসিত। দেশের হয়ে প্রচুর ম্যাচে খেললেও এএফসি কাপে তিনি বেশি খেলেননি। তাই এ বার সেই সুযোগটা পেয়ে সামাদ জানিয়েছেন, সবক'টা ম্যাচ জিততে হবে। কঠিন হলেও তাঁর লক্ষ্য থাকবে দলকে জেতানো।

ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলেন পিভি সিন্ধু-লক্ষ্য সেন

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাইঃ যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে এগিয়ে চলেছেন ভারতীয় তারকা শাটলাররা। তিন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার পৌঁছে গিয়েছেন ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে। অলিম্পিকে ২ বার পদক পাওয়া পিভি সিন্ধু চলতি ইউএস ওপেনে সুপার ৩০০ টুর্নামেন্টে মহিলাদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে প্রজাতন্ত্রের শাটলার। যদিও দ্বিতীয় গেমে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় দু'জনের। তাও শেষ হাসি ফোটে লক্ষ্যর মুখে। দিন কয়েক আগেই কানাডা ওপেনের সেমিফাইনাল থেকে ফিরতে হয়েছিল পিভি সিন্ধুকে। অন্যদিকে কানাডা ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে খেলতে নেমেছেন লক্ষ্য সেন। ফলে তাঁর আত্মবিশ্বাস রয়েছে তুঙ্গে। এ

গিয়েছেন। একইসঙ্গে ভারতের তরুণ তুর্কি লক্ষ্য সেনও পৌঁছে গিয়েছেন শেষ আটের লড়াইয়ে। সিন্ধু ও লক্ষ্য দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে তাঁদের প্রতিপক্ষদের স্ট্রেট গেমে হারিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের শেষ আটে ওঠা তৃতীয় ভারতীয় শাটলার কে? যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে সিন্ধু চাইনিজ তাইপের সুং সু ইউকে স্ট্রেট গেমে হারান। ম্যাচের ফল ২১-১৪, ২১-১২ সিন্ধুর পক্ষে। অন্যদিকে দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে লক্ষ্য সেন হারিয়েছেন চেক প্রজাতন্ত্রের জান লৌডাকে। ম্যাচের ফল ২১-৮, ২৩-২১। প্রথম গেমে লক্ষ্যর সামনে দাঁড়াতেই পারেননি চেক বার কোয়ার্টার ফাইনালে পিভি সিন্ধু নামবেন চিনের গাও ফাং জি-এর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, পুরুষদের কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবেন ২ ভারতীয় শাটলার। একদিকে ১৯ বছর বয়সী ভারতীয় ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার শঙ্কর সুব্রমনিয়ান। তাঁর সামনে বছর একুশের লক্ষ্য সেন। টুর্নামেন্টের তৃতীয় বাছাই লক্ষ্য সেন। আর শঙ্কর কোয়ালিফায়ার খেলে মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। আর দ্বিতীয় রাউন্ডে শঙ্কর সুব্রমনিয়ান ২১-১৮, ২১-২৩, ২১-১৩ ব্যবধানে হারান ইজরায়েলের ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার মিশা জিলবারম্যানকে।

দ্বিতীয় ম্যাচেই স্বমেজাজে সিঁথি রাসবিহারী ক্লাব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুলাইঃ প্রথম ম্যাচের ধাক্কা কাটিয়ে জ্বলে উঠল সিঁথি রাসবিহারী আদর্শ ব্যায়াম মন্দির। শুক্রবার টাউন মাঠে কলকাতা ফুটবল লিগের ৪র্থ ডিভিশনের গ্রুপ থ্রি-র ম্যাচে হোয়াইট বর্ডার-কে ২-০ গোলে হারাল রাসবিহারী। এদিন প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলতে থাকে রাসবিহারীর ছেলেরা। ডানদিক এবং বাঁদিক থেকে ক্রমাগত আক্রমণ করতে থাকে হোয়াইট বর্ডারের অর্ধে। রাসবিহারীর আক্রমণের ঝাঁঝ কিছুতেই বুঝেই উঠতে পারছিল না হোয়াইট বর্ডার। এদিন প্রথম অর্ধের ২০ মিনিটের মাথায় সুভাশিস হাঁসদার জোরাল শট হোয়াইট বর্ডারের গোলকিপারকে ফাঁকি দিয়ে জড়িয়ে যায় জালে। আর এই গোল খাওয়ার আরও দিশেহারা হয়ে পড়ে বর্ডারের খেলোয়াড়রা। অনেকটা ছন্নছাড়া ভাব দেখা যায় তাদের খেলায়। আর এই সুযোগ নিয়ে ৪২ মিনিটের মাথায় রাসবিহারী তাদের

দ্বিতীয় গোলটি করে ফেলে। মিলন মন্ডলের গোলে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় রাসবিহারী। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে খেলার আরও ঝাঁঝ বাড়ালেও কোনও দলই আর করে করতে পারিনি। প্রথম ম্যাচের ভাল আর করেনি রাসবিহারী। ২-০ গোলে জিতে মাঠ ছাড়ে তারা। ছেলের খেলার গতি এবং আক্রমণাত্মক ভঙ্গি দেখে খুবই উচ্ছ্বসিত রাসবিহারীর কোচ উৎপল মন্ডল। তিনি বলেন, ''মাঠ যদি ভালো থাকতো তাহলে আরও গোল হতো। আশাকরি পরের ম্যাচে আমরা আরও ভাল খেলবো''

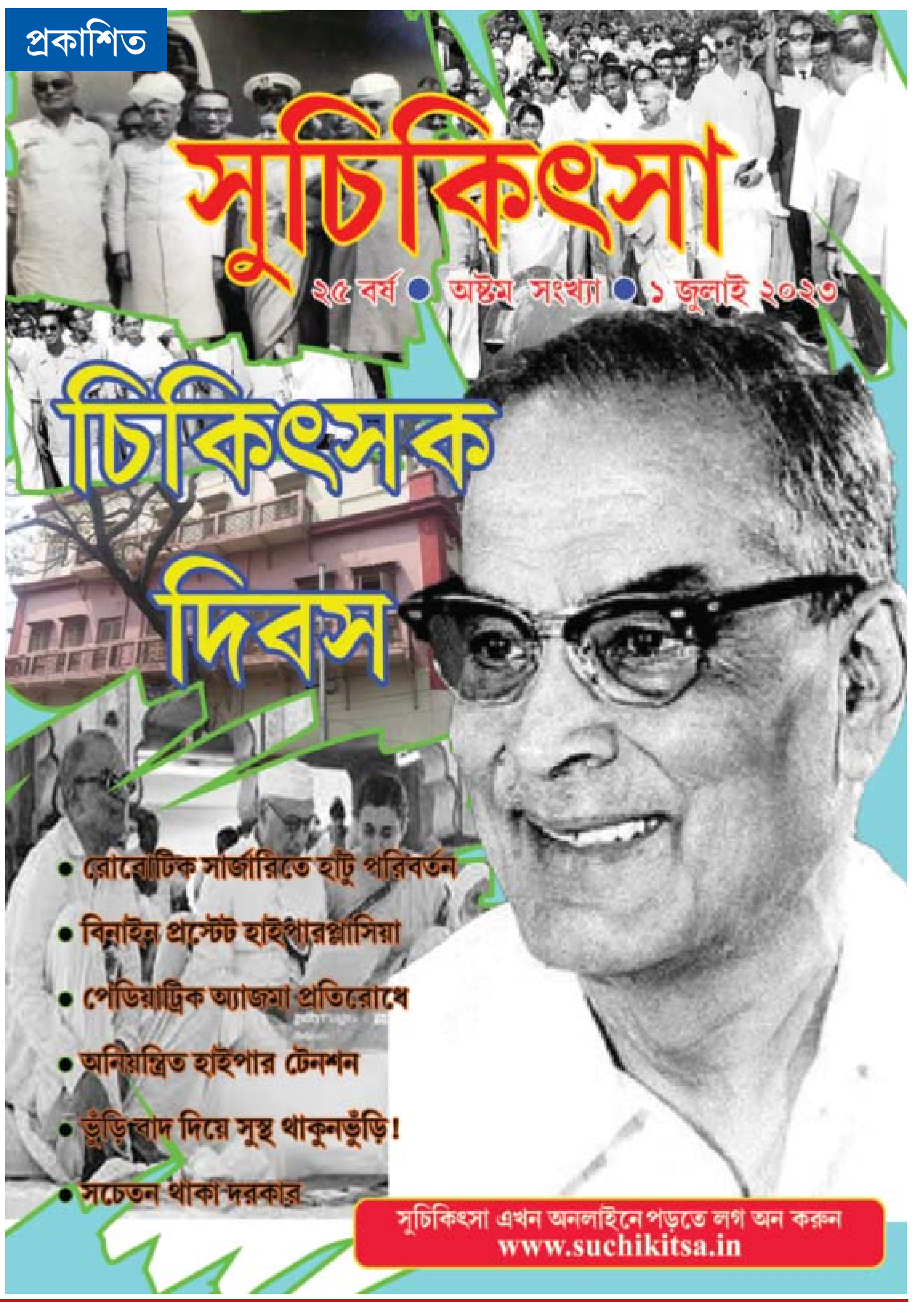

রিয়াল-বার্সেলোনাকে রেখে সুপার লিগ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে জুভেন্তাস

বছর দুয়েক আগে ফুটবলের প্রতিষ্ঠিত সব শক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যে ইউরোপিয়ান সুপার লিগ আয়োজনের ঘোষণা এসেছিল, তা ভেস্তে যেতেও সময় লাগেনি। 'মুমূর্ষ প্রকল্পটি' ঘিরে এতদিন যে তিনটি ক্লাব নতুন করে শুরুর স্বপ্ন দেখছিল, তার মধ্যে একটি জুভেন্তাসও সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তুরিন, ১৪ জুলাইঃ বহুল আলোচিত ইউরোপিয়ান সুপার লিগের (ইএসএল) উদ্যোগ থেকে বের হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জুভেন্তাস। এই নিয়ে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে ক্লাবটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। ২০২১ সালের এপ্রিলে ইউরোপের ১২টি ক্লাব মিলে নিজেদের মধ্যে সুপার লিগ আয়োজন করতে চেয়েছিল। ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফার ছায়াতল থেকে বের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের মতোই সুপার লিগ (ইএসএল) নামে প্রতিযোগিতা চালু করতে চেয়েছিল ক্লাবগুলো। এতে চ্যাম্পিয়নস লিগ যেমন আবেদন হারাত, তেমনি উয়েফাও বড় অঙ্কের রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হতো। এর পাশাপাশি পাল্টে যেত ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের মানচিত্রও। উয়েফার বিরুদ্ধে এটি একরকম 'বিদ্রোহ'ই ছিল ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ ১২টি ক্লাবের। কিন্তু সুপার লিগ আয়োজনের ঘোষণা করার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই পরিকল্পনাটি মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়। প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছিলেন ক্লাবগুলোর সমর্থকেরা। খেলোয়াড়দের পক্ষ থেকেও আপত্তি আসতে শুরু করে। কয়েকটি

দেশের সরকারও এর বিপক্ষে অবস্থান নেয়। এ ছাড়া উয়েফার চোখ রাঙানি তো ছিলই। এতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, ম্যানচেস্টার সিটি, লিভারপুল, টটেনহাম, আর্সেনাল, চেলসি, এসি মিলান, ইন্টার মিলান ও আতলেতিকো মাদ্রিদ সুপার লিগ জোট থেকে বের হয়ে আসে। কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা ও জুভেন্তাস নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থেকে যায়। জুভেন্তাস যে এই জোট থেকে বের হতে চায় সেটা বোঝা গিয়েছিল গত মাসেই। গত জুনে রিয়াল ও বার্সার কাছে লিখিতভাবে আলোচনায় বসার অনুরোধ করেছিল ইতালিয়ান ক্লাবটি। বিবিসি জানিয়েছিল, 'সুপার লিগ প্রজেক্ট থেকে জুভেন্তাসের বের হয়ে যাওয়ার সম্ভাব্যতা যাচাই' নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিল জুভেন্তাস। সেই আলোচনা এখন শুরু করেছে ক্লাবটি। রিয়াল ও বার্সার সঙ্গে এই জোট থেকে বের হতে আলোচনা শুরু করেছে জুভেন্তাস। ক্লাবের বিবৃতিতে বলা হয়, 'সুপার লিগ প্রজেক্ট নিয়ে চুক্তির শর্তে যেসব অসংগতি আছে, সেসব নিয়ে আলোচনার পর জুভেনন্তাস নিশ্চিত করছে, এখান (সুপার লিগ) থেকে আমরা বের হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছি।' জুভেন্তাস আরও জানিয়েছে, রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা অনুমোদন করলেই শুধু এই প্রজেক্ট থেকে তাদের বের হয়ে প্রক্রিয়া সমাপ্ত ও কার্যকর হবে। সুপার লিগ প্রজেক্টের অন্যতম নেপথ্য কারিগর ছিলেন জুভেন্তাসের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আন্দ্রেয়া আগনেল্লি। খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক দেওয়া নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে গত সোমবার ফুটবল থেকে ১৬ মাস নিষিদ্ধ হন আগনেল্লি। গত নভেম্বরে তুরিনের ক্লাবটি থেকে বোর্ড সদস্যদের নিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন তিনি। জুভেন্তাসেরও সাম্প্রতিক মাসগুলো ভালো যাচ্ছে না। আর্থিক নিয়ম ভাঙায় এর আগে ১০ পয়েন্ট জরিমানা হয় ক্লাবটির। গত মরসুমে সিরি আ টেবিলে সপ্তম অবস্থান নিয়ে শেষ করায় কনফারেন্স লিগে খেলতে হবে জুভেন্তাসকে। ওই ১০ পয়েন্ট কাটা না পড়লে চ্যাম্পিয়নস লিগের আগামী মরসুমে খেলার সুযোগ পেত জুভেন্তাস।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501